

182. Bd. 887. 3.

বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থাবলী ।

# ভারতের ইতিহাস ।

ইঙ্গরেজ-রাজত্ব ।



শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত ।

চতুর্থ সংস্করণ ।

কলিকাতা ;

২০১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত

৩

২১০/১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে

শ্রীমণিমোহন বস্তু দ্বারা মুদ্রিত ।

যেসকল গ্রন্থের সাহায্যগ্রহণ করা

তৎসমুদয়ের নাম ।

---

Dr. Hunter, Indian Empire and History of the Indian people.

Torrens, Empire in Asia.

W. M. James, The British in India.

Wheeler, Tales from Indian History.

Macaulay, Lives of Lord Clive and Warren Hastings.

Mill, History of British India.

Sewell, Analytical History of India.

Cunningham and McGregor, History of the Sikhs.

Kaye, Life of Lord Metcalfe.

Evans Bell, Retrospects and Prospects of Indian Policy.

Seeley, Expansion of England.

Beveridge, Trial of Nundakumar.

১৭৮০ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ।

১২৪২ সনের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত মহারাজ নন্দকুমার রাঘ-  
শীর্ষক প্রবন্ধ ।

Bholanath Chunder, Travels of a Hindu.

কৃষ্ণচন্দ্র রাঘপ্রণীত ইঙ্গরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস ।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস ।

---

# সূচী ।

## প্রথম অধ্যায় ।

ইউরোপীয় বণিকদিগের ভাবতবর্ষে আগমন	...	১-১১
-----------------------------------	-----	------

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

কর্ণাটের যুদ্ধ	...	১১-২৬
----------------	-----	-------

## তৃতীয় অধ্যায় ।

বাক্সালাব ঘটনা	...	২৬-৫১
----------------	-----	-------

## চতুর্থ অধ্যায় ।

দক্ষিণাপথের ঘটনা	...	৫১-৫৭
------------------	-----	-------

## পঞ্চম অধ্যায় ।

ওয়াবেণ হেষ্টিংস্	...	৫৭-৮০
লর্ড কব্‌ণ্‌ওয়ালিস্	...	৮০-৮৭
স্ত্রাব জন শেব	...	৮৭
মার্ক্‌ইস্ অব ওয়েসেসলি	...	৮৮-৯৬
লর্ড কব্‌ণ্‌ওয়ালিস্ (দ্বিতীয় বাক)	...	৯৬-৯৭
স্ত্রাব্‌ অর্জ্জ বার্লো	...	৯৭-৯৮
লর্ড মিণ্টো	...	৯৮-১০২
লর্ড ময়রা	...	১০২-১০৮
লর্ড আমহর্ষ্ট	...	১০৮-১১১

লর্ড উইলিয়াম্ বেণ্টিঙ্ক্	...	...	১১১-১১২
লর্ড মেটকাফ্	...	...	১১২-১২৭
লর্ড অক্‌লাণ্ড্	...	..	১২৭-১৩০
লর্ড এলেনববা	...	.	১৩১-১৩৪
লর্ড হার্ডিঞ্জ	...	...	১৩৪-১৩৮
লর্ড ডালহৌসী	.	...	১৩৮-১৪৮
লর্ড কানিং	..	...	১৪৯-১৬৫

### ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সিপাহি-যুদ্ধ	..	...	১৪৯-১৫৬
--------------	----	-----	---------

### সপ্তম অধ্যায় ।

ব্রিটিশ বাজ-শাসনাধীন ভাবতবর্ষ	...	...	১৫৬-১৭৫
লর্ড কানিং	...	...	১৫৬-১৬৫
লর্ড এলগিন্	...	...	১৬৫-১৬৯
লর্ড লবেঙ্ক্	.	...	১৬৬
লর্ড মেঘো	..	...	১৬৬-১৬৮
লর্ড নর্থব্রুক	...	..	১৬৮-১৬৯
লর্ড লিটন্	.	...	১৬৯-১৭২
লর্ড রিপন্	...	...	১৭২-১৭৫
লর্ড ডফবিণ	..	...	১৭৫
উপসংহার	...	...	১৭৬-১৭৯
ভাবতবর্ষের শাসন-প্রণালী	...	...	১৭৯-১৮৫

# ভারতের ইতিহাস ।

ইঙ্গরেজ-রাজত্ব ।

## প্রথম অধ্যায় ।

ইউরোপীয় বণিকদিগের ভারতবর্ষে  
আগমন ।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে \* ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা  
পরিবর্তিত হয় । এই যুদ্ধের পর—

(১) দিগ্বিজয়ী মর্হাট্টাবা হতবীৰ্য্য হইয়া পড়ে । প্রতাপ-  
শালী পেশবা শোকে ও দুঃখে মানবলীলা সংবরণ করেন ।

(২) গোবর্দ্ধিত মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হয় । তদা-  
নীন্তন মোগল সম্রাট হীনভাবে বিহারপ্রদেশে ভ্রমণ কবিত্তে  
থাকেন ।

(৩) স্বাধীনতার লীলাভূমি রাজপুতনা ক্রমে গোবর্দ্ধ-শূন্য  
হয় । বীৰ্য্যবন্ত রাজপুত্বেবা অনৈক্যদোষে পবম্পব বিচ্ছিন্ন  
হইয়া পড়ে ।

(৪) হযদরাবাদের নিজাম স্বাধীনতা অবলম্বন করেন ।

(৫) অযোধ্যার সুবাদার স্বাধীন হন । ইহার বংশধরগণ

\* ভারতের ইতিহাসে মুসলমানদিগের রাজত্বের শেষ অংশে এই যুদ্ধের  
বিষয় বিবৃত হইয়াছে ।

বহুসংখ্য সৈন্য ও বহুবিভূত ভূখণ্ডেব অধিস্বামী হইয়া অগোধ্যাব নবাব নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন ।

(৬) বোহিলখণ্ডে আফ্গানেবা ক্রমে সাহস ও বল সংগ্রহ কবিয়া বোহিলা নামে খ্যাত হয় । জাঠেবা ক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া ভাবতবর্ষেব ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ কবে ।

(৭) ইঙ্গবেজেবা আপনাদেব ক্ষমতায় স্থানে স্থানে আধিপত্য স্থাপন কবেন । ইহাৰা প্রথমে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগেব ত্রায় এদেশে বণিক্বেশে সমাগত হন, এবং ক্রমে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগেব ক্ষমতা পর্য্যুদগ্ধ কবিয়া ভাবতবর্ষেব অধীশ্বৰ হইয়া উঠেন । ইহাদেব বাজত্বেব বিবরণই বৰ্ত্তমান ইতিহাসেব বর্ণনীয় বিষয় ।

কি হুত্রে পর্তুগীজ, প্রভৃতি জাতি ভাবতবর্ষেব কথা জানিতে পারিল, কি হুত্রে ভারতবর্ষে ইহাদেব বাণিজ্য কবিবার ইচ্ছা বলবতী হইল, তাহা নির্ণয় কবা দুৰূহ নহে । অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভাবতবর্ষেব কথা নানা স্থানে প্রকাশ হন, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভাবতভূমি ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া নানা স্থানে প্রসিদ্ধি লাভ কবে । দিগ্বিজয়ী সেকেন্দৰ শাহ যখন পঞ্জাবে উপস্থিত হন, তখন গ্রীকেবা ভাবতবর্ষীয়দিগেব সাহস ও পৰাক্রম, এবং ভাবতবর্ষেব সমৃদ্ধি দেখিয়া চমকিত হয় । এই সময় হইতেই গ্রীকেবা ভাবতবর্ষেব বিষয় ইউরোপে প্রকাশ করে । ইউবোপীয়েবা মেগাস্থিনিচ্ প্রভৃতিব গ্রন্থে ভাবতবর্ষেব শোভা-সম্পত্তিৰ বর্ণনা দেখিয়া ক্রমে এদেশে আসিতে ও এদেশেৰ রিববণ জানিতে কৌতুহলী হইয়া উঠে ।

এইকপ কৌতুহলেব সঞ্চাব হইলেও খ্রীষ্টাব পঞ্চদশ শতাব্দী

পর্যন্ত কোন ইউরোপীয় জাতি সাক্ষাৎসম্বন্ধে এ দেশে বাণিজ্য কবিত্তে আইসে নাই। অতি প্রাচীন কালে হিন্দু বা বাণিজ্যে নিপুণ ছিলেন। তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি বন্দর বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কাশ্মীরেব শাল, ঢাকা ও বাবাণসীর কাপড়, গোলকুণ্ডার হীৰক, নানা প্রকার মসলা ও সোনারূপার অলঙ্কার, এবং বেশম, হস্তীদন্ত প্রভৃতি অতি উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত। ক্রমে আববেবা ঐ সকল বাণিজ্য-দ্রব্য আলেক্জান্দ্রিয়া ও কনস্তান্তি নোপলে বিক্রয়কবিত্তে আবস্ত কবে। বাণিজ্য-লক্ষ্মীর রূপায় আলেক্জান্দ্রিয়া প্রভৃতি বন্দর সকল বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। আরব-বণিকদিগেব এইরূপে উন্নতি ও লাভ হও-য়াতে ইউরোপীয় বাণিজ্য-ব্যবসায়ীদিগেব উৎসাহ ও অধ্য-বসায়ের সঞ্চার হয়। ক্রমে তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য কবিত্তে যত্নশীল হইয়া উঠে।

**পৰ্তুগীজদিগের ভারতবর্ষে আগমন।**—খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে পৰ্তুগীজেবা সমুদ্রপথে নানাস্থানে যাতায়াত আরম্ভ কবে। ভারতবর্ষজাত বাণিজ্যদ্রব্যের বিষয় ইহাদের অবিদিত ছিল না। ইহাৰা অপবাপর বণিকদিগের নিকট হইতে ভারতবর্ষেব বাণিজ্যদ্রব্য কিনিয়া নানা স্থানে বিক্রয় করিত। ক্রমে ইহারা ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য করিতে বিশেষ উৎসুক হয়। পঞ্চাশ বৎসর কাল অবিচ্ছিন্ন চেষ্টার পর, ইহাদের উৎসুক্য চরিতার্থ হইয়া উঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাস্কো-ডিগামা উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করেন। ইহার পর, তিনি ঐ পথে ভারতবর্ষের মলবার উপকূলস্থিত কালিকট নগরে উপ-নীত হন। এই সময়ে সেকেন্দর লোদী দিল্লীর সিংহাসনে অধি-

কৃত ছিলেন। বাহাহউক, পর্তুগীজেরা এইরূপে ভাবতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয়। অল্পদিনের মধ্যে ইহাদের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়া উঠে। ইহারা ভারতবর্ষের গোয়া, দিউ ও দমায়ুন অধিকার করে, আবব ও পাবস্তের উপকূল, সিংহল, চীন ও জাপানের বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া তুলে, এবং সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডের বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রথমে পর্তুগীজবাই ভাবতবর্ষে আসিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রবৃত্ত হয়।

ওলন্দাজদিগের ভারতবর্ষে আগমন।—ইহাদের এক শতাব্দী পরে ওলন্দাজেরা পর্তুগীজদিগের অনুসরণ করে। প্রথমে ঘাণা ও সুমাত্রা দ্বীপ ওলন্দাজদিগের প্রধান বাণিজ্য-স্থান হয়। ইহার পর, ওলন্দাজেরা ভারতবর্ষের মধ্যে চুঁচুড়ান আসিয়া বাণিজ্য আবস্ত করে। অল্প দিনের মধ্যে পর্তুগীজদিগের সহিত ইহাদের বিবোধ ঘটিয়া উঠে। এই বিরোধে পবিশামে ওলন্দাজেরাই জয়ী হয়। ক্রমে পর্তুগীজেরা অবসন্ন হইয়া পড়ে, ক্রমে তাহাদের বাণিজ্য-লক্ষ্মী ওলন্দাজদিগকে সমুদ্রপন্ন করিয়া তুলে। চুঁচুড়া বহুকাল ওলন্দাজদিগের অধিকৃত ছিল। পবিশেষে :৮২৪ অব্দে ইঙ্গরেজেরা উহা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করে।

দিনেমারদিগের ভারতবর্ষে আগমন।—পর্তুগীজদিগের কিছু পরেই, দিনেমারগণ বাণিজ্যার্থ ভাবতবর্ষে আইসে। কিন্তু তাহারা এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতি দেখাইতে পারে নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল শ্রীরামপুর তাহাদের প্রধান উপনিবেশ ছিল। :৮৪৫ অব্দে এই স্থান ইঙ্গরেজেরা কিনিয়া লয়।



**ইঙ্গরেজদিগের ভারতবর্ষে আগমন, ১৪৯৬-১৫-৯৬ ।**—ইঙ্গবেজ সর্বপ্রথমে উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে ভারত-বর্ষে আসিতে চেষ্টা কবে। সপ্তম হেন্‌বি যখন ইঙ্গলণ্ডেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন জন ক্যাবট্ আপনাব তিনটি পুত্রেব সহিত এই উদ্দেশে যাত্রা কবেন (১৪৯৬)। কিন্তু তাঁহা-দেব চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ১৫৫৩ অব্দে স্ত্রাব হিউ উইলবি এ বিষয়ে বহুশীল হন। কিন্তু তিনিও কৃতকার্য হইতে পাবেন নাই। ইহাব পব ১৫৭৬ হইতে ১৬১৬ অব্দ পর্য্যন্ত উত্তর-পশ্চিম দিকেব পথ আবিষ্কাবেব জন্ত চেষ্টা হয়। ১৫৭৭ অব্দে বিখ্যাত নাবিক স্ত্রাব ফ্রান্সিস্ ড্রেক্ পৃথিবী পবিবেষ্টন কবেন। স্বদেশে যাইবাব সন্ধ্যা তিনি মলক্কস্ দ্বীপপুঞ্জেব অন্তর্গত টাণেট দ্বীপে পদার্পণ কবেন। মধ্যকালেব ইঙ্গবেজদিগের মধ্যে প্রথমে তমাস্ স্টিফেন্স ১৫৭৯ অব্দে ভারতবর্ষে আইসেন। ইহাব পব ১৫৮৩ অব্দে বালক ফীচ্. জেমস্ নিউবেবি ও লীডস্ নামক তিন জন ইঙ্গবেজ বণিক ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। পর্তুগীজেব প্রতী-দ্বন্দ্বিতাব আশঙ্কাব গোব্বা নগবে ইহাদিগকে কাবাবদ্ধ করে। কাবাগাব হইতে মুস্তিলাভ কবিয়া নিউবেবি গোব্বা নগরে দোকানদাব হন, লীডস্ মোগল সম্রাটেব অধীনে চাকবী গ্রহণ কবেন, ফীচ্. বাঙ্গালা, সিংহল, পেগু, মলক্কা প্রভৃতি ভূখণ্ডে পবিভ্রমণ কবিয়া স্বদেশে সমাগত হন।

**ইঙ্গরেজদিগের প্রাচ্য ভূখণ্ডে বাণিজ্য করিবাব সনন্দলাভ, ১৫৯৯ ।**—ইহার পর ভারতবর্ষের বাণিজ্যে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদিগের দৌভাগ্য দেখিয়া ইঙ্গরেজেরাও এদেশে আসিয়া বাণিজ্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। এই সময়ে

ইঙ্গলণ্ডেব শাসন-দণ্ড মহাবাণী এলিজাবেথের হস্তে ছিল। লণ্ডননগরের কতিপয় বণিক তাঁহাব নিকট এতদ্দেশে বাণিজ্য কবিবার জন্ত আবেদন কবেন। এই আবেদন গ্রাহ্য হয়। মহাবাণী এলিজাবেথ বণিক্সম্প্রদায়কে পূৰ্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্য কবিবার জন্ত সনন্দ দেন। এই সনন্দে অবধাবিত হয়, “আবেদনকাবী বণিক্সম্প্রদায় এ প্রদেশে আসিয়া পনব বৎসব কাল অবাদে বাণিজ্য কবিতো পাবিবে। ইহাদেব অসম্মতিতে ইঙ্গলণ্ডেব অপব কোন বণিক এদেশে বাণিজ্য করিতে পাবিবে না।” এই বণিকেবা খ্রীঃ ১৫৯৯ অব্দেব ৩১এ ডিসেম্বৰ আপনাদের অভীষ্ট সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে মোগল সম্রাট আকবর শাহ দিল্লীব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং এই সময়ে বীররমণী চাঁদ সুলতান। অহম্মদনগরেব স্বাধীনতা বক্ষাব জন্ত মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।—সনন্দপ্রাপ্ত বণিক সম্প্রদায় “লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি” নামে আখ্যাত হয়। একটি সভা কোম্পানিব কার্যেব তত্ত্বাবধান-ভাব গ্রহণ কবেন। সভাতে চব্বিশ জন সদস্য ও একজন সভাপতি ছিলেন। এই সভা “ডিরেক্টর সভা” নামে পৰিচিত হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে সূমাত্রা, যাবা প্রভৃতি ভাবতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য কবিতো প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তখন ঐ সকল স্থানে ওলন্দাজদিগেব ক্ষমতা প্রবল ছিল। এজন্ত তাঁহাবা ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্য কবিতো ইচ্ছা কবেন। জাঁহাঙ্গীর বাদশাহ ইঙ্গরেজদিগকে সুবটে একটি কুঠী স্থাপন কবিতো অনুমতি দেন (১৬১৩)। তদনুসাবে সুবট ইঙ্গরেজদিগেব একটি

প্রধান বাণিজ্য-স্থান হইয়া উঠে। ইহার দুই বৎসর পরে ইঙ্গরেজ দূত স্থার তমাস্ বো দিল্লীর দরবারে আসিয়া সম্রাট্ জাঁহাঙ্গীরের বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন হন। এই রূপে ইঙ্গরেজেরা ভারতবর্ষে আপনাদের অধিকারের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। মুসলমান বিজেতাবা উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে দুর্গম গিরিবন্ধ সকল অতিক্রম পূর্বক ভারতবর্ষে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়া ছিলেন। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বিজেতাবা সমুদ্রপথে দক্ষিণ দিক হইতে ভাবতে উপস্থিত হইলেন।

কোম্পানির প্রধান প্রধান বাণিজ্য-স্থান।—  
ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি হইতে থাকে, ক্রমে স্মুট ব্যতীত ভারতবর্ষের আরও অনেকগুলি স্থান তাঁহাদের হস্তগত হয়। মোগল সম্রাট্ জাঁহাঙ্গীরের অনুমতিক্রমে ইঙ্গরেজেরা বালেশ্বরের নিকটে পিপ্লী নামক স্থানে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। মাদ্রাজ তাঁহাদের হস্তগত হয়। এই স্থানে তাঁহারা ফোর্ট সেন্ট জর্জ নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন (১৬০৯)। ইহার পর, মাদ্রাজের কিছু দূরে, আর একটি দুর্গ নির্মিত হয়। এই দুর্গের নাম ফোর্ট সেন্ট ডেভিড্। খ্রীঃ ১৫৬৫ অব্দে বিজয় নগরের ধ্বংস হইলে তদ্রূপ রাজাবা কর্ণাটের অন্তঃপাতী চন্দ্রাপুরিতে আসিয়া বাস করেন। ইঙ্গরেজেরা এই বংশের রাজার নিকট হইতে মাদ্রাজ ক্রয় করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ শাহজাহান রাজত্ব-সময়ে বাঙ্গালার ইঙ্গরেজদিগের বাণিজ্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাটের একটি হুকুমত সাতিশয় পীড়িত হইলে, তাঁহার পীড়াশান্তির জন্য বোটন নামক

একজন ইঙ্গরেজ চিকিৎসক নিয়োজিত হন। চিকিৎসকেব চিকিৎসানৈপুণ্যে সম্রাট্‌রুহিতা আবোগ্য লাভ কবে। শাহ-জহাঁ এই উপযুক্ত চিকিৎসককে যথাযোগ্য পাবিতোষিক দিতে চাহিলে, বোটন নিজে কোন পাবিতোষিক না লইয়া স্বদেশেব বণিক্‌ সম্প্রদায়েব উপকারার্থে তাহাদিগকে বাঙ্গালাদেশে বিনা-শুল্কে বাণিজ্য কবিত্তে অধিকার দিবাব প্রার্থনা কবেন। বোটনেব প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়। ইঙ্গবেজ কোম্পানি বাঙ্গালা দেশে বিনা-শুল্কে বাণিজ্য কবিবাব অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই সূত্রে পাটনা, কাশীমবাজার, হুগলী প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদেব এক একটি কুঠী স্থাপিত হয়।

ইঙ্গলেণ্ডেব অধিপতি দ্বিতীয় চার্লস্‌ পৰ্তুগালেব রাজকন্যাকে বিবাহ কবিয়া ৌতুকস্বরূপ বোম্বাই নগর প্রাপ্ত হন। বোম্বাই ইহাব পূৰ্বে পৰ্তুগীজদিগেব অধিকৃত ছিল। দ্বিতীয় চার্লস্‌ উহা পাইয়া ছয় বৎসব কাল আপনাব তত্ত্বাবধানে বাখেন, কিন্তু শেষে বিশেষ লাভ বোধ না হওনাত্তে, তিনি উহা ১৬৮৬ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিবে হস্তে সমৰ্পণ কবেন। অতঃপব বোম্বাই কোম্পানিবে একটি প্রধান বাণিজ্য-স্থান হয়। ইহাব ২০ বৎসব পবে ইঙ্গবেজেবা কলিকাতাব প্রবেশ করেন। এই সময়ে জব চার্লক তাঁহাদেব অধিনায়ক ছিলেন। কথিত আছে, চার্লক সহমবণ-সময়ে একটি বিধবা অবলাকে অলস্তু চিতা হইতে বক্ষা কবেন। শেষে অবলা আপনাব জীবনদাতাব সহিত পবিগম্য সূত্রে আবদ্ধ হয়। এই চার্লকেব নামানুসাবে, কলিকাতার নিকটবৰ্ত্তী বাবাকপুৰ চার্লক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বাগা হউক, সম্রাট্‌ আওরঙ্গজেবেব উত্তরাধিকারীর নিকট হইতে সূতা-

হুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা, এই তিন খানি গ্রামেব স্বত্ব ক্রীত হইলে, ইঙ্গবেজেরা ১৬৯৮ অব্দে কলিকাতায় একটি দুর্গ নিৰ্ম্মাণ কবেন। কোম্পানিব তদানীন্তন প্রধান এজেন্ট জাব চার্লস আয়ার্স ইঙ্গলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে ঐ দুর্গেব নাম “ফোর্ট উইলিয়ম” বাধেন। এইরূপে কলিকাতা বঙ্গলার মধ্যে কোম্পানিব একটি প্রধান উপনিবেশ হয়। ১৬১৩ অব্দে ইঙ্গবেজেবা সুবটে কুঠী স্থাপন কবেন; ১৬৯৮ অব্দে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নিৰ্ম্মিত হয়, সুতবাং কিঞ্চিৎ অধিক আশী বৎসরেব মধ্যে ভারতবর্ষেব পশ্চিম উপকূলে সুবট ও বোম্বাই, পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ, বাদ্রালায় কলিকাতা, চণ্ডীগড়, পাটনা, বালেশ্বর প্রভৃতি নগর, কোম্পানিব প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ, এই তিন স্থান প্রধান ছিল। এই তিন স্থানে এক এক জন অধিনায়ক ছিলেন। ইহাবা প্রেসিডেন্ট নামে অভিহিত হইতেন। প্রেসিডেন্টের অধীনে থাকাতে উক্ত তিন স্থান প্রেসিডেন্সি নামে কথিত হইত। ইঙ্গবেজেরা এই সময়ে আপনাদের অধীনস্থ প্রজাদিগের গোলযোগেব মীমাংসা কবিয়া দিতেন। ইঙ্গবেজ অপরাধীদিগের বিচারের নিমিত্ত “মেয়র্স কোর্ট” নামে একটি বিচারালয় ছিল। ইঙ্গবেজদিগেব অগতাপব বাণিজ্য-স্থানগুলি, এই তিন প্রেসিডেন্সিব মধ্যে কোন একটির অন্তর্গত থাকিয়া তত্রত্য প্রেসিডেন্টের মতানুসারে পবিচালিত হইত। এইরূপে ইঙ্গবেজ অধিকারেব ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই রূপে ইঙ্গবেজগণ ভারতে আপনাদের ক্রমতা বদ্ধমূল করিতে প্রবৃত্ত হন।

**ইঙ্গরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি।**—লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রায় এক শত বৎসর কাল মহাবাহী এলিজাবেথেব প্রদত্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। ইঙ্গলেণ্ডের পরবর্তী রাজা প্রথম জেমস ও দ্বিতীয় চার্লস তাঁহাদের এই ক্ষমতার কোন রূপ অঙ্গহানি করেন নাই। তৃতীয় উইলিয়ম এবং মেবিও তাঁহাদের সনন্দেব কোনরূপ পরিবর্তন করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা ভারতের বাণিজ্য কেবল এই বণিক সম্প্রদায়ের হস্তে না রাখিয়া অপৰ একদল বণিককে তদনুরূপ ক্ষমতা দিয়া, ভাবতবর্ষে বাণিজ্য করিতে অনুমতি দেন। যে বৎসর কোম্পানি হুতানুটি গোবিন্দপুর ও কলিকাতার জমিদারী ক্রয় করেন, সেই বৎসর “ইঙ্গবেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি” নামে এই অভিনব কোম্পানি সংগঠিত হয়। কিন্তু এই কোম্পানি প্রথম কোম্পানিব স্থায় লাভবান হইতে পাবেন নাই। কিছুকাল উভয় কোম্পানিতে বিবাদ চলে; ইহাতে উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। শ্রাব উইলিয়ম নবিস্ নামক একজন ইঙ্গবেজ দূত এই অভিনব কোম্পানিব বাণিজ্য-ব্যবসায়ের উন্নতি সাধন অভিপ্রায়ে দিল্লীর বাদশাহেব নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি অতীষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য হইতে পাবেন নাই।

**সম্মিলিত কোম্পানি।**—উভয় কোম্পানিতে এইরূপ বিবাদ ও তৎপ্রযুক্ত ক্ষতি হওয়াব পৰ, ১৭৫২ অব্দে উভয় কোম্পানি পরস্পর সম্মিলিত হয় এবং “লণ্ডন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি” নামেব পরিবর্তে “সম্মিলিত কোম্পানি” নাম পরিগ্রহ করিয়া, ভাবতবর্ষে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়।

**ফরাসীদিগের ভারতবর্ষে আগমন।**—ইঙ্গরেজ-

দিগের পব ফবাসী জাগিয়া উঠে। ইহাবা ১৬০৪ অব্দে এনেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, প্রথমে ভাবত-মহাসাগবস্থিত মরিসস্ ও বোব্বো দ্বীপ অধিকার কবে। পবে ভারতবর্ষের মধ্যে ১৬৬৪ অব্দে সুবটে, ১৬৭৪ অব্দে পদিচেবীতে এবং ১৬৮৮ অব্দে চন্দননগবে কুঠী স্থাপন করে। ইহাব মধ্যে পদিচেবিই সর্ব-প্রধান স্থান ছিল। ফবাসীদিগেব সমুদয় কুঠী পদিচেবীৰ শাসনকর্তাব অধীনে থাকিত। ফবাসীবা এইরূপে নানা স্থানে কুঠী স্থাপন কবিলেও বাণিজ্য-বিষয়ে ওলন্দাজ বা ইঙ্গবেজদিগেব ত্রায সৌভাগ্য-সম্পন্ন হইতে পাবে নাই।

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

### কর্ণাটের যুদ্ধ ।

যে সকল ইউরোপীয় জাতি ভারতবর্ষে বাণিজ্য কবিতে আইসে, তৎসমুদয়েব মধ্যে ইঙ্গবেজ ও ফবাসীরা অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়াছিল। ইহাবা স্বপ্রধান হইয়া বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয। এই উভয় জাতিই আপনাদিগকে প্রবল বিবেচনা কবিত, এবং আপনাদেব ক্ষমতা ও প্রাধান্ত অপ্রতিহত রাখিবাব জন্ত অপবকে নানা প্রকার বাধা দিতে চেষ্টা পাইত। সুতরাং উভয়েব মধ্যে সন্ডাব বা প্রীতি ছিল না। আত্ম প্রাধান্ত স্থাপনেব ইচ্ছা উভয়েকেই উভয়েব প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়া তুলিয়াছিল। উভয়ই উভয়েব অভ্যাস বিবেচ্যেব চক্ষে চাহিয়া দেখিত, এবং উভয়ই উভয়েব বাণিজ্য স্থান নষ্ট করা, বা ক্ষমতায় বাধা দেওয়া

আপনাদের জাতীয় গৌরব বলিয়া মনে করিত। যে সময়ে ভারতবর্ষে এই বিদেশী বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষের সঞ্চার হয়, সেই সময়ে মোগল সম্রাট্ আকবরের ত্যাব কোন একজন ক্ষমতাসালী ভূপতিব হস্তে ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড ছিল না। তখন দেশ এক প্রকার অবাক্কক হইয়াছিল; যাহাব কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল, সেই আপনাব স্বাধীনতাব জন্ত লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। এই অবাক্কক সময়ে বিদেশেব দুই দল ক্ষমতাসালী বণিকেব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতবর্ষেব অবস্থাও ক্রমে পবি-বর্ধিত হইতেছিল।

কর্ণাটের যুদ্ধ, ১৭৪৪-১৭৬০।—ঘটনাক্রমে ১৭৪৪ অব্দে ইউরোপে ইঙ্গরেজ ও ফবাসীদিগেব মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে ভারতবর্ষ-প্রবাসী ইঙ্গবেজ ও ফবাসীদিগেব মধ্যেও বিবাদ ঘটে। কর্ণাট প্রদেশে, পঁদিচেরীতে ফবাসীবা এবং মাদ্রাজে ইঙ্গবেজেবা প্রবল ছিল। সূতবাং ঐ দুই স্থানে উভয় দলেব মধ্যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। একে একে তিনটি যুদ্ধ ঘটে। কর্ণাটেব এই তিন যুদ্ধ ভারতবর্ষেব ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সময়ে সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ইঙ্গরেজ-দিগের ৬০০ মাত্র সৈন্ত ছিল। কিন্তু ফবাসীবা পঁদিচেরীতে একজন বিচক্ষণ সেনাপতির অধীনে ইহা অপেক্ষা বহুসংখ্য সৈন্ত বক্ষা কবিতেছিল।

লাবোর্দনে।—এই বিচক্ষণ ফরাসী সেনাপতির নাম লাবোর্দনে। ১৬৯৯ অব্দে সেন্ট্ মালো নামক স্থানে ইহাব জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি ভারতবর্ষে প্রথম যাত্রা করেন। ইহার পর আরও তিন বার জাহাজের ক্যাপ্টেন



হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। শেখ বাব ইনি ভারতবর্ষে থাকিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পন্দিচেবীতে আসিয়া বাস করেন। এইখানে ইনি স্থপতিবিদ্যা শিক্ষা কবিত্তে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ইহার একাগ্রতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা পবিস্ফুট হয়, ক্রমে ইনি পন্দিচেবী-প্রবাসী ফবাসীদিগের মধ্যে এক জন প্রধান লোক হইয়া উঠেন। ১৭৩৩ অব্দে লাবোর্দনে স্বদেশে গমন করেন। তঁহাব দুই বৎসব পরে, তিনি বোম্বাই দ্বীপের শাসনকর্ত্তা হন। ১৭৪০ অব্দে লাবোর্দনের শাসন কাল শেষ হয়। পরে ইউরোপে ইন্সবেজ ও ফবাসীয়া নগরকর্ত্তে অতীর্ণ হওয়াতে লাবোর্দনে ফবাসীদিগের সেনাপতি ১৭৮৮ অব্দে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন।

কর্ণাটের প্রাধান্য মন।—১৭৫৬ অব্দে লাবোর্দনে ২,০০০ শিক্ষিত সৈন্য পাঠায় ডা. ব্রু পন্দিচেবী হইতে মাদ্রাজে যাত্রা করেন। এত সন্যাস মাদ্রাজ-বক্ষাকাবীদিগের সংখ্যা তিন শতের অধিক হইত না।

লাবোর্দনে কর্ত্তক মাদ্রাজ অধিকার।—পাঁচ দিন গোলাবর্ষণের পর, ১৭৪৬ অব্দে ২০এ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ অধিকৃত হইল। কিন্তু সন্দেহে ফবাসী সেনাপতি, ইন্সবেজ বণিকদিগের প্রতি সপোচিত উদারতা দেখাইলেন। তঁহাব মৌজহে ও সদয় ব্যবহারে মাদ্রাজের ইন্সবেজেবা বন্দী হইল না। লাবোর্দনের এই সদাচারে তদীয় প্রতিদ্বন্দ্বী সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বী—পন্দিচেবীর শাসনকর্ত্তা ছপ্পে।

ছপ্পে।—জোসেফ ফ্রান্সিস ছপ্পে একজন করাসী বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর পুত্র। ১৬৯৫ অব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ছপ্পে কুড়ি বৎসব বয়সে ভারতবর্ষে আইসেন। ১৭২০ অব্দে

ইনি পুন্ডিচেরীৰ শাসন-সমিতিৰ একজন সদস্য হন। ১৭৩০ অৰ্দ্ধে চন্দননগৰেৰ শাসন-ভাৰ ইহাৰ হস্তে সমৰ্পিত হয়। বাৰ বৎসৰ কাল এই কাৰ্য্যে থাকিগা, ইনি ১৭৪২ অৰ্দ্ধে পুন্ডিচেরীৰ শাসনকৰ্ত্তা হন। ছপ্পে লাৰোৰ্দ্দিনেকে আপনাৰ একজন প্ৰধান প্ৰতিদ্বন্দ্বী ভাবিতেন, এবং যে কোন উপাৰ্বে হটক, তাঁহাৰ মতেৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্য্য কৰিতে সৰ্ব্বদা চেষ্টা পাইতেন।

ছপ্পে, লাৰোৰ্দ্দিনেৰ অনতিমতে ইঙ্গবেজদিগেৰ ধনাগাৰ লুণ্ঠন কৰিলেন। এদিকে প্ৰবল ঝড়ে লাৰোৰ্দ্দিনেৰ জাহাজ বিনষ্ট হইল। কঠোৰপ্ৰকৃতি ছপ্পে এ সময়ে তাহাৰ কোনৰূপ সাহায্য কৰিলেন না। সাজী সেনাপতি ইঙ্গবেজদিগেৰ বন্দী হইলেন। ইঙ্গবেজেবা আপনাদেৰ আক্ৰমণকাৰীৰ সদাশয়তাৰ এমন মুগ্ধ হইবাছিলেন যে, তাঁহাৰা তাঁহাৰ প্ৰতি কোনৰূপ অসৌজন্ত্য দেখুওৱেন না। তেজস্বী ফৰাসী সেনাপতি অবিলম্বে বন্দিত্ব হইতে মুক্ত হইলেন। ইহাৰ পৰ, ইউৰোপে ইঙ্গবেজ ও ফৰাসীদিগেৰ মध्ये সন্ধি স্থাপিত হওযাতে কণাট প্ৰদেশেও উভয় পক্ষৰ গোলযোগ শেষ হইবা গেল। মাত্ৰ ইঙ্গবেজ-দিগেৰ হস্তে সমৰ্পিত হইল (১৭৪৭)।

(লাৰোৰ্দ্দিনে প্ৰদেশে ফিৰিয়া গেলেন। কিন্তু এইখানে অপমান ও অযোগ্যতা ভিন্ন তাঁহাৰ অদৃষ্টে আব কিছুই ফলিল না। ইঙ্গবেজেবা বিশেষৰূপে অপদস্থ না হওযাত ফৰাসী কৰ্ত্তৃপক্ষেবা আপনাদেৰ উদাৰতা বিস্তৃত হইবা লাৰোৰ্দ্দিনেকে কাৰাৰুদ্ধ কৰিলেন। শেষে এই কাৰাগৃহেই উদাৰ-প্ৰকৃতি সেনাপতিৰ পোণবামুৰ অবদান হইল, ১৭২৪।)

দক্ষিণাপথেৰ ৰাজ্যাধিকাৰিগণেৰ অবস্থা।—যখন

ইঙ্গ্বেজদিগের সহিত ফবাসীদিগের প্রথমযুদ্ধ ঘটে, তখন হযদবাবাদের নিজামবংশের আদপুক্ষর বিখ্যাত নিজাম উন্-মুল্ক আজফ্জা দক্ষিণাপথেব সুবাদাব ছিলেন। আর্কটের (নামাস্তর আর্কাডু) নবাবী আনোয়ার উদ্দীনের হস্তে ছিল। আনোয়ার প্রথমে আর্কটের অপ্রাপ্তবয়স্ক নবাব-বংশধর দোস্ত আলীর অভিভাবক হন। শেষে দোস্ত আলীর মৃত্যু হইলে ১৭৪০ অব্দে সুবাদাবের সাতায়ে আর্কটের সিংহাসনে আবোহণ কবেন। চাঁদ সাহেব ত্রিচিনপল্লীর শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু ১৭৪১ অব্দে ইনি মব্গাটগণ কর্তৃক তাড়িত হন এবং পান্দিচেবীতে আসিয়া বাস কবেন। চাঁদসাহেব দোস্ত আলীর কন্যাকে বিবাহ কবিয়াছিলেন।

যখন ইঙ্গ্বেজদিগের সহিত ফবাসীদিগের যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়, তখন ১০৪ বৎসর বয়সে বৃদ্ধ নিজাম উন্-মুল্ক আজফ্জার মৃত্যু হয়। তাঁহার চারি পুত্র ও এক দৌহিত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র নাজীব জঙ্গ পিতার সিংহাসনে আবোহণ কবেন। আজফ্জা আপনাব দৌহিত্র মজফর জঙ্গকে বড় ভাল বাসিতেন। এ জন্ত মজফরের আশা ছিল যে, তিনিই দক্ষিণাপথের সুবাদাবী পাইবেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে নাজীর জঙ্গ সুবাদার হওয়াতে তাঁহার মনে নিদারুণ ঈর্ষার সঞ্চার হয়। এদিকে আর্কটের সিংহাসন আনোয়ার উদ্দীনের হস্তগত হওয়াতে দোস্ত আলীর জামাতা চাঁদ সাহেব আনোয়ারের বিপক্ষ হইয়া উঠেন। সুতরাং যখন দক্ষিণাপথে ফবাসীরা প্রবল ছিল, তখন নাজীর জঙ্গের সহিত মজফর জঙ্গের এবং আনোয়ার উদ্দীনের সহিত চাঁদ সাহেবের শত্রুতা জন্মে। মজফর ও চাঁদ, উভয়েই

অকৃতকাৰ্য্য হওয়াতে পৰস্পৰ সৌহার্দ্যহত্রে আবদ্ধ হইয়া, অতীষ্ট বিষয় প্ৰাপ্তিবৰ সুবিধা দেখিতে প্ৰবৃত্ত হন।

কৰ্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৭৪৯।—এই সময়ে ছাপ পৰ্দিচাবীতে সাতিশয ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহাব বেমন সৈন্তবল, তেমনি দূৰদৰ্শিতা ও বাজনৈতিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি ভাৰতবৰ্ষৰ বাজগণের সহায়গে এতদ্দেশে আপনাদেব প্ৰাৰ্থিত স্থাপনেৰ স্বযোগ দেখিতছিলেন। এই সুযোগ উপস্থিত হইল। মজফবজঙ্গ ও চাঁদ সাহেব একত্ৰ হইয়া তৰ্ভাৰ্গ দল লাভেৰ আশায় ছাপৰ সহায় প্ৰাৰ্থনা কৰিলেন। ছাপ নম্ৰত হটলেন। এদিক নাজীব জঙ্গ ৭ আনোথাব উদ্দীন ইজ্জতদিগৰ আশ্রয় গ্ৰহণ কৰিলেন। স্মৃতবাং ১৭৪৯ অক্টোবৰ মাসত এই দুইটি পৰস্পৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী প্ৰধান দল হইলঃ—

এক পক্ষ	অপৰ পক্ষ
নাজীব জঙ্গ (নিজাম)	মজফব জঙ্গ।
আনোথাব উদ্দীন (আৰ্কটের নবাব)	চাঁদ সাহেব।
ইজ্জতদিগ	ফাৰসীগণ।

কৰ্ণাটের বাজধানী আৰ্কটের অনতিদূৰে আঙ্গুৰ নামক গ্ৰামে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে ১০৭ বৎসববয়স্ক আনোথাব উদ্দীন পৰাজিত ও নিহত হইলেন। তদীয় পুত্ৰ মহম্মদ আলী ব্ৰিটিশ-পক্ষীতে পলায়ন কৰিলেন। স্মৃতবাং মজফব জঙ্গ ও চাঁদ সাহেবেৰ অদৃষ্ট প্ৰসন্ন হইল। চাঁদ কৰ্ণাটের নবাব হইলেন। মজফব আপনাকে দক্ষিণাপথের সুবাদাৰ বলিয়া ঘোষণা কৰিলেন। কিন্তু নাজীব জঙ্গ সহজে অবনত-মস্তক হইলেন না। তিনি সৈন্ত সংগ্ৰহ পূৰ্ব্বক কৰ্ণাটে উপনীত হইলেন। এই সময়ে

কবাসী-সেনাব অধিনায়কেবা বেতনের জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, সূতবাং তাহাবা নাজিব জঙ্গকে বাধা না দিয়া, আপনাবা মহাগোলযোগে আবদ্ধ কবিল। মজফরের সৈন্যগণ ইহাতে ভয়ানক হইয়া চাবিদিকে পলাইতে লাগিল। মজফর স্বয়ং কাবাকদ্ধ হইলেন। চাঁদ সাহেব পদিচেনীতে পলায়ন কবিলেন। ইহাতেও গোলযোগেব অবসান হইল না। ছপ্পে গোপনে নাজীব জঙ্গব হত্যাব জন্য তদাধ দববাবের কতিপয় পাঠান সামন্তেব সাহত ষড়যন্ত্র কবিতে লাগিলেন। পাঠানেবা ছপ্পেব কুমন্ত্রণায় নাজীবকে বধ কবিল। কাবাকদ্ধ মজফর জঙ্গ মুক্তি লাভ কবিলেন।

একপে মজফরের অদৃষ্ট আবাব প্রসন্ন হটল। মজফর দাক্ষিণাপণেব সুবাদাবেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ছপ্পে মাজাল্লাসে তাঁহাকে পাদিচেনীতে আহ্বান কবিলেন। মজফর সমাগত হইলে ছপ্পে স্বয়ং বতহুলা মুসলমানী পবিচ্ছদ পান্যা তাঁহাকে স্বহস্তে দাক্ষিণাপণেব সুবাদাবী সমর্পণ কবিলেন। এদিকে চাঁদ সাহেব ফর্নাটেব নবাবী পদ পাইলেন। ছপ্পে কক্ষা হইতে কুমাবিকা অন্তবীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডেব শাসনকর্তৃ পদে অধিকট হইলেন। ইহাতে ছপ্পেব গোবব ও সম্মানেব অবধি বহিল না। সকল স্থানে তাঁহাব প্রাধান্য এবং কবাসীদিগেব বাহুবলেব মহিমা ঘোষিত হইতে লাগিল।

কবাসীবা এইকপে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন কবিল বটে, কিন্তু উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। ছপ্পে বে মজফর জঙ্গকে নিজামী পদ দিবাব জন্য এত কবিলেন, শীঘ্র তাঁহার আয়ুকাল পূর্ণ হইয়া আসিল। মজফর যখন ১৭৫১ অব্দের ৪ঠা জাম্বুয়ারি

মহা আড়ম্বরে হৃদয়বাদের যাইতেছিলেন, তখন যে পার্থানবান নাজীবজঙ্গকে হত্যা করিয়াছিল, তাহাবাই মজফ্‌বেব প্রাণ-সংহার করিল। এই সময়ে বুসী নামক একজন বিচক্ষণ ফরাসী-সেনাপতি নিজামের শিবিরে ছিলেন। তিনি মজফ্‌বেবের মাতুল ও নাজীবের কনিষ্ঠ সহোদর সলাবজঙ্গকে নিজামী পদ দিলেন।

এই সময়ে ছপ্পেব প্রতিদ্বন্দ্বী হইবা, বঙ্গস্থলে আব এক মহাবীর আবির্ভূত হইলেন। ইনি ছপ্পেব ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি বা রাজনীতিজ্ঞ না হইলেও সাহসে, পবাক্রমে ও স্থিৰ প্রতিজ্ঞায়, তাঁহা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই মহাবীরের আবির্ভাবে ফরাসী-দিগের গোবব-স্থায়ী মস্তমিত হয়। যাহাবা এক সময়ে ভাবতবর্ষে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য লালারিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা ক্রমে উৎসাহশূন্য হইয়া ব্রিটিশ ক্ষমতাব নিকট মস্তক অবনত কবে। এই মহাবীর ইঙ্গলণ্ডেব একটী ক্ষুদ্র নগরে জন্মিয়া অতি দীনভাবে সংসাবে প্রবেশ কবেন, শেষে আপনাব ক্ষমতায় ও কার্য্যকারিতায় ভাবতে ইঙ্গবেজের আধিপত্য বন্ধগূল করিয়া যান। ইহাব নাম ববৰ্ট ক্লাইব।

ক্লাইব।—ইঙ্গলণ্ডেব অন্তঃপাতী স্রপ্সাবাব প্রদেশে ১৭২৫ অব্দে ববৰ্ট ক্লাইবেব জন্ম হয়। ইহাব পিতাবনাম বিচার্ড ক্লাইব। রিচার্ড ক্লাইব ওকালতী করিতেন। ববৰ্ট ক্লাইব বাল্যকালে সাতিশয় হুশীল ও লেখা পড়ায় অনাবিষ্ট ছিলেন। যে সাহসের জন্য তিনি আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসেব বরণীয় হইয়া বহিয়াছেন, বাল্যকালেই তাহা পরিস্ফুট হব। ববৰ্ট ক্লাইব ধর্ম্ম-মন্দিবেব উচ্চ চূড়ায় বসিয়া থাকিতেন, হুষ্ট বালকদিগকে একত্র করিয়া, দোকানদারদিগকে ভয় দেখাইয়া, তাহাদের নিকট হইতে খাবার

জিনিষ ও পয়সা আদায় কবিতা লইতেন এবং সর্বদা নানাস্থানে উৎপাত কবিতা বেড়াইতেন। পিতা দুর্ভিক্ষানীত পুত্রকে সুশীল কবিবাব জন্য অনেক চেষ্টা কবিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। ববট এক বিদ্যালয় হইতে আর এক বিদ্যালয়ে গেলেন, এক শিক্ষকের নিকট হইতে আর এক শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার চবিত্তের উৎকর্ষ বা শিক্ষার উন্নতি হইল না। এক শিক্ষক এই অনাবিষ্ট বালকের প্রকৃতি দেখিয়া একদা বলিয়াছিলেন, এক সময়ে এই বালক পৃথিবীর মধ্যে এক জন প্রধান লোক হইবে। শিক্ষকের এই ভবিষ্যদ্বাণী কালে ফলবতী হইয়াছিল। কিন্তু ক্লাইবের পিতা নিবাস হইলেন। পুত্র যে, ভাল হইবে, ইহা তাঁহার বোধ হইল না। স্মৃতবাং তিনি ক্লাইবকে নিকটে না রাখিয়া কোন স্থানে পাঠাইতে ইচ্ছা কবিলেন। এই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেবাণী-গিবি পাওয়া গেল। ববট ক্লাইব মাঠার বংশব বয়সে এই কক্ষে নিবৃত্ত হইয়া সোভাগ্যশালী হইতে অথবা দীনভাবে দেহ-ত্যাগ করিতে মাদ্রাজে যাত্রা কবিলেন।

মাদ্রাজে আসিয়া ক্লাইব বড কপ্তে পড়িলেন। সঙ্গে যে কয়েকটি টাকা ছিল, তাহা ফুৰাইয়া গেল। যেতন নিতান্ত অন্ন হওয়াতে তিনি আপনাব অভাব পূরণ কবিত্তে অসমর্থ হইলেন। ক্লাইব নিরুপায় হইয়া দশদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মাদ্রাজের শাসনকর্তার একটি পুস্তকালয় ছিল। ক্লাইব অল্পমতি লইয়া, এইখানে ভাল ভাল পুস্তক সকল পড়িতে লাগিলেন। বাল্যে তিনি পাঠে অনাবিষ্ট ছিলেন, যৌবনে সংযতচিত্তে শাস্ত্রাভ্যাসিলেন নিবিষ্ট হইলেন। কিন্তু কি গ্রন্থপাঠ, কি বিদে-

শেব জলবায়ু, কি ছুঃখদাবিদ্র্য কিছুতেই তাঁহাব প্রকৃতির ঔদ্ধত্য তিবোহিত হইল না। তিনি স্বদেশেব বিদ্যালয়ে শিক্ষক-দিগেব সহিত যেরূপ ব্যবহাব কবিতেন, মাদ্রাজেব সতীর্থগণেব সহিতও সেইরূপ ব্যবহাব কবিতেন লাগিলেন। ইহাতে কয়েক-বাব তাঁহাব কৰ্ম্ম যাওবার উপক্রম হইয়াছিল। ক্লাইব দুইবাব আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কবেন, কিন্তু দুইবাবই পিস্তলেব সন্ধান ব্যর্থ হয়। এজন্ত তাঁহাব মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিবাছিল যে, তিনি পৃথি-বীতে কোন মহৎ কার্য্য সাধনেব জন্ত জীবিত বহিষাছেন।

এই সময়ে একাটি বিশেষ ঘটনাৰ এই ছুঃশীল যুবকেব অদৃষ্ট পবিবৰ্ত্তিত হয়। ইঙ্গবেজদিগেব সহিত ফবাসীদিগেব যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ক্লাইব কেবাৰ্গাগিবি ছাডিবা একুশ বৎসৰ বয়সে সৈনিক-শ্রেণীতে প্রবেশ কবেন। যুদ্ধে তাঁহাব বিক্রম ও সাহস প্রকাশ পায়। প্রধান সেনাপতি মেজব লৰেন্স তাঁহাব বিশেষ স্তুত্যাতি কবেন। ক্লাইব অতঃপব এই সৈনিক-কার্য্যেই জীবিতকাল অতিবাহিত কবিতেন ক্লতসঙ্কল্প হইবা উঠেন।

যখন কণাট প্রদেশে দ্বিতীয় বাব যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন ছপ্পেব অসীম ক্ষমতা, কুম্ভা হইতে কুমাবিকা পর্য্যন্ত তাঁহাব খ্যাতিও প্রতাপ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। দক্ষিণাপথেব প্রধান প্রধান বাজগণ তাঁহাব নিকট অবনত-মস্তক হইয়াছিলেন। মাদ্রাজে ইঙ্গবেজদিগেব এক জনও সেনাপতি ছিলেন না। মেজব লৰেন্স ইঙ্গলেণ্ডে গিয়াছিলেন। আর কোন ব্যক্তি ইঙ্গ-বেজ-সৈন্ত পবিচালনে সমর্থ ছিলেন না। যে জাতি সাহসে ও ক্ষমতায় অতঃপব ভাবতবর্ষে একাধিপত্য কবিবে, ভাবতবর্ষীয়েবা তখন তাহাদিগকে অবজ্ঞাব চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিল। তাহারা



এই সময়ে ফোর্ট সেন্ট জর্জ দুর্গে ফরাসী পতাকা উড়িতে দেখিয়াছিল, ইঙ্গবেজদিগের কুন্দির অধ্যক্ষদিগকে বন্দীভাবে পন্দিচেবীর বাজপথ দিয়া বাইতে দেখিয়াছিল, দুপ্পেকে সকল স্থানে বিজয়লক্ষ্মী অধিকার করিতে দেখিয়াছিল, স্মৃতিবাং তখন আপনাদের ভবিষ্য শাসনকর্তাদের ক্ষমতার উপর তাহারা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। এই সময়ে একজন অপ্রসিদ্ধ ও অপরিচিত যুবকের সাহসে ও ক্ষমতা ঘটনাস্থানে অল্প দিকে ধাবিত হইল।

ক্লাইব ইঙ্গবেজ-কর্তৃপক্ষকে চাঁদ সাহেবের রাজধানী আর্কট নগর আক্রমণ করিতে পবানশ দিলেন। মহম্মদ আলী ত্রিচিনপল্লীতে আশ্রয় লইয়া কবিতোড়িলেন। চাঁদ সাহেব ফরাসীদিগের সাহায্যে ঐ স্থান আক্রমণ করেন। এখন আর্কট আক্রমণ করিলে চাঁদকে বাধ্য হইবা, ত্রিচিনপল্লী ছাড়িয়া আসিতে হইবে, মহম্মদ আলীও নিরাপদ হইবেন, ক্লাইব ইহা বেশ বুঝিত পাৰ্শ্বনা ছিলেন। ইঙ্গবেজকর্তৃপক্ষ ক্লাইবের পবানশ সম্বন্ধে বিবেচনা করিলেন এবং তাঁহাকেই সেনাপতি করিবা আর্কট আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইব কয়েক শত গোবা ও সিপাহি সৈন্ত লইয়া আর্কট অধিকার করিলেন। চাঁদ সাহেব এই সংবাদ পাইয়াই, বহুসংখ্য সৈন্তের সহিত আপনাব পুত্র বাজা সাহেবকে রাজধানীরক্ষার্থ পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইব নগরের দুর্গে থাকিয়া আশ্রয় লইয়া রাখিলেন। তাঁহার অধীনে ১২৮ জন গোবা ও ২০০ মাত্র সিপাহি ছিল। দুর্গটি জীর্ণ, খাদ্যসামগ্রীও পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল না। এ দিকে বিপক্ষের অধীনে দশ হাজার শিক্ষিত সৈন্ত

ছিল। পঁচিশ বৎসরবয়স্ক কেবাগী যুবক এই অবস্থায় আত্মবক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। বিপক্ষেবা পঞ্চাশ দিন ব্যাপিবা হুর্গ অববোধ কবিষা বহিল; পঞ্চাশ দিন ব্যাপিবা সাহসী যুবক ইউরোপেব রণ-পণ্ডিত সেনাপতিদিগেব জ্ঞায অতুল পবাক্রমেব সহিত আত্মবক্ষা কবিত্তে লাগিলেন। অবশেষে আক্রমণকাবীবা নিবস্ত হইল। তাহাবা আর্কট হস্তগত কবিত্তে না পাবিষা, ব্রিটিশ-পল্লীতে বাইনা আপনাদেব বল প্রকাশ কবিত্তে লাগিল, কিন্তু ইহাতেও তাহাদেব মানাবথ সিদ্ধ হইল না। ইঙ্গলণ্ড হইতে প্রত্যাগত সেনাপতি লবেঙ্গ, ক্লাইবেব সঙ্গে ব্রিটিশপল্লীতে উপস্থিত হওনাতে বিপক্ষেবা পবাজ্য স্বীকাব কবিল। চাঁদ সাহেব নিরুপাব হইয়া মব্হাট্টাদিগেব আশ্রয লইলেন। কিন্তু মব্হাট্টাবা মহম্মদ আলীব পবামর্শ তাঁহাকে হত্যা কবিল। মহম্মদ আলী নির্বিঘ্নে আর্কটেব সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন (১৭৫২)।

ছুপ্তেকে এই সকল গোলযোগেব মূল বিবেচনা কবিষা কবাসী কর্তৃপক্ষ ১৭৫৪ অব্দে তাঁহাকে পাবীসনগবে আসিত্তে আদেশ কবিলেন। এই সময় হইতে ছুপ্তেব গোবব ও সৌভাগ্য চিব-দিনেব জ্ঞায অন্তর্হিত হইল। মুঁসিয়া গোধা ছুপ্তেব পদ পাইলেন। তিনি মহম্মদ আলীকে আর্কটেব নবাব বলিষা স্বীকাব কবিয়া, মাদ্রাজেব শাসনকর্ত্তা সওর্স সাহেবেব সহিত সন্ধি স্থাপন কবিলেন (১৭৫৪)।

সিপাহি সৈন্তেব উৎপত্তি।—কর্ণাটেব যুদ্ধেব সময় ইঙ্গবেজ কোম্পানিৰ সিপাহি সৈন্ত সৃষ্ট ও ব্যবস্থিত হয়। সুদূর বিস্তৃত ভারতসাম্রাজ্যেব দক্ষিণাংশই সিপাহি সৈন্তেব উৎপত্তি,

স্থিতি ও বিস্তৃতির ক্ষেত্র । দক্ষিণাপথের অনার্যোবা এবং উচ্চ-শ্রেণীর রাজপুত ও মুসলমানগণ এই সৈনিক-শ্রেণীতে প্রবেশ কবে । ইঙ্গবেজ সেনাপতিব নিবট ইঙ্গবেজী প্রণালীতে শিক্ষা পাইয়া, ইহাবা গৌববাসিত ও গুণতব কর্তব্য-সাধনে সন্মোগা হইয়া উঠে । ইহাবা আর্কটবক্ষণে কিকপ সাহস দেখাটবাছিল, ত্রিচিনপল্লীতে কিকপ কোশলে ফবাসী সৈন্তেব সহিত সঙ্গিনে সঙ্গিনে যুদ্ধ কবিয়াছিল, তাহা ঐতি-হাসিকগণ আহ্লাদেব সহিত বর্ণনা কবিয়া থাকেন । ইহাদেব যেমন সাহস ও ক্ষমতা, তেমনি অটব প্রভুভক্তি ছিল । আর্কট নগব বক্ষাব সময়ে ইঙ্গবেজ সৈন্তেব বৎসামাত্র তণ্ডুল ব্যতীত আব কিছুই খাদ্য সামগ্রী ছিল না । সিপাহিবা ঐ সঙ্কটাপন্ন সময়ে আপনাদেব জ্ঞাত কেবল ভাতেব ফেন মাত্র বাখিয়া, ইঙ্গবেজদিগকে সমুদয় অন্ন আহাব কবিতে দেয । ইতিহাসে সৈনিক পুরুদাদগেব বিশ্বস্ততাৰ ইহা অপেক্ষা উজ্জল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না ।

কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধ, ১৭৫৬ ।—ছই বৎসর পরে ইউরোপে অগাণ ইঙ্গবেজ ও ফবাসীদিগেব মধ্যে যুদ্ধ আবম্ভ হয় । ক্লাইব অশ্বস্তাপ্রাপ্ত স্বদেশে গিয়াছিলেন । যুদ্ধ বাধিল দেখিয়া, বিনায়েতব কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে মাদ্রাজের প্রেসিডেন্টের পদে নিযুক্ত কবিয়া, ভারতবর্ষে পাঠাটবা দিলেন । ক্লাইবের উপস্থিতিব অব্যবহিত পবেই অন্ধকূপহত্যাৰ ভয়ঙ্কর সংবাদ মাদ্রাজে পহঁছিল । ক্লাইব অবিলম্বে সিপাহি সৈন্ত সমভিব্যাহারে কলিকাতায় যাত্রা কবিলেন । এদিকে ইউরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে দক্ষিণাপথে ফবাসীবা ইঙ্গবেজদেব প্রতিবাদী হইয়া

উঠিল। ফ্রান্স হইতে লালী নামক একজন সেনাপতি ফবাসী-দিগেব অধ্যক্ষ হইয়া ভাবতবর্ষে আসিলেন।

লালী ।—আযর্লগে লালীব জন্ম হয়। কালক্রমে ইনি ফ্রান্সে আসিয়া ফবাসীদিগেব নৈগদলে প্রবেশ কবেন। যুদ্ধে ইহার বিক্রম প্রকাশ হওয়াতে ইনি এক দল সৈন্তেব অধিনায়ক হন। ইহাব পব কর্তৃপক্ষ ১৭৫৮ অব্দ ইহাকে ফবাসীদিগেব অধিনায়ক করিয়া ভাবতবর্ষে পাঠাইবা দেন। লালী সাতিশয় উদ্ধত-প্রকৃতি ও অবিম্ব্যাকাবী ছিলেন। তাঁহাব অবিম্ব্য-কাবিতা দোষেই দক্ষিণাপথে ফবাসীদিগেব প্রাধান্ত বিলুপ্ত হয়।

বুসী এপর্যন্ত নিজামেব বাজধানীতেই অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। নিজাম সনাবৎ জঙ্গ বুসীব পবানর্শ অনুসানে সমুদয় কার্য্য নির্বাহ কবিতেন। স্মৃত্যং বুসীব ক্ষমতায় হৃদবাবাদে ফবাসীদিগেব প্রাধান্ত বদ্ধমূল ছিল। লালী পদিচে তে আসি-য়াই, বিশেষ বিবেচনা না কবিয়া, বুসীকে ডাকাইয়া পাঠাই-লেন। লালীব আদেশে বুসীকে হৃদবাবাদ পবিত্যাগ কবিতে হইল। এই সঙ্গে তথায় ফবাসীদিগেব যে প্রাধান্ত ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

লালী কর্তৃক মাদ্রাজ আক্রমণ, ১৭৫৮ ।—বুসী আসিতে না আসিতেই, লালী ফোর্ট সেন্ট ডেবিড্ হুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া ১৭৫৮ অব্দেব ১২ই ডিসেম্বব মাদ্রাজে উপস্থিত হইলেন। ইঙ্গরেজ সেনাপতি মেজব লবেন্স বিশেষ দক্ষতাব সহিত নগব রক্ষা কবিলেন। ১৬ই ফেব্রুয়াবি তাঁহাদেব কথেকথানি যুদ্ধ-জাহাজ মাদ্রাজে আসিয়া পহুছিল। ইহাতে লালী ভীত হইয়া ৫০টি কামান ফেলিয়া পলায়ন কবিলেন।

বন্দিবাসেব যুদ্ধ, ১৭৬০ ।—ইঙ্গবেজদিগের যুদ্ধ-  
ব্রাহ্মে সেনাপতি কর্ণেল কুট (ইনি পরে স্থাব্ আয়ার কুট নামে  
প্রসিদ্ধ হন) আসিয়াছিলেন। তিনি নির্দিষ্টে মাদ্রাজে নামিয়া  
সৈন্তসমভিব্যাহারে ফরাসীদিগেব বিকক্ষে যাত্রা কবিলেন। বন্দি-  
বাস নামক স্থানে তাঁহাব সহিত লালীব ঘোবতব যুদ্ধ হইল।  
এই যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পন্দি-  
চেবীতে পলায়ন কবিলেন। বুদী ইঙ্গবেজদিগেব বন্দী হইলেন।

পন্দিচেরী অধিকার, ১৭৬১ ।—কর্ণেল কুট ইহার  
পর পন্দিচেরী আক্রমণ ও তত্রত্য দুর্গ ভূমিসাৎ কবিলেন।  
কয়েক মাসেব মধ্যে পার্শ্বতা দুর্গ জিজিও অধিকৃত হইল।  
লালী নিকপায় হইয়া পরাজয় স্বীকার কবিলেন।

এইরূপে ফরাসীদিগেব প্রাধান্ত্য চিবদিনেব জ্ঞাত অন্তর্হিত  
হইল। যাহাবা এ সময়ে দক্ষিণাপথে প্রতাপশালী হইয়া, সঙ্কট  
ভাবতবর্ষে আপনাদেব প্রভুত্ব বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছিল,  
তাঁহাবা একদাও নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ১৭৬৩ অব্দে উত্তর  
পক্ষে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ফরাসীবা পন্দিচেরী প্রভৃতি আপনা-  
দেব অধিকৃত স্থানগুলি ফিবিয়া পায়। ইহাতেও তাঁহাবা আর  
প্রবল হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ কর্ণাটব এই তৃতীয় যুদ্ধের  
পর হইতেই ভারতবর্ষে তাঁহাবা এবাবাবে অধঃপন্ন হইয়া পড়িল।  
ফরাসী গবর্ণমেন্ট তাঁহাদেব ভারতবর্ষস্থিত অধিকারেব অধ্যক্ষ-  
দিগকে সদয়ভাবে দেখিলেন না। দুগ্ধে দুঃসহ মনোবেদনা  
পাইয়া স্বদেশে ফিবিয়া গেলেন। এইখানে নিদারুণ হুঃখে  
সাতিশয়র দীনভাবে তাঁহাব মৃত্যু হইল (১৭৬৪)। লালী হতাশ ও  
হতোদ্যম হইয়া ফ্রান্সে উপনীত হইলে ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে

কাবাগাবে পাঠাইলেন। ইহাব পব বিস্তব নিগ্রহ সহ কবিষা, তিনি জল্লাদেব কুঠাবাঘাতে প্রাণ বিসর্জন কবিলেন। আব বুসী ? যিনি হযদবাবাদে ফরাসীদিগের প্রাধাত্ত অব্যাহত রাখিষাছিলেন, তাঁহাব আব কোনরূপ উন্নতি হইল না। বুসী দীর্ঘকাল ভাবতবর্ষেই থাকিলেন। ইহাব পব যখন তাঁহাব নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গেল, তখন তিনি নিতান্ত অপবিচিত্তেব চায় স্বদেশে উপস্থিত হইলেন।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

### বাঙ্গালার ঘটনা ।

( ১৭০৭—১৭৭২ খ্রীঃ অব্দ । )

বাঙ্গালার নবাবগণ, ১৭০৭-১৭৫৬।—মুসলমান বাদশাহদিগেব সময়ে বাঙ্গালা, বিহাব ও উড়িষ্যা, এই তিন প্রদেশেব বাজকীয় কার্যভার একজন স্ব্বাদায় বা শাসনকর্তাব হস্তে থাকিত। এই শাসনকর্তাব উপাধি “নবাব নাজিম” ছিল। মোগল সম্রাট্ আওবঙ্গজেবেব মৃত্যুসময়ে মুর্শিদকুলি খাঁ বাঙ্গালাব নবাব ছিলেন। পূর্বে বাঙ্গালাব বাজধানী ঢাকায ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ কাশীমবাজারেব নিকটে ভাগীবখীব তটে রাজধানী স্থাপন কবিষা, নিজেব নাম অনুসাবে উহাব নাম মুর্শিদাবাদ রাখেন। এই অবধি মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী হয়। এই সময়ে ইঙ্গরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজেরা কাশীমবাজার,

ঢাকা, মালদহ এবং পাটনায় ব্যবসায় কবিত। কলিকাতা ইঙ্গ-বেঙ্গদিগেব, চন্দননগৰ ফৰাসীদিগেব এবং চুঁচুড়া ওলন্দাজ-দিগেব প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল। মুৰ্শিদকুলি খাঁৰ সময়ে হামিল্টন নামক এক জন ইঙ্গবেজ ডাক্তৰ দিল্লীৰ সম্রাট ফৰবোখ-সবেবেৰ পীড়াশান্তি কৰাতে সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া, ইঙ্গবেজ বণিক-দিগকে তাহাদেব প্রার্থনানুযায়ী সনন্দ দেন। এই সনন্দে স্থিৰীকৃত হয় যে, (১) ইঙ্গবেজ কোম্পানি বিনাপ্তকে বাঙ্গালায় বাণিজ্য কৰিতে পাবিবেন, (২) তাঁহাবা কলিকাতাব নিকটে ৩৮ মৌজা কিনিতে পাবিবেন এবং (৩) মুৰ্শিদাবাদেব টাকশালায় সপ্তাহে তিন দিন আপনাদেব জ্ঞাত টাকা মুদ্রিত কৰিয়া লইতে পাবিবেন। মুৰ্শিদকুলি খাঁ ২১ বৎসৰ কাল বিশেষ দক্ষতায় সহিত বাঙ্গালা শাসন কৰেন। তাঁহাব মৃত্যু হইলে তদীয় জামাতা ও দৌহিত্র যথাক্রমে বাঙ্গালার শাসনকৰ্ত্তা হন। শেষে ১৭৪০ অব্দে ইহাদেব বংশেব সহিত বাঙ্গালাব সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়। আলিবৰ্দি খাঁ নামক আৰ এক ব্যক্তি আসিয়া, বাঙ্গালার সিংহাসনে আৰোহণ কৰেন। ইহাব সময়ে মৰহাট্টা সৈনিক-দিগেব আক্ৰমণ হইতে আপনাদিগকে বক্ষা কৰিবাব জ্ঞাত কলিকাতাবাসীবা ১৭৪২ অব্দে গড়খাই কৰেন। উহা আজ পর্য্যন্ত “মৰহাট্টাখাত” নামে প্ৰসিদ্ধ আছে।

অন্ধকূপহত্যা, ১৭৫৭।—১৭৫৬ অব্দে নবাব আলিবৰ্দি খাঁৰ মৃত্যু হয়। তদীয় দৌহিত্র সিৰাজ উদৌলা সিংহাসনে আৰোহণ কৰেন। এই সময়ে দিৰাজেব বয়স আঠাব বৎসর। সিৰাজ উদৌলা যেমন রূপবান্, তেমন গুণবান্ ছিলেন না। মাতামহ যদিও তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি

শিক্ষাব বলে বিনয় বা শীলতা সংগ্রহ কবিতে পাবেন নাই । কোন কোন ইতিহাসে সিবাজের প্রকৃতি সাতিশয কুৎসিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । সিবাজ সর্বাংশে এইরূপ কুৎসিত প্রকৃতিব অধিকারী ছিলেন কি না, বলা যায় না । কিন্তু তিনি যে, বাজ্যেব সহিত মাতামহেব গুণগ্রাম অধিকাব কবিতে পাবেন নাই, তাহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে । সিবাজ উদ্দৌল একে উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ও অদূর্বদর্শী ছিলেন, ইহাব উপব নবীন বয়সে একটি বহুবিস্তৃত ও বলজনাকীর্ণ সমৃদ্ধ জনপদেব শাসনকর্ত্তা হওয়াতে অধিকতর গর্বিত হইয়া উঠেন । মুর্ঘিদাবাদেব গন্দি প্রাপ্তিব পব তুই মানেব মৰ্য্যেই তাঁহাব সহিত ইঙ্গবেজদিগেব অন্ত্রাব জন্মে । ফরাসীদিগেব সহিত ইঙ্গবেজদিগেব যুদ্ধ বাটবাব সম্ভাবনা হওয়াতে ইঙ্গবেজেবা নবাবেব অনুমতি না লইয়া, আপনাদেব কলিকাতা-স্থিত দুর্গেব সংস্কাব কবিতে প্রবৃত্ত হন । ইহাতে সিবাজ উদ্দৌলাব মনে সন্দেহ হয় । তিনি ইঙ্গবেজদিগকে দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলেন । ইঙ্গবেজেবা বলিবা পাঠাইলেন, তাঁহাবা কেবল তাঁহাদেব পুৰাতন দুর্গেব সংস্কাব মাত্র কবিতে ছেন । সিবাজ তাঁহাব মাতামহেব ত্রায অভিজ্ঞ বা দূর্বদর্শী ছিলেন না । ইঙ্গবেজদিগেব অভিপ্রায তাঁহাব বোধগম্য হইল না । ইহাব পূর্বে ঢাকাব গবর্নি বাজা বাজবল্লভেব পুত্র কৃষ্ণদাস সিবাজ উদ্দৌলাব ভয়ে সপবিবাবে কলিকাতায আসিয়া ইঙ্গবেজদিগেব আশ্রয়ে বাস কবিতেছিলেন, সিবাজ তাঁহাকে আপনাব নিকটে পাঠাইতে ইঙ্গবেজদিগকে অনুবোধ কবেন । ইঙ্গবেজেবা এই অনুবোধ বক্ষা কবে নাই । ইহাতে তিনি ইঙ্গবেজদিগেব উপব জাতক্রোধ হইয়াছিলেন , এক্ষণে আবাব তাঁহাব আদেশ



অমাত্র হওয়াতে ইঙ্গবেজদিগের উপর তাঁহাব গভীর অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের সঞ্চার হইল, ক্রমে ধ্মাযমান বহি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সিবাজ কবেক হাজার সৈন্য লইয়া ৩০এ মে ইঙ্গবেজদিগের কাশীমবাজারের কুঠা লুণ্ঠ কবিলেন। এই স্মত্রে ওয়াট্‌স ও ওয়াবেগহেষ্টিংস্ প্রভৃতি ইঙ্গবেজ কর্মচারীবা নবাবের বন্দী হইলেন। নবাব তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার কবিত্তে পরাজুথ হন নাই।

সিবাজ উদৌলা ইয়াব পব কলিকাতাব উপনীত হইলেন। এই সমবে ড্রেক সাহেব ইঙ্গবেজদিগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ভয়ে জাহাজে ঢড়িয়া পলায়ন কবিলেন। ইঙ্গবেজদিগের অনেকে তাঁহাব অন্ত্রণানী হইল। হলওয়েন্ সাহেব ইঙ্গবেজদিগের অধিনায়ক হইয়া আত্মসংক্ৰাম অনেক চেষ্টা কবিলেন। কিন্তু সমুদয় ব্যর্থ হইল। ইঙ্গবেজেরা শেষে নিকপায় হইয়া আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানাইলেন। ২০এ জুন কোর্ট উইলিয়ম হুর্গ নবাবের অধিকৃত হইল। হলওয়েন্ প্রভৃতি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া নবাবের সম্মুখে আনীত হইলেন। নবাব সৌজন্তের সহিত তাঁহাদের সমুদয় বন্ধন খুলিয়া দিতে অনুরোধ কবিলেন। কিন্তু বন্দীদের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল না। সেই ব্যক্তিতে বাহার উপর বন্দীদের বন্ধাব ভাব ছিল, সে মোর্ট উইলিয়ম হুর্গের একটি অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র গৃহে স্কলকে আবদ্ধ কবিয়া রাখিল। ঐ ক্ষুদ্র গৃহ আঠাব বর্গ ফীট পবিমিত \*। উহাতে লোহাব শিক দেওয়া

\* জনহুক্ নামক একজন ইঙ্গবেজ বন্ধকূপের দৈর্ঘ ১৮ ফীট ও বিস্তার ১৪ ফীট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

দুইটি মাত্র অতি ক্ষুদ্র জানালা ছিল। ইঙ্গরেজেরা দুর্কৃত সৈন্ত-দিগকে এই গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ঐ ক্ষুদ্র গৃহ অন্ধ-কূপ নামে প্রসিদ্ধ। ইঙ্গবেজেরা এখন আপনাবাই ২০এ জুন রাত্রিতে ঐ কাবাগারে আবদ্ধ হইলেন। প্রচণ্ড নিদাঘের রাত্রিতে ১৪৬ জন ইঙ্গবেজ এইরূপ সঙ্কীর্ণ গৃহে নিবদ্ধ হইয়া যে রূপ কষ্টে পড়িলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। ভবানক বাত্রি অতিবাহিত হইলে দুর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইল, তখন দেখা গেল, ১৪৬ জনের মধ্যে ২৬ জন মাত্র কক্ষাগারশিষ্ট, ক্ষীণকান্তি লোক জীবিত রহিয়াছে। নবাবের অজ্ঞাতনামে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল, স্মৃতরাং নবাব ইহাব দৃষ্ট দোষী হইতে পাবেন না।

ক্লাইব ও ওয়াটসন্ ।—এই শোচনীয় সংবাদ মাদ্রাজে পহুছিল। ক্লাইব ৯০০ ইউরোপীয়া ও ১,৫০০ সিপাহি সৈন্ত, এবং এড্‌মিরাল (বণতবীর অধ্যক্ষ) ওয়াটসন্ পাঁচ খানি যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া অবিলম্বে কলিকাতায় বাত্রা করিলেন। ২০এ ডিসেম্বর ইহাবা ভাগীরথী নদীতে উপনীত হন। ১৭৫৭ অক্টোবর ২রা জানুয়ারি কলিকাতা ইহাদের অধিকৃত হয়। নবাব অতঃপব সন্ধির প্রস্তাব করেন। ৯ই ফেব্রুয়ারি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধি অনুসারে ইঙ্গবেজেরা আপনাদের পূর্ব অধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হন, অধিকন্তু কলিকাতায় টাকশালা স্থাপনের অধিকার পান। নবাব তাঁহাদের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবাব অঙ্গীকার করেন।

পলাশীর যুদ্ধ, ১৭৫৭ ।—সন্ধি স্থাপিত হইলেও সিরাজ উদ্দৌলা দীর্ঘকাল বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পাবিলেন না। শত্রুর চক্রান্তে তাঁহার পতন-কাল আসন্ন হইল। মনের স্থিরতা ও শাসন-কার্যে দক্ষতা না থাকিতে তিনি সকলকে

সমানভাবে সন্তুষ্ট কবিত্তে পাবেন নাই। তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু গণ পর্য্যন্তও গোপনে তাঁহাব বিকক্ষে ষড়যন্ত্র কবিত্তে ত্রুটি কবিত্তেন না। মীর জাফর আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি আলিবর্দি খাঁর জুহিতাকে বিবাহ কবিবাহিত্তিনেন। নবাবের সৈন্তের অধ্যক্ষতা ইহাব উপর সমর্পিত ছিল। এক্ষণে এই সৈন্তাধ্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মীরজাফর গোপনে নবাবের বিকক্ষে সমুদ্রিত হইলেন। এই সময়ে জগৎশেঠ \* মহাতাপ বায় মুর্খিদাবাদের দয়বাবে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। কাববারে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। নবাব মহাতাপ বায়কে বণিকদিগের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা তুলিবাদিতে বলেন। মহাতাপ বায় ইহাতে এই উত্তর কবেন যে, এক্ষণে টাকা তুলিতে গেলে অতিশয় অত্যাচার হইবে। নবাব এজন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎশেঠ মহাতাপ বায়কে অপমান কবিলেন। মহাতাপ বায় এ অপমান ভুলিতে পারিলেননা। প্রতিহিংসা বৃত্তি চণিতার্থ কবিবাব জন্ত, অধিকন্তু ইঙ্গবেজদিগের প্রবোচনায়, গোপনে তাঁহাদের সহিত মিশিলেন। হতভাগ্য সিরাজ উদৌল্লাহ ওপাল ভাঙ্গিবাব উপক্রম হইল। ইহাব মধ্যে ইউরোপে ফরাসীদিগের সহিত ইঙ্গবেজদিগের বিবোধ উপস্থিত

\* জগৎশেঠ ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। ইহা একটি উপাধি। মুসলমানদিগের শাসন-সময়ে ঐশাণ বাগিছাবাসিন্দারী ও ধনবান্ধক ছিলেন। ক্রমে কাববারে ইহাবের বিশেষ উন্নতি হয়, এবং ইহারা ধনে মানে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। সত্বেও ফরাসীসময়ের এই শেঠবংশীয় কতে চাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি দেন। এই প্রবন্ধে “জগৎশেঠ” উপাধি শেঠদিগের বংশাভূগত হয়। উপস্থিত সময়ে কতেচাঁদের অন্যতম পৌত্র মহাতাপ বায় “জগৎশেঠ” এবং কনিষ্ঠ পৌত্র স্বরূপচাঁদ “নহাবাজ” উপাধির অধিকারী ছিলেন।

হওয়াতে ক্লাইব ফরাসীদিগের অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। সিবাজ উদৌলা দেখিলেন, ইঙ্গরেজেরা তাঁহার অধিকারে গোলযোগ আবিস্ত কবিত্তে উদ্যত হইয়াছে, এজন্ত তিনি সাতিশয় ত্রুদ্ধ হইয়া ফরাসীদিগের পক্ষ অবলম্বন কবিলেন। চতুৰ ক্লাইব ইহাতে নিবস্ত হইলেন না। তিনি দুপ্পের স্থায় চাতুবী অবলম্বন পূৰ্বক মীবজাফকে রাজ্য দিবার অঙ্গীকার কবিয়া, তাঁহাকে নবাবের প্রতিদ্বন্দী কবিয়া তুলিলেন। এ দিকে জগৎশেঠ মহাতাপ রায় এবং নবাবের কোষাধ্যক্ষ বায় তুর্লভ প্রভৃতি ক্লাইবের বিশেষ সহায়তা কবিত্তে লাগিলেন। জগৎশেঠের গৃহে সিবাজ উদৌলার পদচ্যুতিৰ যডযন্ত্র হইতে লাগিল। জগৎশেঠের প্রদত্ত অৰ্থে ইঙ্গবেজদিগের বল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অনন্তৰ স্থিৰ হইল, ইঙ্গবেজদিগের সাহায্যে মীবজাফ নবাব হইলে পুৰস্কারস্বরূপ তাঁহাদিগকে অনেক টাকা দিবেন, আর ক্লাইব যখন নবাবের বিৰুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, তখন মীবজাফর আপনাব সমস্ত সৈন্ত লইবা তাঁহার সহিত মিশিবেন। এইরূপে সমুদয়ের বন্দোবস্ত হইলে, উমীচাঁদ নামক একজন সম্পত্তিশালী ব্যবসায়ী গোলযোগের স্ত্রপাত করিলেন। তিনি কহিলেন, প্রতিজ্ঞাপত্রে তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিবার কথা না থাকিলে তিনি সমুদয় বিষয় নবাবের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলিবেন। স্তততুৰ ক্লাইব ইহাতে চিন্তিত হইলেন না। তিনি লোহিত ও শ্বেত বর্ণের দুই খানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত কবিলেন। প্রথম খানিতে উমীচাঁদকে নির্দিষ্ট টাকা দিবার বিষয় উল্লেখ করা হইল, দ্বিতী় খানিতে উহাব কিছুই উল্লেখ থাকিল না। কিন্তু ওয়াটসন্ সাহেব এই মিথ্যা পত্রে

স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। ক্লাইব কিছুই অর্দ্ধসম্মত বাধি বাব লোক ছিলেন না। তিনি ওয়াটসনের নাম জ্ঞান কবিলেন। অতঃপব এই মিথ্যা পত্র উমীচাঁদকে দেখান হইল। উমীচাঁদ সন্তুষ্ট হইলেন, ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছুই প্রকাশ কবিলেন না। এই ষড়যন্ত্রের ফল বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ।

পলাশী কলিকাতা হইতে প্রায় ৭০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ইহাব যে প্রশস্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়, তাহা ৮০০ গজ দীর্ঘ ও ৩০০ গজ বিস্তৃত আত্র-কাননে শোভিত ছিল। ক্লাইব ১,১০০ ইউ-বোপীয় ২,১০০ সিপাহি সৈন্য এবং ৮টি কামান লইয়া এই আত্র-কাননে উপনীত হইলেন। নবাবের পক্ষে ৩৫,০০০ পদাতি, ১৫,০০০ অশ্বাবোহী ও ৫৩টি কামান ছিল। ২৩এ জুন ক্লাইব অকুতোভয়ে আপনাব সৈন্য পরিচালনা কবিলেন। মীরমদন ও মোহনলাল নামক নবাবের দুই জন বাঙ্গালী সেনাপতিব সহিত ক্লাইবের যুদ্ধ আবস্থ হইল। যুদ্ধে মীর মদন প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহাতে নবাব মীরজাফরকে যুদ্ধস্থলে যাইতে কহিলে মীরজাফর চাতুবী খেলিয়া নবাবের নিকট সেদিন যুদ্ধ বন্ধ রাখিবাব প্রস্তাব কবিলেন। অদূরদর্শী সিবাজউদ্দৌলা বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্ত বৃত্তিতে পারিলেন না, অগ্নানভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখিবাব আদেশ দিলেন। সেনাপতি মোহনলাল ঘোরতর যুদ্ধে ক্লাইবকে ব্যতিব্যস্ত কবিয়া তুলিয়াছিলেন, নবাবের আদেশ পাইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক যুদ্ধে বিরত হইলেন। যুদ্ধে সেনাপতিকে অকস্মাৎ বিরত দেখিয়া, সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইব জয়ী হইলেন। সিরাজ-উদ্দৌলা ফকীরের বেশে পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার

অব্যাহতি লাভ হইল না। বাজমহলে ধরা পড়িয়া তিনি মুর্ষিদাবাদে আনীত হইলেন। এই খানে মীরজাফরের পুত্র মীবণেব আদেশে তাঁহাব প্রাণবায়ুব অবসান হইল।

মীরজাফর, ১৭৫৭।—এইরূপে হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলাব পতন হইল। ক্লাইব ২৫এ জুন মুর্ষিদাবাদে আসিয়া মীবজাফরকে বাঙ্গালা, বিহাব ও উড়িষ্যার নবাবী দিলেন। পবদিন প্রতিশ্রুত টাকা দেওযাব কথা উত্থাপিত হইল। যে জগৎশেঠেব গৃহে দিবাঙ্গউদ্দৌলাব পদচ্যুতিব জ্ঞাত বড়যন্ত্র হইয়াছিল, এখন তাঁহাবই গৃহে বড়যন্ত্রকাবিগণেব প্রাপ্য বিষয়েব মীমাংসা হইয়া গেল। ড্রেক ও কর্ণেল ক্লাইব প্রত্যেকে ২,৮০,০০০ টাকা এবং ওয়াটস, বেকাব ও মেজব কিলপাট্রিক সাহেব প্রত্যেকে ২,৪০,০০০ টাকা পাইলেন। ক্লাইব নূতন নবাবেব নিকট আবাদ ১,৬০,০০০ টাকা উপহাব লইলেন। এতদ্ব্যতীত ইঙ্ক্বেজ কোম্পানিকে ১০,০০০,০০০ টাকা, কলিকাতা আক্রমণ সময়ে অনেকেব ক্ষতি হওয়াতে কলিকাতাব ইউবোপীয় অধিবাসীদিগকে ৫০,০০,০০০ টাকা, কলিকাতাব অন্যান্য অধিবাসীকে ২০,০০,০০০ টাকা, আর্মীগীদিগকে ৭,০০,০০০ টাকা এবং সৈন্যদিগকে পাবিতোয়িক স্বরূপ ৫০,০০,০০০ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব হইল। কিন্তু মুর্ষিদাবাদেব ধনাগারে অধিক টাকা ছিল না; কোষাধ্যক্ষ সমুদয়েব টাকা দিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর বহু তর্কবিতর্কেব পর নির্দিষ্ট সংখ্যার অর্দ্ধাংশ দেওয়া স্থির হইল। নূতন নবাব মগদ টাকা এবং পাঁচ লক্ষ টাকার মনি মুক্তা প্রভৃতি দিয়া হিসাব পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। এই জগৎ শেঠেব গৃহেই ষ্ঠে ও নোহিতবর্ণ প্রতিজ্ঞাপত্রেব

মর্শ উদ্ভেদ হইল। উমীচাঁদ প্রতারকের চাতুরীতে হতভান হইয়া পড়িলেন। আর তিনি জীবিত কালের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। এইরূপ প্রতাবণা ক্লাইবের চরিত্রের একটি কলঙ্ক স্বরূপ বহিয়াছে।

চব্বিশ পরগণার স্বত্ব লাভ, ১৭৫৭।—মীরজাফর অতঃপব কোম্পানিকে কলিকাতার চতুঃপার্শ্ববর্তী সমস্ত ভূভাগেব জমীদারী স্বত্ব সমর্পণ কবেন। এই ভূভাগ এখন চব্বিশ-পরগণা নামে আখ্যাত হইতেছে। ইহাব পবিমাণ ৮৮২ বর্গ মাইল।

ক্লাইবের বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ, ১৭৫৮।—এই অবধি মুর্ষিদাবাদের নবাবদিগেব স্বাধীনতা বিলুপ্ত এবং বাঙ্গালায় ইঙ্গবেজদিগেব আধিপত্য বদ্ধমূল হইল। বিলাতের ডিবেট্টেব সভা ক্লাইবকে বাঙ্গালাব শাসনকর্তাব পদে নিযুক্ত কবিলেন। এই সময়ে দিল্লীৰ সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীরের কোনও ক্ষমতা ছিল না। তিনি স্বীয় দ্বন্দ্বী গাজীউদ্দিনেব একান্ত আয়ত্ত ছিলেন। সম্রাটেব জ্যেষ্ঠ পুত্র আলি গোহর অযোধ্যায় সুবাদাবেব সহিত সম্মিলিত হইয়া আফগান ও মবহাট্টা সৈন্তের সহিত বাঙ্গালায় আপনার প্রাধান্ত স্থাপনেব জন্ত আসিতে ছিলেন, দক্ষিণাপথে লালী ও বুদীর জন্ত ফররীদিগের ক্ষমতা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ক্লাইব উভয় দিক বক্ষাবই উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। আলি গোহরেব সৈন্ত পাটনায় উপস্থিত হইলে তত্রত্য শাসনকর্তা বামনাবায়ণ নগরবন্ধার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। এদিকে ক্লাইব ৪৫০ জন ইউরোপীয় ও ২,৫০০ সিপাহি সৈন্তের সহিত আগিয়া উপস্থিত হইলে মোগলেরা

পলায়ন কবে (১৭৫৯)। এই কার্য্যেব পুৰস্কার স্বরূপ মীরজাফর ক্লাইবকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা আয়েব জাইগীব দান কবেন। এই বৎসব ক্লাইব কর্ণেল ফোর্ডেব অধীনে দক্ষিণাপথে এক দল সৈন্ত পাঠাইয়া দেন। ফোর্ড মছলীপট্টন অধিকার পূৰ্ণক উত্তব সবকাবে ইঙ্গবেজদিগেব প্রাধাত্য স্থাপন কবেন। এদিকে ওলন্দাজেবা ক্রমে আপনাদেব বল সংগ্রহ কবিতেছিল, পাছে ইহাবা আপনাদেব প্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠে, এই আশঙ্কায় ক্লাইব তাহাদিগকে আক্রমণ কৰেন। ওলন্দাজেবা, জলে ও স্থলে পবাজিত হইয়া, ইঙ্গবেজদিগেব ক্ষমতাব নিকট মস্তক অবনত কবে।

বাঙ্গালার গোলযোগ, ১৭৬০-১৭৬৪।—ক্লাইব ১৭৬০ হইতে ১৭৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত ইঙ্গলেণ্ডে অবস্থিতি কবেন। এই থানে তিনি আদবেব সহিত পবিগৃহীত হইয়া “লর্ড” উপাধি প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালায় বান্টিটার্ট সার্বেব ক্লাইবেব কার্য্যভাব গ্রহণ করেন। এই সমবে বাঙ্গালাব শাসন-কার্য্য অশৃঙ্খল ছিল না। কোম্পানিব কর্ম্মচারীবা সাতিশব উৎকোচ-গ্রাহী ও অর্থলোভী ছিলেন। নূতন নবাব মীরজাফর তাহাদেব অর্থ-লানসা পবিতৃপ্ত কবিতো পাবিডেন না। এজন্ত তিনি পদচ্যুত হইলেন। তদীয় জামাতা মীরকাসেমকে নবাব কবা হইল। মীরকাসেম এই কার্য্যেব পুৰস্কার স্বরূপ কোম্পানিকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুৰ ও চট্টগ্রাম, এই তিন জেলাব অধিকার দিলেন।

ইহাব মধ্যে দ্বিতীয় আলামগীব তদীয় মন্ত্রী গাজীউদ্দীন কর্তৃক নিহত হইলে আলিগোহব “শাহ আলম” নাম পরিগ্রহ পূৰ্ণক আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়া, বহুসংখ্য



সৈন্তের সহিত আবার পাটনায় উপস্থিত হন। কর্ণেল কলিয়ড যুদ্ধে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। (১৭৬০, ২০ এ ফেব্রুয়ারি)। এই পরাজয়ের পর মোগলেরা মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয়, কিন্তু ইঙ্গবেজ সৈন্ত নগরবক্ষায় প্রভুত আছে দেখিয়া, আবার পাটনায় ফিবিয়া আইসে। কর্ণেল কলিয়ড কাপ্তেন নক্সকে পাটনাবক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন। নক্স পাটনায় উপস্থিত হইয়াই মোগলদিগকে আক্রমণ কবেন। এবারেও মোগলবা পবাজিত হয়। এই সময়ে পূর্ণীয়ার নবাব ৩০,০০০ সৈন্তের সহিত পাটনাব অপর পাবে আসিয়া ইঙ্গরেজ সৈন্ত নষ্ট করিবার চেষ্টা কবেন। সাহসী নক্স ৭০০ মাত্র সৈন্তের সহিত অকুতোভরে নদী পার হইয়া বিপক্ষের সৈন্তদল আক্রমণ কবেন। ছয় ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত যুদ্ধেব পব বিপক্ষেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। নক্স বিজয়ী হন (১৭৬০)।

পর বৎসর পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মরহাট্টাগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। আহম্মদ শাহ বিজয়ী হইয়া মহাসমারোহে দিল্লীতে উপস্থিত হন। এই যুদ্ধের পর মরহাট্টাদিগেব পবাক্রম থর্র হয়। প্রতাপসিহিত মোগল-সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া যায় \*।

মীরকাসেমের সহিত বিবাদ, ১৭৬৩।—মীরকাসেম সাতিশয় ক্রমতাপন্ন, কার্যকুশল ও তেজস্বী ছিলেন। তিনি ইঙ্গরেজ কর্মচারিগণের অসুচিত অর্থলোভ ও অত্যাচার চরণ দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে যুরে

\* ভারতের ইতিহাসে মুসলমান-রাজত্বের শেষ অংশে এই যুদ্ধের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

ধাকিবার ইচ্ছা কবিষা, মুঙ্গেবে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই থানে তাঁহাব সৈন্তগণ ইউবোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু মীবকাসেম দীর্ঘকাল বাজত্ব-স্বত্ব ভোগ কবিত্তে পাবিলেন না। অবিলম্বে ইঙ্গবেজদিগেব সহিত তাঁহাব বিবাদ উপস্থিত হইল। এই সময়ে কোম্পানিৰ কর্মচাবিগণেব বেতন বড় অল্প ছিল। কোম্পানিৰ মেম্বৰেবাও মাসে তিন শত টাকাব অধিক পাইতেন না। প্রধান সৈন্তাধ্যক্ষ-দিগকেও কখন কখন তৈলাভাবে অন্ধকাব-গৃহে সামান্য বস্ত্র-খট্টায় শুইয়া থাকিত্তে হইত। এ জন্ত অনেক কর্মচাবী কোম্পানীৰ অনুমতি লইয়া আপন আপন অর্থ বিনিয়োগ দ্বাবা ব্যবসায় চালাইত। শেষে এই সকল ব্যবসায়ী একটি গঠিত উপায় অবলম্বন করে। দিল্লীৰ বাদশাহ ও বাঙ্গালাব নবাবদিগেব মনন্দ অনুসারে কোম্পানিকে বাণিজ্যদ্রব্যেব আমদানি বণ্টানিৰ জন্ত কোনকপ শুদ্ধ দিতে হইত না। কোম্পানিৰ কর্মচাবীবাও অতঃপৰ কোম্পানিৰ নাম কবিষা, আপনাদেব বাণিজ্য-দ্রব্য বিনাশুল্কে চালাইতে আবস্ত কবিল। ইহাবা আপনাদেব বাণিজ্যনৌকায় কোম্পানিৰ নিশান তুলিয়া দিয়া, কুত ঘাটে শুদ্ধ-দান হইতে অব্যাহতি পাইতে লাগিল। ক্রমে দেশীয় বণিক্দিগেব কেহ কেহও ঐ অসৎ রুতিব অনুকরণ আরম্ভ কবিল। মীবকাসেম এ বিষয়ে বাম্পিটার্ট সাহেবকে জানাইলেন। বাম্পিটার্ট এবং কোম্পানিৰ অন্ততম মেম্বৰ ওয়ারেন হেষ্টিংস একটা বন্দোবস্ত কবিবাব চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদেব চেষ্টা ফলবতী হইল না। মীবকাসেম পরিশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া বাণিজ্য-দ্রব্যেব শুদ্ধ একবাবে উঠাইয়া দিলেন

কিন্তু এতদ্বৈশী বণিকেরা বিনা শুধু বাণিজ্য কবিতো পার, ইহা কোম্পানির ইঙ্গবেজ কর্মচারিগণের অভিপ্রেত ছিল না । সুতরাং শুধু একবারে উঠিয়া যাওয়াতে তাহারা অসন্তুষ্ট হইল । ক্রমে নবাবের কর্মচারিগণের সহিত তাহাদের বিবাদ হইতে লাগিল । পাটনার কুঠীর অধ্যক্ষ এলিস সাহেব সর্বপ্রায়ে নবাবের বিরুদ্ধে সমুখিত হইলেন । মীরকাসেমের নিস্তেজ ছিলেন না । তিনি ইঙ্গবেজদিগের অত্যাচার দেখিয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিলেন ।

মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ, ১৭৬৪ ।—যখন প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন মীরকাসেম কৃতকার্য হইতে পারিলেন না । গড়িয়া ও উদয়নালাব যুদ্ধে তাহাব মুশিক্ষিত সৈন্যগণ মেজর এডাম কর্তৃক পরাজিত হইল । কাসেম পাটনায় দুই হাজার সিপাহি সৈন্য নষ্ট এবং দুই শত ইঙ্গবেজেব প্রাণদণ্ড কবিলেন । ইঙ্গবেজদিগের সহিত শেঠদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এতদ্বারা সঙ্গ্রে জগৎশেঠ, মহাতাব বায়, মহাবাজ স্বকপটাদ এবং রাজা বান্দানাবায়ণ ও বাজবল্লভও মৃত্যুমুখে পাতিত হইলেন । এই হত্যা কার্য সম্পাদনের পব মীরকাসেম অযোধ্যাব সুবাদাব সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন । সুজাউদ্দৌলা দিল্লীর সম্রাট্ শাহ আলমের সহিত সম্মিলিত হইয়া পাটনার আসিলেন । পাটনায় ইহাদের পরাজয় হইল । বক্সাবে মেজর মন্বো \* সুজাউদ্দৌলাকে পরাজিত কবিয়া তাহার প্রতাপ ধ্বংস কবিলেন ।

সিপাহিদিগের বিদ্রোহ, ১৭৬৪ ।—এই সময়ে

\* ইনি অতঃপর স্যার হেক্টর মন্বো নামে আখ্যাত হন ।

কোম্পানির সিপাহিদিগেব মধ্যে অসন্তোষের সঞ্চার হয়। ৭ বৎসব হইল, বাঙ্গালার সিপাহি সৈন্য সংগঠিত হইয়াছিল। এপর্য্যন্ত ইহাদেব মধ্যে কোনরূপ অসন্তোষেব চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। ইহাবা অপরিসীম সাহস ও অটল বিশ্বাসেব সহিত প্রভুব কার্য্য সম্পাদন কবিয়া আসিতেছিল। এখন ঘটনাবশতঃ প্রভুব কার্য্যেব প্রতি ইহাদেব বিবাগ জন্মিল। মীরজাফর নবাব হইয়া, কোম্পানিৰ সৈন্যদিগকে যে টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আসিতে বিলম্ব হওয়াতে ইউরোপীয় সৈনিকগণ বিবস্ত্র হইয়া উঠে। কিন্তু যখন টাকা আসিয়া পঁহুছে তখন সিপাহিবা উহাব অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে ভাবিয়া, অসন্তুষ্ট হয়। তাহাবা ইউরোপীয় সৈন্তেব সহিত তুল্য পবাক্রমে ও তুল্য সাহসে কোম্পানিৰ কার্য্য কবিয়াছিল, সুতবাং উহাব পুবদ্ধাব তাহাবা ইউরোপীয় সৈন্তেব সহিত সমানভাবে পাইবাব প্রত্যাশী হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদেব আশা ফলবতী হইল না। ইউরোপীয় সৈন্ত-দলেব একজন সামান্য সৈনিক যখন ৪০ টাকা পাইল, তখন সিপাহিদিগেব অংশে ২০ টাকাব বেশী পড়িল না। সিপাহিবা ইহাতে বাব-পব নাই অসন্তুষ্ট হইয়া, ইঙ্গবেজ আফিসরদিগকে আক্রমণ ও অববোধ কবিল এবং দৃঢ়তাৰ সহিত কহিল, তাহাবা কখনই কোম্পানিৰ অধীনে কৰ্ম্ম কবিবে না। কিন্তু ইঙ্গবেজ সেনাপতি শীঘ্র এ অবাধ্যতাৰ গতি বোধ করিলেন। ছাপবাব সৈনিক বিচারালয়ে ২৪ জন সিপাহি-বিদ্ৰোহ অপবাধে অভিযুক্ত হইল। ইহাদেব দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে সেনাপতি মেজব মনুবে ইহাদিগকে কামানে উড়াইয়া দিলেন।

মীরজাফরের পুনরায় নবাবীগ্রহণ ।—যখন মীর-  
কাসেমের সহিত ইঙ্গবেজদিগের বিবাদ আরম্ভ হয়, তখন  
ইঙ্গবেজেবা মীরজাফরকে কলিকাতা হইতে আনিয়া মুর্ষিদাবাদের  
সিংহাসনে বসান (১৭৬৩)। এই সময়ে একজন সুদক্ষ বাঙ্গালী  
তাঁহাব দেওয়ান হন। ইঁহাব নাম মহাবাজ নন্দকুমার বাঘ।

নন্দকুমার ।—মহাবাজ নন্দকুমার বাঘ সাধাবণেব  
বিশেষ শ্রদ্ধাব পাত্র ছিলেন। কেহ কোন বিপদে পড়িলেই  
তাঁহাব শরণাগত হইত। বিলাতেব ডিবেষ্ট্রী সভা পর্য্যন্ত  
তাঁহাব কার্য্য-দক্ষতােব প্রশংসা কবিতেন। কলিকাতাব গব-  
র্ন ও কোমিসিলেব মেম্বেরেবাও অনেক সময়ে তাঁহাকে ভয়  
কবিতা চলিতেন। ফলে মহাবাজ নন্দকুমার বাঘ একজন প্রচুর  
ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন। ১৭০৫ খ্রীঃ অব্দে এই ক্ষমতাপন্ন  
ব্যক্তিব জন্ম হয়। কেহ কেহ কহেন, মুর্ষিদাবাদ জেলাব অন্তর্গত  
ভদ্রপুর নন্দকুমারের জন্ম স্থান। কিন্তু নন্দকুমার কার্য্যাবল্যেবোধে  
প্রায়ই উক্ত জেলাব অন্তর্গত কুঞ্জবাটার থাকিতেন। তিনি  
বাচীশ্রেণীেব ভরদ্বাজ গোব্রীয ব্রাহ্মণ। তাঁহাব পিতা তাদৃশ,  
সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। কথিত আছে, একবার মুর্ষিদাবাদ  
অঞ্চলের প্রজাবা সান্তিশয অবাধ্য হওয়াতে নন্দকুমার তাহা-  
দিগকে স্তম্ভাসিত কবেন। এজন্য নন্দকুমারের বিশেষ প্রতি-  
পত্তি হয়। ক্রমে ১৭৫৭ অব্দে তিনি হুগলীেব ফৌজদার হন।  
এই সময়ে জমীদারদিগকে শাসনে বাধা, চোর ডাকাইতদিগকে  
শাস্তি দেওয়া এবং সৈন্তদিগের তত্ত্বাবধান করা ফৌজদারের  
কার্য্য ছিল। নন্দকুমার এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, আপনাব  
দক্ষতার পরিচয় দেন। ইঁহার পর সিরাজউদৌলার অধঃপতন

হয়, মীরজাফর বাঙ্গালার সিংহাসনে আবোধন করেন। এই সময় হইতে নন্দকুমারের সহিত ইঙ্গবেঙ্গদিগের ঘনিষ্ঠতা জন্মে। ইঙ্গবেঙ্গেবা নন্দকুমারের সহিত পবামর্শ কবিতা, কার্য্য করিতেন। ক্লাইব নন্দকুমারের গুণ-পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অনেক কার্য্যে নন্দকুমারের সাহায্য লইতেন। ক্লাইব স্বদেশে গেলে মীরজাফরের অধোগতি হয়। মীরজাফর নজবন্দী হইয়া কলিকাতায় থাকেন। এই সময়ে নন্দকুমারও কলিকাতায় থাকিতেন। তিনি অধঃপতিত নবাব মীরজাফরের সাতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন, মীরজাফরের ভাল কবিতা তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। এ জন্ত কোম্পিলেব যে সকল মেসব মীরজাফরের বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহারা নন্দকুমারেরও বিপক্ষ হইয়া উঠেন। গবর্নর হেনরি বান্টিটার্ট সাহেব নন্দকুমারের উপর এত বিবক্ত হন যে, তিনি একখানি খাতায় নন্দকুমারের সমুদয় দোষের কথা লিখিয়া বাখেন। কিন্তু নন্দকুমার এই সময়ে কি কি গুণতর অপবাধে অপবাদী ছিলেন, তাহা ইতিহাস-লেখকেরা বলেন নাই। বোধ হয়, বান্টিটার্ট সাহেব নন্দকুমারের সর্বনাশ সাধন জন্ত ঐকগ কবিয়াছিলেন। তিনি বংন স্বদেশে গমন করেন, তখন তাঁহার ভ্রাতা জর্জ বান্টিটার্ট সাহেবকে উক্ত খাতা খানি দিয়া প্রয়োজন হইলে উহা কোম্পিলে এবং ক্লাইবের নিকট উপস্থিত কবিতা বলিয়া যান। যাহা হউক, মীরজাফর আবাব নবাবী পাইয়া নন্দকুমারকে আগনাব দেওয়ান করেন। এইরূপে নন্দকুমার বাঙ্গালার সর্বময় কর্তা হইয়া, দেওয়ান নন্দকুমার নামে প্রসিদ্ধ হন। বাঙ্গালার বন্দোবস্তের ভার দেওয়ান নন্দকুমারের হস্তে সমর্পিত ছিল। মীরকাসেমের সময়ে

বান্ধালা হইতে ৬৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। নন্দকুমারের সময়ে বান্ধালা হইতে প্রথম বৎসব ৭৬ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় বৎসব ৮১ লক্ষ টাকা আদায় হয়।

নজমুদ্দৌলা, ১৭৬৫।—মীরজাফর ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন। তাঁহার বয়স ৭০ বৎসব হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল বাজ্র-সুখ ভোগ করিতে পারিলেন না। ১৭৬৪ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। তৎপুত্র নজমুদ্দৌলা নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ক্লাইবের দ্বিতীয়বার রাজ্য-শাসন, ১৭৬৫-১৭৬৭।—

ক্লাইব স্বদেশে গাইয়া ডিবেক্টবেলা কর্তৃক সমাদরে পরি-  
গৃহীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সৌভাগ্যে অনেকের  
ঈর্ষাবসঞ্চাব হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত অনেকে তাঁহার বিবোধী  
হইয়া উঠিয়াছিলেন। ডিবেক্টবেলা এক সময়ে তাঁহার জাই-  
গীবের খাজানা বন্ধ করিবার আদেশ প্রচার করিতেও ক্রটি  
করেন নাই। শেষে যখন মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধের সংবাদ  
ইঙ্গলণ্ডে পহঁছিল, তখন ডিবেক্টবেলা আবার ক্লাইবকেই  
যথোচিত সম্মানের সহিত কলিকাতার গবর্ণরের পদে নিযুক্ত  
করিয়া এদেশে পাঠাইয়া দিলেন। যুদ্ধ-সংক্রান্ত ও রাজস্ব-  
সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা ক্লাইবের হস্তে সমর্পিত হইল।

লর্ড ক্লাইব ১৭৬৫ অব্দের ৩রা মে কলিকাতায় উপনীত হন।  
এখন তিনি বান্ধালার গবর্ণর, কোমিসলের সভাপতি এবং প্রধান  
সেনাপতি হইয়াছিলেন। স্মতরাং সর্বতোমুখী ক্ষমতা তাঁহার  
হস্তে ছিল। তিনি দেখিলেন, মীরকাসেমের সহিত যুদ্ধ শেষ  
হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা সান্ত্বন্য  
অব্যবস্থিত হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বিলাসী হইয়া

অবলীলায় উৎকোচ গ্রহণ করিতেছেন, এবং অবলীলায় অবৈধ উপায়ে গুপ্ত ব্যবসায় দ্বারা আপনাদেব ধন বৃদ্ধি উপায় দেখিতেছেন। সুতবাং রাজ্য-মধ্যে উৎকোচগ্রহণ, গুপ্ত ব্যবসায়, অমিত ব্যয় অবাধে চলিতেছে। কোম্পানীর মেম্বরেরা আপনাদেব ভোগ সুখের তৃপ্তি সাধন জন্য নূতন নবাব নজমউদৌলার নিকট হইতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকাব উপহার লইতেও সঙ্কুচিত হন নাই। লর্ড ক্লাইব এই সকল অবৈধ কার্যের গতি বোধ করিতে ক্লান্ত হইলেন। তাঁহাব সহকারিতার জন্য, জেনেবল কর্ণাক, বেব্লেষ্ট, সামন্স এবং স্কাইন্স, এই চারি জন সাহেব লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হইল। ক্লাইব রাজ্যের শৃঙ্খলা-বিধান জন্য ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, ২৫এ জুন কলিকাতা হইতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিলেন।

নবাবের সহিত বন্দোবস্ত, ১৭৬৫।—লর্ড ক্লাইব ছইটি বিষয় আপনাব প্রধান কর্তব্য বলিয়া স্থির কবিয়াছিলেন, প্রথম, মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বাজালা, বিহাব ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ, দ্বিতীয় কোম্পানিব কর্মচারীদিগকে সুব্যবস্থিতকরণ। ক্লাইব প্রথম কর্তব্য সাধন কবিবাব জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাইবাব সময় মুর্বিদাবাদ হইয়া যান। এই ধানে নবাবের সহিত তাঁহাব এইরূপ বন্দোবস্ত হয় যে, রাজ্যব্যপ্তার সমস্ত ভার ইঙ্গরেজদিগের হস্তে থাকিবে। নবাব বার্ষিক ৫০ লক্ষ টাকা পাইবেন। সমস্ত রাজকার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় নবাবের নামে এভদেদ্বীয় কর্মচারিগণ দ্বারা সম্পন্ন হইবে। বাঙ্গিটাব সাহেব দেওয়ান নন্দকুমারের যে সকল দোষের কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন, ক্লাইব তাহা পড়িয়া নন্দকুমারকে পদ-



চ্যুত কবেন। নন্দকুমারের পরিবর্তে মহম্মদ রেজা খাঁ নবাবের দেওয়ান হন।

বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ, ১৭৬৫।—অনন্তব ক্লাইব এলাহাবাদে গিয়া অযোধ্যায় নবাব সুলতান্দৌলা ও সম্রাট্ শাহ আলমকে দেগিতে পাইলেন। যুদ্ধে পবাস্ত হইয়া, সুলতান্দৌলা হীনবল হইয়াছিলেন, তিনি এলাহাবাদ ও কোবা\* এই দুইটি প্রদেশ সমর্পণ পূর্বক ক্লাইবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। ইহাব পব ক্লাইব সুলতান্দৌলার সমর্পিত প্রদেশদ্বয় সম্রাট্ শাহ আলমকে দিয়া এবং তাঁহাকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহাব নিকট হইতে কোম্পানির নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাব দেওয়ানী লইলেন। সম্রাট্ ২৬এ আগষ্ট এই দেওয়ানীব সনন্দ প্রদান কবেন। ভারতে ইঙ্গরেজ-বাজত্বেব ইতিহাসে ইহা একটি প্রধান ঘটনা। এতদ্বাৰা ইঙ্গবেজেব বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাব আধিপত্য লাভ করিলেন। যাঁহারা এক সময়ে সামান্য বণিকের বেশে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন আড়াই কোটি লোকেব প্রভু হইয়া চাৰি কোটি টাকা রাজস্বেব অধিকারী হইলেন। এতদ্ব্যতীত কোম্পানি কর্ণাটের নবাবের নিকট হইতে যে সকল অধিকার পাইয়াছিলেন, সম্রাট্ তৎসমুদয় মঞ্জুর করিলেন এবং তাঁহাদিগকে উত্তর-সরকারের আধিপত্য দিলেন। ক্লাইব দেওয়ানীব সনন্দ পাইয়া,

\* মুসলমানদিগের রাজত্বকালে কোরা একটি প্রধান স্থান ছিল। এখন ইহা কতেপুর বিভাগের একটি ভগ্নপ্রায় নগর।

† সনন্দে উড়িষ্যার উল্লেখ থাকিলেও ইঙ্গবেজেব ১৮০৩ অব্দে প্রকৃত-

মহম্মদ বেজা খাঁকে বাঙ্গালায় এবং রাজা সেতাব রাইকে বিহা-  
বেব নামেব দেওরান কবিলেন । ইহাদের হস্তে সমুদয় কার্য-  
ভাব সমর্পিত হইল । ১৭৫৬ অব্দে যখন ইঙ্গবেজদিগেব পবাজয় ও  
অন্ধকূপ-হত্যাৰ সংবাদ দেশমধ্যে প্রচাৰিত হয়, তখন প্রায়  
সকলেই ভাবিয়াছিল, ইঙ্গবেজেবা আব বাঙ্গালায় প্রভুত্ব স্থাপন  
কবিতো পাবিবে না । কিন্তু শেষে এ বিশ্বাস অপনীত হইল ।  
অভাবনীয় শক্তিব সহিত ইঙ্গবেজেবা আবাব বাঙ্গালায় প্রবেশ  
কৰিয়া ৯ বৎসবেব মধ্যে বহুসংখ্য প্রজাব সহিত বহু-বিস্তৃত  
জনপদেব অধিকার লাভ কবিলেন । যাহাবা এত দিন ইঙ্গবেজ-  
দিগকে সামান্য ব্যবসায়ী বলিয়া মনে কবিত, তাহাবা এখন  
তাঁহাদিগকে আপনাদেব অধিপতি ভাবিয়া, ভয় ও বিশ্বাসেব  
সহিত দেখিতে লাগিল । ক্লাইবেব প্রধান কর্তব্য কার্য সাধিত  
হইল । ইহাব পৰ তিনি কলিকাতায় আসিয়া দ্বিতীয় কর্তব্য-  
সাধনে উদ্যত হইলেন ।

ইঙ্গরেজ সৈনিকদিগেৰ অবাধ্যতা, ১৭৬৬ ।—  
ইঙ্গবেজ সৈনিকেৰা যত দিন যুদ্ধে বাপৃত থাকিত, তত দিন  
তাহাবা আপনাদেব নির্দিষ্ট বেতনেব অতিবিক্ত কিছু কিছু  
টাকা পাইত । উহা “ভাতা” বলিয়া কথিত হইত । মীবজা-  
ফরেব নবাবী সময়ে এই ভাতা দ্বিগুণ হইয়া “ডবল ভাতা”  
নামে অভিহিত হয় । ইঙ্গবেজ সৈনিকেৰা কি যুদ্ধ, কি শান্তি,  
সকল সময়েই এই “ডবল ভাতা” পাইতে থাকে । ক্লাইব এলা

প্রস্তাবে উহার অধিকারী হন । ১৭৬৬ অব্দেব ১২ই নবেম্বৰ ইঙ্গবেজেবা  
নিজামেৰ নিকট হইতে প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় সরকারেৰ আধিপত্য লাভ  
করেন ।

জাহ্নুয়াবি “ডবল ভাতা” বহিত কবিবার আদেশ প্রচার কবেন। ইহাতে ইঙ্গবেজ সৈনিকেরা অসন্তুষ্ট হয় এবং সকলে একযোগে কৰ্ম পরিত্যাগ কবিবার পরামৰ্শ করে। সেনাপতি জ্ঞান বৰ্ট ফেচাব ক্লাইবকে এই বিষয় জানাইলেন, কিন্তু ক্লাইব বিপদে অভিভূত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি বিলক্ষণ দৃঢ়-তাব সহিত সকলের পদত্যাগপত্র গ্রহণ কবিলেন, বিচার জন্ত পদত্যাগকারীদিগকে সৈনিক বিচারালয়ে পাঠাইরা দিলেন, এবং নাদ্রাজ ইহাতে ইঙ্গবেজ দৈনিক অনিবাব আদেশ দিলেন। এইরূপ দৃঢ়তা ও কার্য-তৎপৰতাব জ্ঞে আব কোন গোলযোগ হইল না। এই সময়ে সিপাহীরা ক্লাইবের বিশেষ সহায়তা কৰিষাছিল। তাহাদের বিশ্বাস ও তাহাদের প্রভু-ভক্তি অল্প-মাত্রও বিচলিত হয় নাই।

ইঙ্গরেজ কৰ্মচারীদিগের কার্য-প্রণালীর সংস্কার।—পূৰ্বে ইঙ্গবেজ কৰ্মচারীরা ধনী লোকদিগের নিকট হইতে উপহাব গ্রহণ কৰিতেন। ক্লাইব এবাব এদেশে আসিয়াই এই উপহাব গ্রহণ-প্রথা বহিত কবেন। এখন তিনি ইঙ্গরেজ কৰ্মচারীদিগের স্বাধীন ব্যবসায়ের গতি রোধ কৰিতে উদ্যত হইলেন। ইঙ্গবেজ কৰ্মচারীরা বড় অল্প বেতন পাইতেন। ক্লাইব দেখিলেন, যাবৎ তাঁহারা এইরূপ অল্পহারে বেতন পাইবেন, তাবৎ তাঁহাদের বাণিজ্য-প্রবৃত্তি তিবোহিত হইবে না। তাঁহাদের ধনাগমের অস্ত কোন উপায় কৰিয়া দিয়া, উক্তরূপ বাণিজ্য বহিত করা, তিনি উচিত বিবেচনা কবিলেন। এজন্ত লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া কৰিয়া তাহাব উপস্থত্বেব কিয়দংশ ইঙ্গরেজ কৰ্মচারীদিগের মধ্যে পদ-মর্যাদা অনুসারে ভাগ কৰিয়া দিবার

নিয়ম হইল। ইহাতে ইঙ্গবেঙ্গ কর্মচাৰীরা আপনাদেব ব্যবসায় উঠাইয়া দিতে স্বীকাৰ কবিলেন। এই নিয়ম দুই বৎসর মাত্র ছিল। পবে তাঁহাদিগকে বাজস্বেৰ উপৰ শতকরা কিছু কিছু কমিশন দিবাব বন্দোবস্ত হয়।

লৰ্ড ক্লাইবের কর্মত্যাগ, ১৭৬৭।—এই সকল গুরুতর কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰিয়া, ক্লাইব ১৭৬৭ অব্দে পীড়িত হইয়া পড়েন। এজন্য তিনি চিকিৎসকদিগেৰ পৰামৰ্শ অনুসারে কর্ম ত্যাগ কৰিয়া, স্বদেশে যাইতে বাধ্য হন।

স্বদেশে যাইয়া, ক্লাইব সুখে কালাতিপাত কবিতে পাবেন নাই। যাহাদেব জন্ম তিনি সময়ে সময়ে অসম্মার্গ অবলম্বন কৰিয়াও ভাবতে একটি বিস্তৃত বাজ্য অধিকাৰ কবেন, তাঁহাবাই এখন তাঁহার ঘোবতব, প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিলেন। ডিৰেক্টরেৱা ক্লাইবেৰ কাৰ্য্য-প্রণালীৰ উপৰ দোষাবোপ কবিতে লাগিলেন। এজন্য তাঁহাকে বিস্তব নিগ্রহ সহ কবিতে হইল। ক্লাইব ছয় বৎসৰ কাল এইকপ মনোহুখে অতিবাহিত কবিলেন। শেষে তাঁহাব কষ্ট অসহ্য হইয়া উঠিল। পলাশীৰ যুদ্ধ-জ্ঞেতা ভারতের ব্ৰিটিশ-সাম্ৰাজ্যেৰ স্থাপন-কর্তা ১৭৭৪ অব্দে ২২এ নবেম্বৰ ৪৯ বৎসৰ বয়সে আত্মহত্যা কবিলেন।

ক্লাইব অনেক দোষ কবিয়াছেন। তিনি স্বার্থ-সিদ্ধিৰ উদ্দেশে গোপনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিয়া, অনেকেৰ সৰ্বনাশ কবিতে কাতর হন নাই, অসং উপায়ে নিজেৰ ধনবৃদ্ধি কবিতেও ক্রটি কবেন নাই, এবং প্রবঞ্চনা কৰিয়া অপবেৰ স্বার্থ হানি কবিতেও পরাজুখ হন নাই। ইতিহাসে এই সকল দোষ গোপন কবা হয় নাই। ক্লাইবেৰ ধর্মজ্ঞান প্রশংসনীয় না হইলেও তাঁহার সাহস

ও তাঁহার তেজস্বিতা সকল সময়ে সকলের নিকট প্রাণসিদ্ধ হইবে। ক্লাইব যখন ১৭৫৭ অব্দে কলিকাতায় পদার্পণ কবেন, তখন ইঙ্গবেজ কোম্পানির কুঠী সকল ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল, কর্ণচারীরা স্থানান্তরে পলায়ন কবিয়াছিলেন, বাঙ্গালার ইঙ্গবেজদিগেব প্রাধান্ত প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ক্লাইব ১৭৬৭ অব্দে যখন কলিকাতা পরিত্যাগ কবেন, তখন বাঙ্গালায় কোম্পানির আধিপত্য বহুমূল হয় এবং কোম্পানি কয়েকটি বিস্তৃত জন পদেব হস্তী, কর্তা ও বিধাতা হইয়া উঠেন। ক্লাইব ভাবতবর্ষে ব্রিটিশ অধিকাবেব ভিত্তি স্থাপন করেন, এবং ভাবতবর্ষীষদিগকে ইঙ্গবেজদিগেব ক্ষমতা ও প্রাধান্ত দেখাইয়া, চমকিত কবিয়া তুলেন। কেহই তাঁহার সাহস, তেজস্বিতা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতাব অগোবর্ন করিবে না। লর্ড ক্লাইব মহাবীর ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মজ্ঞান নাথাকাতে মহাপুরুষেব সম্মানিত পদে অধিকৃত হইতে পাবেন নাই। যাহাউক, ভারতবর্ষে ঈদৃশ অসাধাবণ পুরুষেব আবির্ভাব না হইলে বোধ হয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেব গোড়া পত্তন হইত না।

বেরেল্ন্ট ও কার্টিয়ার।—ক্লাইব চলিয়া গেলে বেরেল্ন্ট সাহেব দুই বৎসর কাল বাঙ্গালার শাসন-কার্য্য নির্বাহ করেন। ১৭৬৯ অব্দে কার্টিয়ার সাহেব তাঁহার স্থলে বাঙ্গালার গবর্নর হন। কার্টিয়ার ১৭৭২ অব্দ পর্য্যন্ত শাসন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে তাদৃশ শৃঙ্খলা ছিল না। ক্লাইব এ দেশ পরিত্যাগ করিলে অনেকেব আবার অর্থ-লালসা বলবতী হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন অভ্যচার ও অবিচার বৃদ্ধি পাইয়া-

ছিল। ইহার উপর একটি ঘোবতব ছুর্ঘটনায় প্রজাসাধারণকে যার পর নাই বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ১৭৭০।—১৭৭০ অব্দের গ্রীষ্ম-কালে অনাবৃষ্টি-প্রযুক্ত মৃত্তিকা শুষ্ক ও কঠিন হইয়া যায়, পুষ্কবিলী সকলও প্রায় জলশূন্য হইয়া পড়ে। কৃষকেবা কৃষিকার্য্যের ব্যাঘাত দেখিয়া দুর্ভাবনা-গ্রস্ত হয়। অবিলম্বে বাঙ্গালায় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ঘটে। এই দুর্ভিক্ষে কত লোক বিনষ্ট হয়, তাহা স্থলরূপে নির্ণীত হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন, দেশের প্রায় একতৃতীয়াংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। অনেকে কহেন, কোম্পানি কৰ্ম্মচারীবা দেশের সমুদয় চাউল কিনিয়া, আরদ্ধ কবিয়া বাখাতে দুর্ভিক্ষ প্রবল হইয়াছিল। ইহারা ঘোবতর দুর্ভিক্ষের সময় এই চাউল কেনা দানের আট, দশ, কোন কোন স্থলে বাণ গুণ মূল্যে বিক্রয় কবিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১৭৭৬ মালে এই ছুর্ঘটনা হওয়াতে ইহাকে “ছিয়াত্তরের মন্বন্তর” বলে।

দিল্লীতে শাহ আলমের রাজ্যাভিষেক, ১৭৭১।—১৭৬৯ অব্দের শেষে পেশবা মধুবাও আপনাদেব বিলুপ্ত গোঁববেক উদ্ধার জন্য ৬ লক্ষ মবহাট্টা সৈন্য ভারতবর্ষের উত্তরাংশে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল বাজপুতনা দিয়া জাঠদিগের জনপদে আইসে এবং তাহাদেব নিকট হইতে কব সংগ্রহ কবিয়া, দিল্লীতে অভিমুখে অগ্রসর হয়। অহম্মদ শাহ দোব্বাণী যখন ১৭৫৬ অব্দে দিল্লীতে আইসেন, তখন নজীবউদ্দৌলা নামক এক জন রোহিলাকে উক্ত নগরের শাসন কর্তা কবিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে নজীবউদ্দৌলাব পুত্র জাবেতা খাঁ হস্তে দিল্লীর শাসন-ভাব ছিল। শাহ আলম এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন,

পেশবা তাঁহাকে দিল্লীতে আসিয়া পূৰ্ব্বপুরুষদিগের সিংহাসনে অধিবোধ কবিত্তে অনুবোধ কবিলেন । শাহ আলম এ বিষয় কলিকাতার গবর্ণর বেবেল্‌ষ্ট সাহেবকে জানাইলেন, বেবেল্‌ষ্ট আপনাদের অনিষ্ট হইবে ভাবিয়া, শাহ আলমকে মবহট্টাদেব সহিত সম্মিলিত হইতে নিবেদন কবিত্তা পাঠাইলেন । কিন্তু শাহ আলম ইঙ্গবেজ গবর্ণরকে কথা শুনিলেন না । তাঁহার লোভ প্রবল হইল । তিনি পেশবাব অনুবোধ বক্ষা কবিত্তে প্রস্তুত হইলেন । ১৭৭১ অব্দেব ২৫এ ডিসেম্বৰ দিল্লীতে মহা সমা-বোধে শাহ আলমের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল । পেশবা সম্রাটকে আপনাদেব বক্ষাধীনে বাধিত্তে প্রতিশ্রুত হইলেন ।\*

ইহাব পৰ মবহাট্টাবা বোহিলখণ্ড আক্রমণ পূৰ্ব্বক জাবতা ঝাঁকে কাবারুদ্ধ কাব । তাহাবা অযোধ্যা আক্রমণ করিত্তে ইচ্ছা কবিত্তাছিল । ইহাব মধ্যে পেশবা হঠাৎ তাহাদিগকে আহ্বান কবিলেন, স্মতবাং তাহাবা আর কোন স্থলে কোনরূপ উৎপাত না কবিত্তা দক্ষিণাপথে চলিত্তা গেল । ইঙ্গবেজদিগের অধিকৃত জনপদ নিবাপদ বহিল ।

## চতুর্থ অধ্যায় ।

দক্ষিণাপথের ঘটনা, ১৭৬১-১৭৭১ ।

নিজাম আলী ।—সুপ্রসিদ্ধ নিজাম উলমুলকের তৃতীয় পুত্র সলাবৎজঙ্গ ফবাসী সেনাপতি বুসীব সহায়তাং হয়দরাবাদেব

\* এইটি বাঙ্গালার ঘটনার মধ্যে পরিগণিত না হইলেও বাঙ্গালার ইঙ্গবেজ গবর্ণরের শাসন-কালে ঘটিত্তাছিলবলিত্তা উল্লেখ করা গেল ।

সিংহাসনে আৰোহণ কৰিয়াছিলেন। ১৭৬১ অব্দে সলাবৎজ্জৈব কনিষ্ঠ সহোদৰ নিজামআলী জ্যেষ্ঠকে রাজচ্যুত ও কারারুদ্ধ কৰিয়া, স্বয়ং সুবাদারী গ্রহণ কৰেন। নিজাম আলী এইকালে হযদবাবাদেব নিজাম হইয়া, মহম্মদ আলীকে কৰ্ণাটের বিধিসম্মত নবাব বলিয়া স্বীকাৰ কৰিতে অসম্মত হন, এবং ইঙ্গবেজ দিগেব সহিত শত্রুতাচৰণেব চেষ্টা কৰেন। কিন্তু তাঁহাদেব চেষ্টা সফল হয় নাই। ইঙ্গবেজেবা দিল্লীৰ সম্রাটেব নিকট হইতে এই মর্মে এক খানি সনন্দ প্রাপ্ত হন যে, ইঙ্গরেজ কোম্পানিৰ বন্ধু মহম্মদ আলী কৰ্ণাটের বিধিসম্মত নবাব বলিয়া পৰিগণিত হইলেন। কৰ্ণাটেব নবাব অতঃপৰ দক্ষিণাপথেব বৰ্ত্তমান, কি ভবিষ্যৎ সুবাদাবেব অধীনে থাকিবেন না। এইকালে কৰ্ণাটেব নবাব নিজামেব হস্তভ্রষ্ট হন।

১৭৬৫ অব্দেব ১২ই আগষ্ট লৰ্ড ক্লাইব সম্রাটেব নিকট হইতে কোম্পানিৰ নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাৰ দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। এই দিন সম্রাট উত্তৰ সবকায়েব আধিপত্যও ইঙ্গরেজদিগকে সমৰ্পণ কৰেন।

কিন্তু নিজাম এই সনন্দ অনুসারে কার্য্য কৰিতে অসম্মত হন। তিনি মাদ্রাজেব প্ৰেসিডেণ্টকে এই বলিয়া ভয় দেখান যে, যদি উত্তৰসবকাব অধিকাৰ কৰা হয়, তাহা হইলে দক্ষিণাপথেব সমস্ত ইঙ্গবেজকে সমূলে বিনষ্ট করা হইবে।

নিজামের সহিত সন্ধি, ১৭৬৫।—মাদ্রাজেব প্ৰেসিডেণ্ট ইহাতে কিছু শঙ্কিত হইয়া কৰ্ণেল কলিঘডকে হযদবাবাদে পাঠান। ১২ই নবেম্বৰ নিজামের সহিত ইঙ্গবেজদিগের সন্ধি হয়। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, ইঙ্গরেজেরা নিজামের নিকট হইতে



উত্তরসবকাব অর্থাৎ গঞ্জাম, বিশাখাপট্টন, গোদাবরী ও কৃষ্ণা প্রদেশ গ্রহণ কবিয়া নিজামকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা কর দিবেন, এবং ঐ প্রদেশ বক্ষার্থ যথোপযুক্ত সৈন্ত রাখিবেন । আঁবশ্যক হইলে তাঁহাদিগকে সৈন্ত দ্বারা নিজামের সাহায্য কবিতে হইবে ।

মাদ্রাজ কোমিসিলের সভাপতি যে, বিশেষ বিবেচনা না কবিয়া, এইরূপ সন্ধি বন্ধন কবিয়াছিলেন, তদ্বিশয়ে সন্দেহ নাই । ইঙ্গবেজেরা দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে উত্তরসবকাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । উহা অধিকার কবিতে সম্রাটের অধীনস্থ কর্ম-চাৰী সুবাদারের সহিত সন্ধিবন্ধন যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই । ইহাতে সম্রাট অপেক্ষা দক্ষিণাপথের সুবাদারকে প্রধান বলিয়া স্বীকার কৰা হইয়াছে, এবং মাদ্রাজ কোমিসিলের দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে ।

এই সন্ধির পর মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টকে একটি গুরুতব ঘটনার বিব্রত হইতে হয় । যখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ক্লাইব বাঙ্গলায় ধীরে ধীরে ইঙ্গবেজদিগের আধিপত্য বন্ধমূল কবিতেছিলেন, তখন ভারত-বর্ষের দক্ষিণাংশে অল্প একটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী পুরুষ ধীরে ধীরে প্রাধান্ত স্থাপন কবিয়া, আপনার কৃতকার্য্যতাব গৌরবে উন্নত হন । এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী পুরুষের নাম হায়দর আলী ।

হায়দর আলী ।—১৭০২অব্দে হায়দরআলীর জন্ম হয় । হায়দর আলীর পিতা ফতে মহম্মদ মোগল নরকারে সেনাপতিত্ব কবিতেন । পঞ্জাবের কোন একটি যুদ্ধে ফতে মহম্মদের মৃত্যু হয় । এই সময়ে হায়দর আলী মোগল সৈন্তের মধ্যে একটি সামান্ত চাকরী কবিতেন । তাঁহাব অবস্থা ভাল ছিল না ।

সামান্য চাকরীতে যে আয় হইত, তদ্বাৰা তিনি অতি সামান্য ভাবে দিনপাত করিতেন। হায়দর আলী ক্ষমতাশূন্য মোগল সম্রাটের কৰ্ম ছাড়িয়া, ১৭৫০ অব্দে মহীশূর বাজ্যেব সৈনিক-শ্রেণীতে প্রবেশ কবেন। মোগল সম্রাটদিগেব সমর্থ হইতে মহীশূর বাজ্য হিন্দুবাজাদিগেব শাসনাধীন ছিল। হিন্দু বাজাবা প্রায় দুই শত বৎসর ব্যাপিয়া, এই বাজ্য শাসন করিতেছিলেন। উপস্থিত সময়ে মহীশূরেব 'বাজমন্ত্রী নন্দবাজেব হস্তেই সমস্ত ক্ষমতা ছিল। যাহা হউক, মহীশূরেব সৈনিক-কার্যে হায়দর বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ কবেন, ক্রমে তাঁহাব হস্তে দিল্লিগল দুর্গেব কর্তৃত্ব সমর্পিত হয়। এই সময়ে হায়দর ইচ্ছামত আপনার সৈন্ত সংখ্যা বৃদ্ধি কবিবাব অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই অনুমতি অনুসারে তিনি চারি দিক হইতে দিল্লী-সেনা সংগ্রহ কবিত্তে থাকেন। সাত বৎসরেব মধ্যে তাঁহাব অধীনে দশ হাজার সৈন্ত হয়। এই রূপে বহুসংখ্য সৈন্তেব অধিপতি হইয়া, হায়দর আলী, ১৭৬১ অব্দে মহীশূরেব বাজধানী শ্রীবঙ্গপট্টনে উপস্থিত হন এবং তদানীন্তন বাজাকে দূর কবিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আবোহণ কবেন। ক্রমে তাঁহাব অসাধাবণ বীরত্ব প্রকাশিত হয়, ক্রমে তিনি কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত আপনাব অধিকার বিস্তার কবেন। হায়দর আলী লেখা পড়া জানিতেন না। কিন্তু তাঁহাব সাহস, চতুরতা ও বীরত্ব অসাধাবণ ছিল। তিনি এই অসাধারণ সাহস, চতুরতা ও বীরত্ব বলেই মহীশূরে আপনাব আধিপত্য স্থাপনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

হায়দর আলীব এইরূপ ক্ষমতা ও প্রাধাত্য দেখিয়া, নিজাম ও পেশবা শঙ্কিত হইলেন। নিজাম কালবিলম্ব না কবিয়া,

মহাহাট্টাদের সহযোগে হায়দরের প্রাধান্য নষ্ট করিবার চেষ্টা কবিত্তে লাগিলেন। ইঙ্গবেজেরাও সন্ধির নিয়ম অনুসারে নিজামের সহিত মিলিত হইলেন। এদিকে মহাহাট্টা কাহাবও অপেক্ষা না কবিয়া মহীশূর বাজ্যেব উত্তরাংশে উপস্থিত হইল। হায়দর আলী বহু অর্থ দিয়া, তাহাদের সহিত সন্ধিবন্ধন কবিলেন। নিজামও গোপনে হায়দরের সহিত মিশিলেন। এইরূপে হায়দর একে একে মহাহাট্টা ও নিজাম, উভয়কেই হস্ত-গত কবিলেন কিন্তু ইঙ্গবেজেরা ইহাতে নিবস্ত থাকিলেন না। তাহারা হায়দরের প্রাধান্য সঙ্কোচ কবিবাব নিমিত্ত যুদ্ধ ঘোষণা কবিলেন (১৬৬৬)। এইরূপে মহীশূরের যুদ্ধ আবস্ত হইল। এই যুদ্ধে ইঙ্গরেজ কোম্পানির বহু অর্থ ও বহু সৈন্য নষ্ট হইয়াছিল।

মহীশূরের প্রথম যুদ্ধ, ১৭৬৭।—চাকামা নামক স্থানে ইঙ্গবেজ সেনাপতি কর্ণেল স্মিথের সহিত হায়দরের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইঙ্গবেজেরা জয়লাভ কবেন।

নিজামের সহিত দ্বিতীয়বার সন্ধিস্থাপন, ১৭৬৮।—পব বৎসব ইঙ্গবেজদিগের একদল সৈন্য নিজামের বাজ্যে উপস্থিত হওয়াতে নিজাম ভীত হইয়া ইঙ্গবেজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন কবেন।

নিজাম ইঙ্গরেজদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেও হায়দর কিছুমাত্র ভয়োৎসাহ হইলেন না। তাহাব সাহস ও পরাক্রম বাড়িয়া উঠিল। অকুতোভয়ে, বিপুল উৎসাহসহকারে তিনি ইঙ্গবেজ-সৈন্য আক্রমণ কবিত্তে লাগিলেন। অনেক স্থানে তাহাব জয়লাভ হইতে লাগিল। ১৭৬৯ অব্দের মার্চ মাসে

হায়দর কৌশলক্রমে কর্ণেল স্মিথকে বহুদূরে লইয়া গিয়া একদল তেজস্বী অশ্বাবোহী সৈন্তেব সহিত সহসা ফোর্ট সেন্ট জর্জ হুর্গেব সম্মুখে আসিলেন । মাদ্রাজেব ইঙ্গবেজেরা তখন প্রাণ-ভয়ে হায়দরের প্রস্তাবিত নিয়মে সন্ধি স্থাপন কবিতে সম্মত হইলেন ।

হায়দর আলীর সহিত সন্ধি, ১৭৬৯ ।—এই সন্ধিতে স্থিৰ হইল যে, উভয়পক্ষ উভয়েব যে সমস্ত স্থান অধিকার কবিয়াছেন, তৎসমুদয় উভয়কে প্রত্যর্পণ কবিবেন । অধিকন্তু এক পক্ষ কোন রূপে বিপদগ্রস্ত হইলে অপব পক্ষ সেই বিপদ নিবারণে যত্নশীল হইবেন ।

হায়দরের মহারাষ্ট্র-রাজ্য আক্রমণ, ১৭৭০ ।—ইহাব পব হায়দর আলী মহারাষ্ট্র-রাজ্য আক্রমণ কবেন । পেশবা মধুবাও যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্য সৈন্ত একত্র কবিয়া, আক্রমণ-কাবীকে বাধা দিতে উদ্যত হন । হায়দর যুদ্ধে পবাজিত হইয়া রাজধানী শ্রীবঙ্গপট্টনে আগমন পূর্বক পূর্বকৃত সন্ধিব নিয়ম অনুসাবে ইঙ্গবেজদিগেব নিকট সাহায্য প্রার্থনা কবেন । এই সময়ে ইঙ্গলণ্ডেব কর্তৃপক্ষেব আদেশে শ্রাব জন্ লিওনে মাদ্রাজেব কার্য্য সুব্যবস্থিত কবিবার জন্ত আসিয়াছিলেন । তিনি হায়দরকে পবিত্যাগ কবিয়া, মৰ্হাট্টাদিগেব সহিত সন্ধি স্থাপন কবিতে মাদ্রাজ গবৰ্ণমেণ্টকে অনুবোধ কবিলেন । সুতবাং হায়দর ইঙ্গরেজদিগেব নিকট কোনরূপ সাহায্য পাইলেন না । তিনি ইহাতে যার-পর-নাই বিবক্ত হইয়া, নগদ ৩৬ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ১৪ লক্ষ টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, মৰ্হাট্টাদিগেব সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন । কিন্তু ইঙ্গ-

বেঙ্গদিগেব এই বিশ্বাসঘাতকা তাঁহাব হৃদয়ে জাগরুক বহিল ।  
হায়দব কোরাণ স্পর্শ পূর্বক শপথ কবিলেন যে, তিনিযে কোন  
উপায়ে হউক, ইঙ্গবেঙ্গদিগকে ভাবতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিতে  
যথাশক্তি চেষ্টা কবিবেন ।

## পঞ্চম অধ্যায় ।

ওয়াবেণ হেষ্টিংস, ১৭৭২-১৭৮৫ ।

হেষ্টিংসেব পূর্ব বিবরণ । -- ১৭৩২ অব্দে ওয়াবেণ  
হেষ্টিংসেব জন্ম হয় । সুতরাং হেষ্টিংস ক্লাইব অপেক্ষা সাত বৎস-  
বেব ছোট । যাহা হউক, অধ্যয়নে হেষ্টিংসেব বিশেষ অনুবাগ  
ছিল । দশ বৎসব বয়সে তিনি ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টর বিদ্যালয়ে প্রবেশ  
কবেন । এই থানে, ইশাইজা টম্পে এবং পসিদ্ধ কবি উইলিয়ম  
কাউপব তাঁহাব সহাধ্যায়ী ছিলেন । হেষ্টিংস্ ক্লাইবেব ছাত্র  
ধর্ম্ম-মন্দিবেব উচ্চ চূড়ান বসিবা থাকিতেন না, কিংবা ছবস্ত  
বানকদিগকে একত্র কবিবা, নানাস্থানে উৎপাত কবিতেন না ।  
তিনি চৌদ্দ বৎসব বয়সে পরীক্ষায় বিশেষ পাবদর্শিতাব পরিচয়  
দেন । ১৭৫০ অব্দে আঠার বৎসর বয়সে হেষ্টিংস্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া  
কোম্পানিব একজন বেরাণী হইবা কলিকাতায় পদার্পণ করেন ।  
পলাশীৰ যুদ্ধেব পব, তিনি মুর্ষিদাবাদে যাইয়া মীবজ্ঞাকরের দর-  
বাৰে কোম্পানিব এজেন্ট হন । ১৭৬১ অব্দে কলিকাতা  
কৌন্সিলের মেম্ববেব কার্য্য-ভাব তাঁহাব হস্তে সমর্পিত হয় ।  
ইহার তিন বৎসর পবে হেষ্টিংস স্বদেশে গমন করেন । তথায়  
প্রায় ৭ বৎসর থাকিয়া, ১৭৬৯ অব্দে মাদ্রাজ কৌন্সিলের মেম্বর

হইয়া আবার ভারতবর্ষে আইসেন । ১৭৭২ অব্দে হেষ্টিংস বাঙ্গালাব শাসন-কর্ত্তাব পদে অধিষ্ঠিত হন ।

বাঙ্গালার অবস্থা ।—ক্লাইব ইঙ্গবেজ কোম্পানিব নামে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যাব দেওয়ানী গ্রহণ কবিলেও বাজস্ব সংগ্রহ বা শাসন-কার্য্যের ভাব আপনাদেব হাতে আনেন নাই । বাঙ্গালা ও বিহারেব নায়েব দেওয়ানেবা ঐ সকল কায নবাবেব নামে সম্পন্ন কবিতেন । স্মৃতবাং কোম্পানি প্রকৃত-প্রস্তাবে দেওয়ান হইলেও প্রথম প্রথম শাসন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই । ক্লাইব এই দ্বিবিধ শাসন-প্রণালীব সৃষ্টি-কর্ত্তা । শেষে এই শাসন-প্রণালীতে অনেক গোলযোগ ঘটিতে লাগিল । ক্লাইব স্বদেশে চলিয়া গেলে এতদেশ এক প্রকাব অবাজক হইয়া পড়িয়াছিল । চোব ডাকাইতেবা নানাস্থানে উৎপাত কবিয়া বেড়াইত । যাহাব কিছুমাত্র ক্ষমতা ছিল, সেই পবেব উপর আপনাব প্রাধান্ত স্থাপন কবিত । বাজা যে, যথানিষমে রাজ-কার্য্য নির্বাহ কবিতেছেন, ইহা তখন প্রজাদিগেব মনে ছিল না । ইঙ্গবেজ কর্ম্মচাবীবা পূর্বেব জায় উৎকোচ গ্রহণ কবিতেন । ভারতবর্ষীয় কর্ম্মচাবীবা আত্মীয় স্বজনের মনস্তৃষ্টি সাধনার্থ অনেক ভূমি নিষ্কব কবিয়া দিতেন । এতদ্দ্বাবা রাজ-স্বের অনেক ক্ষতি হইতে থাকে । আবার ছিফাত্তরেব মনস্তবে দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকেব মৃত্যু হয় । শাসনসংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা কিছুতেই ঐ ভয়ঙ্কর অন্ন-কষ্ট নিবাবণ কবিতে পারেন নাই । এই সকল কারণে রাজস্বের অতিশয় ক্ষতি হয় এবং দেশের যাব-পর-নাই হ্রবস্থা ঘটে । এইরূপ হ্রবস্থার সময় ওয়ারেন হেষ্টিংস শাসন-কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন ।

মহম্মদ রেজা খাঁ এবং রাজা সেতাব রায়ের পদচ্যুতি ।—পূর্বে বলা হইয়াছে, মহম্মদ বেজা খাঁ বঙ্গালায় এবং রাজা সেতাব বায় বিহাবেব নায়েব দেওয়ান ছিলেন । বাজ-শের অনেক ক্ষতি হওয়াতে হেস্টিংস ইহাদের উপর সন্দেহ কবিয়া উভয়কেই কলিকাতায় আনিয়া একপ্রকার বন্দীভাবে রাখিলেন । নায়ের দেওয়ানের পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল । মহাৰাজ নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস বঙ্গালায় নবাবের দেওয়ান এবং মণিবগম অগ্রাপ্তবয়স্ক নবাবের বক্ষসিত্রী হইলেন । এই অবধি আবার মহাৰাজ নন্দকুমারের প্রভুত্ব বাড়িল । তাঁহার লোক প্রধান প্রধান বাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন । হেস্টিংস পূর্বাধি নন্দকুমারের একান্ত বিবোবী ছিলেন । এখন তিনি নন্দকুমার এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনদের প্রতি এইরূপ মৌজুল প্রদর্শন কবাত সকলেই বিস্মিত হইলেন । হেস্টিংস এই সময় মহাৰাজ নন্দকুমারের সম্বন্ধে স্পষ্টাধারে কহিয়াছিলেন, “নন্দকুমার যখন মীবজাফের কামচাৰী ছিলেন, তখন তিনি ইঙ্গবেজদিগের বিরুদ্ধে কোন কোন কার্য্য করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপনাব প্রভুৰ মন্দ কবেন নাই । এখন তিনি ইঙ্গবেজদিগের ওজা হইলেন, সুতরাং এখন ইঙ্গবেজদিগের প্রতিও সেইরূপ প্রভুভক্তি দেখাইবেন ।” হেস্টিংসের এই কথায় মহাৰাজ নন্দকুমারের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির পবিচয় পাওয়া যাইতেছে ।

মহম্মদ বেজা খাঁ ও সেতাব বায় বহুদিন বন্দীভাবে থাকিয়া, শেষে অনেক কষ্টে অব্যাহতি পাইলেন ।

রাজস্ব-ঘটিত বন্দোবস্ত, ১৭৭২ ।—ইঙ্গবেজ কোম্পানি

১৭৭২ অঙ্গে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-ভাব স্বহস্তে গ্রহণপূর্বক বাজস্বের সুবন্দোবস্ত কবিত্তে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে হেষ্টিংস শাসন-কার্য্য সুশৃঙ্খল কবিবাব জন্ত কতিপা নিয়ম প্রণয়ন কবেন। এই নিয়ম অমুসাৰে—

(১) বাঙ্গালা প্রদেশ, চব্বিশ পরগণা, মুর্ষিদাবাদ, নদিয়া, যশোহর, বর্দমান, বীবভূম, মেদিনীপুর, বাঙ্গসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, পূর্ণীয়া, ঢাকা, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম, এই চৌদ্দ জেলায়, আর বিহার প্রদেশ বামগড়, শাহাবাদ, সাবণ ও ত্রিহত, এই চারি জেলায় বিভক্ত হইল।

(২) প্রত্যেক জেলায় এক এক জন ইঙ্গবেজ কর্মচারী বাজস্ব-সংগ্রহের ভাব গ্রহণ কবিলেন। ইহাদেব বাজকীয় উপাধি “কলেক্টর” হইল।

(৩) ধনাগার ও অন্যান্য কার্যালয় মুর্ষিদাবাদ হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আসিল।

(৪) প্রতি জেলায় এক একটি দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপিত হইল। কলেক্টরগণ দেওয়ানী আদালতের বিচার-ভাব পাইলেন। ফৌদারী আদালতের বিচার-ভাব কাজী ও মুফতীর হস্তে সমর্পিত হইল।

(৫) আপীল শুনাবার নিমিত্ত সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত্ নামক দুইটি প্রধান বিচাৰালয় প্রতিষ্ঠিত হইল\*। গবর্নর ও কোমিসিলের মেম্বরগণ সদর দেওয়ানী আদালতের কর্তৃত্ব গ্রহণ কবিলেন।

\* এই উভয় আদালতই প্রথমে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষে কেবল সদর নিজামত আদালত মুর্ষিদাবাদে উঠিয়া যায়। সুসলমান বিচারকগণ এই আদালতের বিচার-কার্য্য নির্বাহ করিতেন।



অন্ত প্রতিজ্ঞে লাব “কৌজদার” নামক এক একজন কৰ্মচারী নিযুক্ত হইলেন ।

এইরূপে হেষ্টিংস বাজকীয় কার্য্য-প্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন । কিন্তু ইহাতেও অত্যাচার-স্রোত শীঘ্র শীঘ্র নিকর হইয়া নাহি । কলেক্টরগণ অতিবিক্রম হাবে কর গ্রহণ কবিত্তে আবদ্ধ করেন । তাঁহাবা এতদ্দেশেব মোকদমা কিছুমাত্র বুঝিতেন না । তাঁহা দেব অধীনস্থ কৰ্ম্মচারিগণ যাহা ইচ্ছা কবিতেন, তাহাই হইত । ইহাতে সকল সময় সুবিচার হইত না । অনেক সময়ে কৰ্ম্মচারীরা উৎকোচ গ্রহণ কবিত্তা, অত্যাচারেব পথ প্রশস্ত কবিত্তা দিতেন । সুভিক্ষেব উপব এইরূপ অত্যাচার হওয়াতে প্রজাবা একবাবে অবসন্ন হইয়া পড়ে । ফলে ইঙ্গবেজ শাসনেব প্রথম অবস্থায় প্রজাসাধাবন বাব-পব-নাই উৎপীড়িত হইয়াছিল । মূললমান নবাবদিগেব শাসন-সময়েও দেশ এইরূপ অত্যাচার হব নাই ।

কোম্পানিৰ আয় বৃদ্ধি ।—বাজব-ঘটিত শৃঙ্খলাব সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিংস অত্যাচার উপায়ে কোম্পানিৰ আয় বৃদ্ধি কবিত্তা চেষ্টা কবেন । তাঁহাব চেষ্টা অনেকাংশে সফল হব । বাঙ্গালাব নবাবকে বে বাৰ্ষিক বৃত্তি দেওয়া হইত, হেষ্টিংস তাহা কমাইয়া অৰ্দ্ধেক কবেন । ইহাতে প্রায় ১৬,০০,০০০ টাকা বাঁচিয়া যায় । লর্ড ক্লাইব কোবা ও এলাহাবাদ প্রদেশ সম্রাট্ শাহ আলমকে দিয়াছিলেন, কিন্তু সম্রাট এখন সবজাটাদেব একান্ত আশ্রিত হইয়া, তাহাদেব ইচ্ছানুসাবে কব কবাত্তে হেষ্টিংস উক্ত দুই প্রদেশ সম্রাটেব নিকট হইতে কাড়িয়া লইবা, আদাব অযোধ্যাব নবাবেব নিকট বিক্রব কবেন । ইহাতে কোম্পানিৰ ৫০ লক্ষ টাকা লাভ হব । এতদ্ব্যতীত দিল্লীৰ সম্রাটকে বাৰ্ষিক বে ২৬

লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত, হেষ্টিংস তাহাও বন্ধ করিয়া দেন। এই সকল কার্য্য কবিয়া, হেষ্টিংস কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপনাব স্বনীতির পরিচয় দিতে পারেন নাই।

রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ, ১৭৭৩-১৭৭৫।—  
সম্রাট আওবঙ্গজেবেব মৃত্যুর পূর্বে যখন বাজামধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়, তখন অনোধ্যাব নিকটবর্তী বোহিল-  
থণ্ডেব অধিবাসীরা স্বাধীনতা অবলম্বন কবে। বোহিলাবা সুলতান, সুগঠিত ও বলবীৰ্য্যশালী। ইহাৰা সাহসে ও বীৰ্য্যে এক সময়ে ইতিহাসে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ কবিয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন-সময়ে যখন পঞ্জাব হইতে কুমাবিকা পর্য্যন্ত সৰ্ব্বত্র অবাধকতা উপস্থিত হয়, তখন তেজস্বী আফগান ভূপতিব শাসনাধীনে রোহিলথণ্ডেব কোন রূপ হুবহু নাহি। তখনও বোহিলথণ্ডেব সুখ, শান্তি ও শস্যসম্পত্তিতে শ্রীমগ্ন ছিল। অনোধ্যাব নবাব সুজাউদ্দৌলা এই সমৃদ্ধিপূর্ণ ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার কবিত্তে উৎসুক হন। বোহিলাবা দীর্ঘ কাল হইতে আপনাদের স্বাধীনতা বক্ষা কবিয়া আসিতেছিল, এই স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ কবিত্তে সুজাউদ্দৌলাব কোনও অধিকার ছিল না। কিন্তু সুজাউদ্দৌলা স্বেচ্ছা উপদেশ গুলিলেন না। তিনি ইঙ্গবেজদিগের সাহায্যে বোহিলথণ্ডেব আধিপত্য স্থাপন কবিত্তে যত্নশীল হইলেন। ১৭৭৩ অব্দে বারাণসীতে হেষ্টিংসের সহিত নবাবের সাক্ষাৎ হইল। হেষ্টিংস নবাবের সাহায্যার্থ এক দল সৈন্য পাঠাইতে সম্মত হইলেন, নবাবও ঐ সৈন্যের সমুদয় ব্যয় নির্বাহ কবিয়া, ইঙ্গবেজ কোম্পানিকে

৪০ লক্ষ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন । যখন লর্ড ক্লাইব অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি বন্ধন করবেন, তখন নবাব ক্লাইবকে ১০ লক্ষ টাকা উপহাৰ দিতে প্রস্তুত ছিলেন । কিন্তু ক্লাইব ঐ দান গ্রহণ করবেন নাই । ক্লাইব যে ১০ লক্ষ টাকা লইতে অঙ্গীকার কবিত্যাছিলেন, হেস্টিংস অসঙ্কুচিতচিত্তে নবাবের নিকট হইতে সেই ১০ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া, নিবপবাধ বোহিলাদিগের সৰ্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইলেন ।

১৭৭৪ অব্দে ইঙ্গবেজদিগের সৈন্ত বোহিলখণ্ডে উপস্থিত হইল । বোহিলাবা এই বিপদ হইতে আপনাদিগকে বক্ষা কবিত্তে অনেক চেষ্টা কবিল, অনেক অর্থ দিতে স্বীকৃত হইল । কিন্তু তাহাদের এইকপ অনুন্নয় বিনয়ে, এইকক্ষ কাতরতা প্রকাশে কোন ফল হইল না । বোহিলাবা অবশেষে আপনাদের স্বাধীনতাব জন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইল । কিন্তু যুদ্ধে তাহারা জয়ী হইতে পারিল না । তাহাদের অনেক সৈন্ত নষ্ট হইল, তাহাদের অধক্ষ হাফেজ বহমৎ বগত্বে প্রাণত্যাগ কবিলেন । যুদ্ধের সময় অযোধ্যাব নবাব দূবে ছিলেন, এখন রোহিলাদিগকে পরাজিত দেখিয়া, তিনি রোহিলখণ্ডে আসিয়া অশ্রুতপূৰ্ব দৌরাত্ম্য আবস্ত কবিলেন । সমস্ত জনপদে অবাধে নব-শোণিত-শ্রোত বহিতে লাগিল, অবাধে সম্পত্তি বিলুপ্তিত হইতে লাগিল । এক লক্ষেরও অধিক লোক আপনাদের গৃহ ছাড়িয়া জঙ্গলে পলায়ন করিল । এই ভয়ঙ্কর সময়ে কিছুতেই রোহিলাদিগের অব্যাহতি লাভ হইল না । তাহাদের বাগিজ্যা, তাহাদের শস্ত-সম্পত্তি তাহাদের অর্থ, সমস্তই উৎসন্ন হইয়া গেল । হেস্টিংস ৪০ লক্ষ টাকার জন্ত এই অশ্রুতপূৰ্ব অত্যাচারেব কাহিনী নীরবে ধীর-

ভাবে গুনিলেন, অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্ত কোন রূপ চেষ্টা কবিলেন না। দুবস্ত শত্রুর আক্রমণে ভারতবর্ষের একটি সুন্দর জনপদ এইরূপে সৌন্দর্য্য-হ্রষ্ট হইল, আর এই সুন্দর জনপদের স্ত্রী ও সুগঠিত অধিবাসীরা নিবন ও নিপীড়িত হইয়া, কষ্টের একশেষ ভুগিতে লাগিল।

শাসন-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপত্র, ১৭৭৩।—কোম্পানির কার্য্য-বিশৃঙ্খলার সংবাদ বিলাতে পৌঁছিল। বিলাতেব অনেকে এজন্ত যাবপবনাই বিবক্ত হইয়া উঠিলেন। পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে লাগিল। এপর্য্যন্ত কোম্পানির অধ্যক্ষেরা ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য নির্বাহ কবিয়া আসিতেছিলেন। এখন পার্লিয়ামেন্ট ভারতবর্ষের কোন কোন কার্য্য আপনাদের হস্তে রাখিতে ইচ্ছা কবিয়া, একটি ব্যবস্থা-পত্র প্রণয়ন কবিলেন। এই ব্যবস্থা অল্পসামান্য হিচ হইল যে,—

(১) কলিকাতা গবর্ণর “গবর্ণর জেনেবল” নামে উক্ত হইবেন, তাঁহার সহকাযিতাব জন্ত একটি কোন্সিল অর্থাৎ মন্ত্রিসভা সংগঠিত হইবে। মন্ত্রিসভায় চারি জন সভ্য থাকিবেন। গবর্ণর জেনেবলগণ বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বেতনে পার্লিয়ামেন্ট কর্তৃক নিয়োজিত হইবেন। বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ইঙ্গবেজাদিকৃত স্থানসমূহে সকোন্সিল গবর্ণর জেনেবলের কর্তৃত্ব থাকিবে।

(২) গবর্ণর জেনেবল মন্ত্রিসভার সাহায্যে শাসন কার্য্যের শৃঙ্খলা বিধান জন্ত আইন প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

(৩) কলিকাতায় “সুপ্রীম কোর্ট” নামক একটি বিচারালয়

স্থাপিত হইবে। এই বিচারালয়ে একজন প্রধান বিচারপতি এবং তিন জন অধস্তন বিচারপতি থাকিবেন। ইহাদেব নিয়োগ সম্বন্ধে কোম্পানির কোন ক্ষমতা থাকিবে না।

.(৪) কোম্পানির ভাবতবর্ষ-সংক্রান্ত কার্য্য সময়ে সময়ে ইঙ্গলণ্ডেব বাজমন্ত্রীৰ গোচৰ কৰিতে হইবে।

হেষ্টিংসেৰ ক্ষমতা ও কার্য্য-দক্ষতাৰ উপৰ কোম্পানির অধ্যক্ষদিগের আস্থা ছিল। স্মৃতবাং হেষ্টিংস ঐ অভিনব ব্যবস্থা অনুসারে ভাবতবর্ষেৰ গবৰ্ণর জেনেৰল হইলেন। বাৰওয়েল, জেনেৰল ক্লেবাৰিংমেজৰ মনসন এবং কিৰিপ্ ফ্রান্সিস, এই চাৰি জন মন্ত্রী-সভাৰ সভ্যৰ পদ গ্রহণ কৰিলেন। আৰ হেষ্টিংসেৰ সহাধ্যায়ী স্তাব ইলাইজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টেৰ প্রধান বিচারপতিৰ পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মন্ত্রী-সভাৰ সভ্যদিগেৰ মধ্যে বাৰওয়েল সাংঘেৰ পূৰ্ণাধিকার আদেশে থাকিযা, কোম্পানির কার্য্য কৰিতেছিলেন। অবশিষ্ট তিনজন ইঙ্গলণ্ড হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন।

মন্ত্রী-সভার অভিনব সভ্যদিগের সহিত হেষ্টিংসেৰ বিবাদ, ১৭৭৪-১৭৭৫।—অভিনব কোম্পানিৰে উক্ত তিন জন মেম্বৰ ১৭৭৪ অব্দে কলিকাতায় পদার্পণ কৰেন। ইহাৰা হেষ্টিংসেৰ ঘোবতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইহাদেব ধাবণা ছিল, হেষ্টিংস সাতিশয অত্যাচাৰী শাসনকর্তা, স্মৃতবাং সকল সময়ে হেষ্টিংসকে অপদস্থ কৰিতেই ইহাৰা কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। ইহাৰা কোম্পানিৰেৰ সভ্যৰ পদ গ্রহণ কৰিযাই, বোহিলাদিগেৰ সহিত যুদ্ধেৰ কথা তুলিযা, হেষ্টিংসেৰ উপৰ দোষারোপ কৰিতে লাগিলেন। হেষ্টিংস মিডল্টন নামক কোম্পানির এক জন

কৰ্মচাৰীকে অযোধ্যাৰ নবাবৰ দৰবাৰে এজেন্ট স্বৰূপ বাখিয়া-  
ছিলেন, নূতন মেম্বৰেবা তাঁহাকে লক্ষী হইতে কলিকাতায়  
আনিয়া, তৎপদে ব্ৰিষ্টো নামক এক জন সাহেবকে নিযুক্ত কৰি-  
লেন। অযোধ্যাৰ নবাবৰ সহিত যে বন্দোবস্ত হইবাছিল,  
মেম্বৰেবা সে বন্দোবস্ত পৰিত্যাগ কৰিয়া অভিনব বন্দোবস্তেৰ  
প্ৰস্তাব কৰিলেন। ক্ৰেবাৰিং, মন্ডনু এবং ফাৰ্মিস, তিন জনেই  
এক পক্ষে ছিলেন, স্মৃতবাং মল্লি-সভায় তাঁহাদেবই জয়লাভ  
হইল। অভিনব বন্দোবস্ত অনুসাবে একদল নৈমিত্ত নবাবৰ বাজো  
বাধা হইল, আৰ নবাব কোম্পানিকে বাবাণসী প্ৰদেশ দিতে  
বাধ্য হইলেন। এইকপে হেষ্টিংস অভিনব মেম্বৰদিগেৰ নিকট  
অপদস্থ হইতে লাগিলেন। ইহাৰ উপৰ আৰ একজন ক্ষমতা-  
শালী লোক হেষ্টিংসৰ বিৰুদ্ধে সমুথিত হইলেন।

নন্দকুমাৰেৰ ফাঁসি, ১৭৭৫।—মহাবাজ নন্দকুমাৰ  
ৰায় কোম্পিলেৰ নূতন মেম্বৰদিগেৰ পক্ষে বাইয়া, হেষ্টিংস যে  
সমস্ত উৎকোচ লইবাছিলেন, তৎসমুদয় প্ৰকাশ কৰিয়া দিতে  
লাগিলেন। ইহাতে কোম্পিলে বড় গণ্ডগোল বাধিল। হেষ্টিংস  
বড় বিপদে পড়িলেন। মহাবাজ নন্দকুমাৰ যেমন সম্ভ্ৰান্ত,  
তেমনি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। হেষ্টিংস এই ক্ষমতাপন্ন শত্ৰু হস্ত  
হইতে অব্যাহতি লাভেৰ উপায় দেখিতে লাগিলেন। কমল  
উদ্দীন খাঁ নামক এক ব্যক্তি হেষ্টিংসেৰ অনুগ্ৰহে ও অনুকম্পায়  
অনেক অর্থ সংগ্ৰহ কৰিয়াছিল। শেষে বনিবনাও না হও-  
যাতে এব্যক্তি নন্দকুমাৰেৰ পক্ষ পৰিত্যাগ কৰে। হেষ্টিংসেৰ  
প্ৰবোচনায় কমল উদ্দীন নন্দকুমাৰেৰ নামে হেষ্টিংসেৰ বিৰুদ্ধে  
চক্ৰান্ত কৰাৰ অভিযোগ উপস্থিত কৰিল। কিন্তু ইহাতে কোন

ফল হইল না। নন্দকুমার স্প্রীম কোর্টে নির্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। অবশেষে মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি হেস্টিংসের মনস্তত্ত্ব সাধন জন্য নন্দকুমারের উপর জাল করণের দোষাবোপ কবিতা, মোকদ্দমা উপস্থিত করিল \*। নন্দকুমার স্প্রীম কোর্টে আনীত হইলেন। এই ধানে প্রধান বিচারপতি জাভ ইলাইজা ইম্পে এবং ইন্সবেজ ও ফিরিঙ্গী জুবোদিগের সমক্ষে তাঁহার বিচার হইতে লাগিল। জুবীবা নন্দকুমারকে অপরাধী স্থির কবিলেন, প্রধান বিচারপতি

\* ১৭৬৯ অব্দে বলাকী দাস গের্ট নামক একজন প্রসিদ্ধ বণিকের পর-  
লোক প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর পূর্বে বাবু পবিত্রাবসর্গের বক্ষণাবেক্ষণের  
ভাব পন্নমোহন দাস নামক একজন সাত্ত্বীর উপর সমর্পণ। কবিতা মহারাজ  
নন্দকুমারকে কহেন যে, মহারাজ যেন তাঁহার অবর্তমানে তদীয় স্ত্রী কন্যাগণের  
তত্ত্বাবধান করেন। বলাকী একখানি উইল কবিতা যান। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র  
গঙ্গাবিক্র ও হিন্দুলাল এই উইলের ট্রাস্টী বা তত্ত্বাবধক হন। কোম্পানির  
নিকট বলাকীর প্রায় দুই লাখ টাকা প'ওনা ছিল। বলাকীর মৃত্যুর প্রায়  
ছয় মাস পরে নন্দকুমারের সহায়তায় এই টাকাগুলি আনা হয়। এজন্য  
তাঁহার পত্নী কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ নন্দকুমারের সম্বন্ধে তাঁহার মৃত স্বামীর  
সমস্ত দেনা পাওনা অগ্রাধিকার বণিতে উচ্চা করেন। নন্দকুমার, বলাকী  
তাঁহার নিকট নগদে ও অলঙ্কারাদিতে যে টাকা ধারিতেন, তাহার কয়েক  
খানি তমস্ক উপস্থিত করেন। পন্নমোহন ও গঙ্গাবিক্র এই তমস্কগুলি  
ফিরিঙ্গীরা লইয়া তৎপরিবর্তে দেনা শোধ করিয়া যেন। এইগুলির এক  
খানি, বলাকী অলঙ্কারাদি লইয়া, লিপিয়া দিরা ছিলেন। শেষে এই অল-  
ঙ্কারের খতখানি জাল বলিয়া উল্লিখিত হয়। গঙ্গাবিক্রের মোক্তার মোহন  
প্রসাদ এই জাল মোকদ্দমা উপস্থিত করে। পন্নমোহন দাস যতদিন  
জীবিত ছিলেন, ততদিন এসম্বন্ধে কোন কথা উঠে নাই। তাঁহার মৃত্যুর  
পর অর্থাৎ টাকা দেওয়ার ৪ বৎসর পরে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। তমস্ক  
খানি প্রকৃত পক্ষে জাল হইলে টাকা দেওয়ার পরে অবশ্যই বলাকীর  
পক্ষীয় লোকদিগের সম্মুখে হইত। বস্তুতঃ তমস্ক খানি জাল নয়।  
কেবল হেস্টিংসের চক্রান্তে এই মোকদ্দমা ঘটয়াছিল।

অপবাসী প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। মহাবাজ নন্দ-  
কুমার ইহাতে কিছুমাত্র অবসন্ন হইলেন না, তাঁহার সাহস  
ও স্থিৰতা পূৰ্বেই স্থায় অবিচলিত বহিল। তিনি অকুতোভয়ে  
অবিচলিত সাহস সহকাৰে পাকীতে চড়িয়া, ফাঁসি-স্থলে উপনীত  
হইলেন। বাঙ্গালার অনেক ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোক এই স্থলে  
উপস্থিত ছিলেন। ইঙ্গবেজেবা যে, দেশেই প্রভূত সম্পত্তিশালী  
ও প্রভূত সম্মানাস্পদ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ হরণ করিবে, অকাবাণ  
একহত্যা-পাতকে লিপ্ত হইবে, ইহা তাঁহারা প্রথমে বুঝিতে  
পাৰেন নাই। শেষে মহাবাজের দেহ যখন ফাঁসি-কাষ্ঠে লম্বমান  
হইল, তখন সকলের গদগদ কঁপিয়া উঠিল, সকলেই গভীর  
আতঙ্কে অভিভূত হইলেন। অনেকে পবিত্র ভাগীরথীতে অব-  
গাহন করিয়া, বিবলচিত্তে গৃহে ফিৰিয়া গেলেন। এইকালে ১৭৭৫  
অব্দে ৭০ বৎসর বয়সে মহাবাজ নন্দকুমারের প্রাণ-বাণ অব-  
সান হইল। স্ত্রী ইলাইজাহাম্প এইকালে আপনাব পূৰ্ব্বতন  
সহাধারী ও পবন বন্ধু হেষ্টিংসের উদ্বেগ দূৰ করিলেন। লর্ড ক্লাইব  
ওয়াট্‌সনের নাম জাল করিয়া, হতভাগ্য উমীচাঁদকে প্রতারিত  
করিলেও সম্মানেব সহিত উচ্চতর পদে অধিবাসিত হইয়াছিলেন।  
আর হতভাগ্য নন্দকুমার জালকরণ-অপবাদের ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ-  
ত্যাগ করিলেন। জাল করিলে যে, প্রাণদণ্ড হয়, তৎকালে এমন  
কোন আইন এদেশে প্রচলিত ছিল না। নন্দকুমারও প্রকৃতি-  
পক্ষে দোষী ছিলেন না। হেষ্টিংস্‌ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে  
জালকরণেব মোকদ্দমা উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রধান  
বিচারপতি হেষ্টিংসকে উপস্থিত দায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য  
অকারণে নরহত্যার আদেশ দিয়াছিলেন।



এই ঘটনার পব, কেহই আব হেস্টিংসেব বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন কবিতৈ সাহসী হয় নাই । ফ্রান্সিস প্রভৃতি মেম্ববেবা এই ভয়ঙ্কব কাণ্ডে স্তম্ভিত হইযাছিলেন, তাঁহাবা প্রতি দৃষ্টীকে সহসা অপদস্থ কবিতৈ পাবিলেন না ।

মরহাট্টাদিগের সহিত প্রথম যুদ্ধ, ১৭৭৫-১৭৮২ ।—

১৭৭২ অব্দে পেশবা মধুবাওব মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা নাবায়ণ বাও পেশবাব পদ গ্রহণ কবেন । কিন্তু নাবায়ণেব পিতৃব্য রাঘবজী ভ্রাতপ্পুত্রকে নিহত কবিযা, স্বয়ং পেশবা হইলে নানা-ফণাবিস ও শকবাম বাপ্পু নামক দুই জন বিচক্ষণ বাজ-কৰ্মচাবী নাবায়ণেব নবজাত শিশুকে দ্বিতীয় মধুবাও নাম দিযা, পেশবাব পদে অভিষিক্ত কবেন এবং আপনাবা তাঁহাব অভিভাবক স্বরূপ হইযা, বাজ-কার্য্য নিৰ্ব্বাহ কবিতৈ প্রবৃত্ত হন । বাঘবজী এইরূপে সিংহাসন হইতে অপসাবিত হইযা, বোম্বাইস্থিত ইষ্টবেঞ্জ কৰ্মচাবিগণেব শরণাগত হন । ১৭৭৫ অব্দেব ৬ই মার্চ সুরটে ইষ্টবেজদিগের সহিত বাঘবেব এই সন্ধি হয় যে, বাঘব বাণিজ্য কবিবাব জন্ত ইষ্টবেজদিগকে সালসিদ্ধি ও বাসেন নামক দুইটি স্থান এবং বোম্বাই গবৰ্ণমেণ্টকে বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকা দিবেন । ইষ্টবেজেবা রাঘবেব সাহায্য কবিবেন ! এই সন্ধি অনুসারে রাঘবেব সাহায্যার্থ কর্ণেল কিটিঙ্গেব অধীনে এক দল সৈন্ত প্রেরিত হইল । কিটিঙ্গ ববদাব নিকটবর্তী আবস্ নামক স্থানে যুদ্ধে জয়ী হইলেন । মরহাট্টাবা কামান ফেলিয়া নৰ্মদাব অপর পারে পলায়ন কবিল । এদিকে কলিকাতা কৌন্সিলেব অনভিমতে এই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়াতে গবৰ্ণৰ জেনেরল ও কৌন্সিলেব মেম্ব-রেযা সাতিশয় বিরক্ত হইলেন । হেস্টিংস এই গোলযোগ শীঘ্র

শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিবার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ফ্রান্সিসের মত অন্তরূপ হইল। ফ্রান্সিস সুবটের সন্ধি একবারে বদ করিবার প্রস্তাব কবিলেন। ক্রেবাবিং ও মনুসন্ ফ্রান্সিসের পক্ষে থাকাতে কোন্সিলে ফ্রান্সিসের মত বজায় থাকিল। এই মতানুসারে ১৭৭৬ অব্দেব ১লা মার্চ পূবন্দব নামক স্থানে পূনাব দববারেব অপ্রাপ্তবয়স্ক দ্বিতীয় মধুবাওব অভিভাবকগণেব সহিত ইঙ্গরেজদিগেব নিম্নলিখিত নিয়মে সন্ধি স্থাপিত হইল :—

(১) ইঙ্গবেজেবা সালসিতি গ্রহণ কবিয়া যুদ্ধহল পবিত্যাগ কবিবেন। বাসেন মবহাট্টাদিগকে প্রত্যাৰ্পিত হইবে। অধিকন্তু ইঙ্গবেজেবা বাৰ্ষিক ১২ লক্ষ টাকা এবং ববোচেব উপস্বত্ব পাইবেন।

(২) ইঙ্গবেজেবা আব বাঘবজীব পক্ষ অবলম্বন কবিবেন না। রাঘব মবহাট্টাদিগেব নিকট হইতে বাৰ্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া গোদাবরীব অপব তীবস্থ প্রদেশে বাস কবিবেন।

কিন্তু ইহাতেও উপস্থিত গোলবোগেব অবসান হইল না। বিলাতেব ডিবেক্টব-সভা সুবটেব সন্ধিব অমুমোদন কবিয়া, পূবন্দব সন্ধি বদ করিবার আদেশ দিলেন। এই সময়ে কোন্সিলেব অন্ততম সভ্য জেনেবেল মন্সনেব মৃত্যু হইল। বাবওয়েল সাহেব হেষ্টিংসেব পক্ষে থাকাতে হেষ্টিংস কোন্সিলে আপনাব প্রাধান্ত রক্ষা কবিবার সুযোগ পাইয়া, সেনাপতি গডাৰ্ডকে মবহাট্টাদিগেব জনপদে পাঠাইয়া দিলেন। গডাৰ্ডেব পহছিবাব পূৰ্বেই বোম্বাই গবৰ্ণমেণ্ট বাঘবজীকে পেশাবাব গদি দিবার জন্ত একদল সৈন্ত পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ে সিদ্ধিয়া ও হোলকাব, উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক পেশাবার সাহায্য করিতেছিলেন।

মধুজী সিন্ধিয়াব অধীনে মবহাট্টাবা ইঙ্গবেজদিগেব সৈন্তদলকে বর্গম নামক স্থানে একপ বতিব্যস্ত কবিয়া তুলে যে, ইঙ্গবেজ সেনাপতি বাঘবজীকে পবিত্যাগ পূর্বক সমস্ত বিজিত জনপদ মরহাট্টাদিগকে প্রত্যর্পণ কবিতে স্বীকান কবিয়া, তাহাদের সহিত প্রীতি স্থাপন কবিতে বাধ্য হইলেন (১৭৭৯)। বর্গমে বোম্বাই গবর্ণমেন্টেব সৈন্ত এইরূপ নিগৃহীত হইলে সেনাপতি গডার্ড দক্ষিণাপথে প্রবেশ কবিয়া অহমদাবাদে হোলকার ও সিন্ধিয়াকে পবাজিত কবিলেন (১৭৭৯)। এদিকে মেজব পপ্‌হাম কর্তৃক সিন্ধিয়াব রাজধানী গোবালিয়ব অধিকৃত হইল (১৭৮০)। প্রথমে ইঙ্গবেজদিগেব এইরূপ জয়লাভ হটল বটে, কিন্তু শেষে সেনাপতি গডার্ড পুনা আক্রমণ কবিতে যাইয়া, হোলকারের সৈন্তকর্তৃক পবাজিত হইলেন। এই সময়ে হাযদবআলী আবাদ ইঙ্গবেজদিগেব বিকল্পে সমুখিত হইয়াছিলেন। এজন্ত ইঙ্গবেজেবা আব যুদ্ধ না কবিয়া, ১৭৮২ অব্দেব ১৭ই মে মালবাই নামক স্থানে মবহাট্টাদিগেব সহিত সন্ধি স্থাপন কবিলেন। এই সন্ধিতে স্থি বইল যে,—

(১) পুবন্দব সন্ধিব পন ইঙ্গবেজেবা মবহাট্টাদিগের যে সকল জনপদ অধিকার কবিয়াছেন, তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করিবেন।

(২) বাঘবজী শত্রুতা পবিত্যাগ পূর্বক মবহাট্টাদিগেব নিকট হইতে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি লইয়া আপনাব মনোনীত স্থানে বাস করিবেন।

মালবাইর সন্ধিতে বাঘবজী পেশবার পদ হইতে বঞ্চিত হইলেন। নানাকর্ণাবিস ও শকবাস বাপ্পু জয়ী হইয়া শাসন-কার্য্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন।

মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৭৮০-১৭৮৪।—

মহীশূরের অধিপতি হায়দর আলী ক্রমেই আপনার অধিকার বাড়াইতেছিলেন। তিনি কুর্গ অধিকার করেন। পেশবা নারায়ণ বাও নিহত হইলে যখন মবহাট্টাদিগের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন হায়দর, মবহাট্টাবা তাঁহাব যে সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল, তৎসমুদায়ই একে একে হস্তগত করেন। ১৭৭৯ অব্দে ইউবোপে ইঙ্গবেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইঙ্গবেজেবা ফরাসীদিগের পদিচেষ্টা ও মনোভাব উপকূলস্থিত মাহীনগর আক্রমণ করে। ইঙ্গবেজেবা সন্ধির নিয়ম প্রতিপালন না করিতে হায়দর তাহাদেব উপর জাত ক্রোধ ছিলেন, এবং ফরাসীদিগের পক্ষ অবলম্বন পূর্বক ইঙ্গবেজদিগের নির্যাতন করিবাব ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এক্ষণে ইঙ্গবেজদিগকে ফরাসীদিগের অধিকার আক্রমণ করিতে দেখিয়া, তাঁহাব ক্রোধ বদ্ধিত হইল। ইহাব পব ইঙ্গবেজ গবর্ণমেন্ট যখন মবহাট্টাদিগের সত্ৰিত যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন হায়দর, নিজাম, পেশবা, হোলকার, সিন্ধিয়া এবং নাগপুরেব বণ্ডুজী ভোঁসলাব সহিত মিলিয়া, ইঙ্গবেজদিগকে আক্রমণ করিবার পবামর্শ করেন। হেষ্টিংসেব মন্তব্যাবলি নিজাম এবং নাগপুরেব বাজা ইঙ্গবেজদিগের পক্ষে আসিলেন। কিন্তু হায়দর নিবস্ত হইলেন না, তিনি ১৭৮০ অব্দেব জুলাই মাসে ৮০ হাজাব সৈন্ত লইয়া, উদ্বেল সমুদ্রেব ত্রায কর্ণাটে প্রবেশ করিলেন। পলিলোব নামক স্থানে কর্ণেল বেলিব সত্ৰিত হায়দরেব যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে বেলিব সমস্ত সৈন্ত ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। বেলি হায়দরেব বন্দী হইলেন। হায়দর সমস্ত প্রদেশ উৎসন্ন করিয়া, ক্রমে মাদ্রা-

জের নিকটবর্তী হইলেন । হেষ্টিংস একবার সেনাপতি গডাৰ্ডকে মবহাট্টাদিগেব জনপদে পাঠাইয়া দক্ষিণাপথে ইঙ্গবেজদিগের প্রাধান্ত রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন আবাব বন্দিবাসের প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীৰ স্থাব আবাব কুটকে বহুসংখ্য সৈন্ত ও অৰ্থেব সহিত মাদ্ৰাজে পাঠাইবা দিলেন । কুট আসিয়া কডালুবেব নিকটবর্তী পোৰ্টনবতে এবং সেলিমগড়ে হায়দৰকে পবাজিত কবিলেন, ( ১৭৮১ ) ।

১৭৮২ অক্টেব ৬ই ডিসেম্ব ৮০ কংসব বয়সে হায়দৰ আলীব মৃত্যু হয় । তাহাব বিচক্ষণ মন্ত্ৰী পূৰ্ণিবা এই মৃত্যু-সংবাদ প্রথমে সৈন্তদিগেব সমক্ষে প্রকাশ কবেন নাই । যাবৎ হায়দৰেব পুত্ৰ টিপু সাহেব সৈন্তদিগেব অধ্যক্ষতা গ্রহণ না কবেন, তাবৎ পূৰ্ণিবা হায়দৰেব মৃত্যু সংবাদ গোপনে রাখিয়াছিলেন । যাহা হউক, টিপু অবিলম্বে মহীশূৰেব শাসনদণ্ড গ্রহণ কবিলেন । ১ লক্ষ শিক্ষিত সৈন্ত এখন তাহাব অধীন হইল । টিপু এই সৈন্ত লইয়া ইঙ্গবেজদিগেব মঙ্গলুবেব দুৰ্গ আক্ৰমণ কবেন । সাহসী সেনাপতি কৰ্ণেল কাম্বেল, ১,৮০০ জন সৈন্তেব সহিত ৯ মাসকাল আত্মবক্ষা কবিয়া পৰিশেষে আহাবীয় সামগ্ৰীৰ অভাবে আক্ৰমণকাবোৰ নিকট আত্ম-সমৰ্পণে বাধ্য হইলেন । টিপু যখন মঙ্গলুৰ দুৰ্গেব অববোধ-কাৰ্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ইঙ্গৰেজ সেনানী কৰ্ণেল ফুলফটন পইমশাট ও কোয়ম্বাটুৰ অধিকাৰ কবিয়া, মহীশূৰেব ৰাজধানী শ্ৰীবঙ্গপট্টন আক্ৰমণ কৰিতে উদ্যত হন । এই সময়ে মাদ্ৰাজ কোম্বিলেৰ প্ৰেসিডেণ্ট লৰ্ড মাকাৰ্টনে টিপুৰ সহিত সন্ধি স্থাপন কবেন । ১৭৮৪ অক্টে মঙ্গলুৰে সন্ধিপত্ৰ স্বাক্ষৰিত হয় । উভয় পক্ষ, যুদ্ধেৰ সমস্ত, উভয়

পক্ষে যে সকল স্থান অধিকার কবিয়াছিলেন, তাহা এই সন্ধি অনুসারে উভয়কে প্রত্যর্পণ কবেন।

প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের হস্ত হইতে হেষ্টিংসের নিকৃতি-লাভ ।—দক্ষিণপথে শান্তি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেষ্টিংসেব গৃহবিবাদেবও অবসান হইল। জেনেবল ক্লেবাৰিং গবৰ্ণৰ জেনেবলেব পদেব জন্ম নৃথা চেষ্টা কবিয়া, শেষে এই দেশেই লোকান্তৰিত হইলেন। আব কিলিপ ফ্রান্সিস্ প্রতিদ্বন্দ্বী হেষ্টিংসেব সহিত দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহত হইয়া, মিয়ম্ চিত্তে স্বদেশে ফিবিয়া গেলেন। স্মৃতবাং হেষ্টিংসেব প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ বহিল। হেষ্টিংস প্রতিদ্বন্দ্বী শূন্ত হইয়া, ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পৰিচালনা কৰিতে লাগিলেন।

বারাণসীৰ রাজা চৈতসিংহের নিকাশন এবং অযোধ্যার বেগমদিগেব অৰ্থাপহরণ ।—হেষ্টিংস এখন নিশ্চিন্ত হইয়া, অৰ্থ-সংগ্ৰহে মনোনিবেশ কবিলেন। অৰ্থ-সংগ্ৰহেব সময় তিনি গ্রায অগ্রায বিচাৰ কবিলেন না। অপবেব সৰ্বনাশ কবিয়াও বাজকোষ পূৰ্ণ কৰিতে স্থিৰপ্রতিজ্ঞ হইলেন। সৰ্বাগ্ৰে বাবাণসীৰ বাজা চৈতসিংহেব উপৰ তাঁহাব দৃষ্টি পড়িল। ইঙ্গবেজ গবৰ্ণমেণ্ট ১৭৭৫ অব্দে অযোধ্যাব নবাবেব নিকট হইতে বারাণসী প্রদেশ পাইলে উহাব বার্ষিক কব সাড়ে ২২ লক্ষ টাকা স্থিৰ কবেন। বাবাণসীৰ বাজা চৈতসিংহ নিয়মিতৰূপে ঐ কৰ দিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস তাঁহাকে নির্দিষ্ট কবেৰ উপৰ পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে আদেশ কবিলেন। চৈতসিংহ তিন বৎসৰ কাল ঐ অতিবিক্ত টাকা দিয়া, শেষে অসামৰ্থ্য প্রযুক্ত ১৭৮০ অব্দে উহা দিতে অসম্মত হইলেন। . হেষ্টিংস

ইহাতে বিবক্তি প্রকাশ কবাত্তে চেতসিংহ একবাবে ২০ লক্ষ টাকা দিয়া, অতিবিক্ত টাকা দিবার দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রার্থনা কবিলেন । কিন্তু হেস্টিংস ইহাতে সন্মত হইলেন না । তিনি ২০ লক্ষের পবিবর্ত্তে ৫০ লক্ষ চাহিলেন । চেতসিংহ নিক-পায় হইলেন । এদিকে হেস্টিংস বাবাণসীতে যাইয়া নির্দোষ-চেতসিংহকে বন্দী কবিয়া, তদীয় ভ্রাতৃপুত্রকে বাবাণসীর রাজা কবিলেন । এই অভিনব রাজার সহিত বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা হাবে কব দেওয়ার বন্দোবস্ত হইল । চেতসিংহের লোকেবা ইহাতে বাব-পবনাই ক্রুদ্ধ হইল । কৃষকেবা কৃষিক্ষেত্র ছাড়িয়া আপনাদের রাজার সাহায্যার্থ অন্ত্রধাবণ কবিল । এই উত্তে-জনার গতি চাবি ণত ঘাইল ব্যাপিয়া, সমস্ত জনপদে বিস্তৃত হইল । এইরূপে বাবাণসীর সমস্ত অধিবাসীবা একত্র হইয়া আপনাদের অধিপতিকে বন্দির হইতে বিমুক্ত কবিল বটে, কিন্তু ইহাব মধ্যে ইঙ্গবেজদিগের নৈঋত উপস্থিত হওয়াতে চেত-সিংহ দেশান্তরে যাইতে বাধ্য হইলেন । অর্থকামুক গবর্ণর জেনেবলের অত্যাচাবে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইতে হইল ।

হেস্টিংস চেতসিংহের সৰ্কসনাশ কবিণাও নিবস্ত হইলেন না । অর্থের জন্ত আবার অত্র দিকে হস্ত প্রসারণ কবিলেন । অযো-ধ্যাব নবাব সূজাউদ্দৌলার মৃত্যু হইলো তাঁহাব মাতা ও স্ত্রী অনেক সম্পত্তির অধিকারিণী হন । সূজাব পুত্র আসফউদ্দৌলা সাতিশয় অকৰ্ম্মণ্য ও অব্যবস্থিত-চিত্ত ছিলেন । তাঁহাব রাজ্যে ইঙ্গরেজ কোম্পানিব যে সৈন্ত ছিল, তাহাব জন্ত তাঁহাকে কোম্পানিব নিকট অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে হয় । আসফ্

এই ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া গবর্ণর জেনেরলের নিকট পিতামহী ও মাতার সম্পত্তি-হরণের প্রস্তাব কবিলেন। এই প্রস্তাব হেষ্টিংসের মনোমত হইল। তিনি নিঃসহায় ও নিঃ-পবাধ বেগমদিগের অর্থাপহরণে উদ্যত হইলেন। বেগমেবা ফৈজাবাদে অবস্থিতি কবিতেন্নলেন, হেষ্টিংস্ তাঁহাদের পুৰী অবরোধ কবিয়া অত্যাচাৰের পৰাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। ঘোবতব অত্যাচাৰের পব, হেষ্টিংস্ তাঁহাদের নিকট হইতে ১ বোটা ২০ লক্ষ টাকা আদায় কবিয়া লইলেন।

হেষ্টিংসের পদত্যাগ, ১৭৮৫।—হেষ্টিংসের অত্যাচা-চবণের সংবাদ বিলাতে পহছিল। পার্লিয়ামেন্ট মহানভাব অনেকে হেষ্টিংসের উপব দোষাবোপ কবিতেন্ন লাগিলেন। হেষ্টিংসের বন্ধু স্যাব্ ইলাইজা ইম্পের কন্ম গেল। ইম্পে কর্তৃপক্ষের আদেশে বিলাতে উপস্থিত হইলেন। হেষ্টিংস্ ডিবেষ্টব সভাব চেষ্ঠায় কিছু কাল স্থপদে প্রতিষ্ঠিত বহিলেন বটে, কিন্তু ১৭৮৫ অক্টে তাঁহাব কার্য-কাল শেষ হইল। হেষ্টিংস্ ঐ বৎসব বসন্ত কালে ভাবতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদ পরিত্যাগ পূর্বক ইঙ্গলণ্ডে যাত্রা কবিলেন।

হেষ্টিংসের চরিত্র।—লর্ড ক্লাইব ভাবতবর্ষে ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন কবিয়াছেন, ওয়াবেণ হেষ্টিংস্ সেই বাজত্বের শাসন-প্রণালী শৃঙ্খলাবদ্ধ কবিয়া গিয়াছেন। হেষ্টিংসের সময়ে বাজত্ব আদাযের যেকূপ বন্দোবস্ত হয়, সেইকূপ বিচার-বি-ভাগের কার্যও সুশৃঙ্খল হইয়া উঠে। ফলে হেষ্টিংস শাসন-কার্যে আপনাব বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা প্রকাশ কবিয়াছেন। তিনি ছই বৎসব কাল বাঙ্গালাব গবর্ণরী করেন এবং অবশিষ্ট এগাব বৎসব



চাবতবর্ষের গবর্ণর জেনেবলের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, সমস্ত ইঙ্গরেজাধিকৃত স্থানে আপনাব শাসন-ক্ষমতাব পরিচয় দেন। এই সময়ে মহাহাটাদেব সহিত যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়, টিপু সুলতান ইঙ্গবেজদিগেব সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন এবং দ্বিবিধ শাসন-প্রণালীৰ পৰিবৰ্ত্তে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতৰ শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হয়। কিন্তু হেস্টিংস্ বড় অর্থলোভী ছিলেন। এই লোভ প্রযুক্ত তিনি আপনাব চবিত্র কলঙ্কিত কবিত্যাছেন। মহাবাজ নন্দকুমাবেব ফাঁসিতে, বোহিলাদিগেব সহিত যুদ্ধে, চেতসিংহেব সর্বনাশে এবং অযোধ্যাব বেগমদিগেব অর্থাপহরণে, হেস্টিংস আপনাব বড় দুর্ভাবহাব ও দুবাস্যতাব পৰিচয় দিত্যাছেন। হেস্টিংসেব এই অপকৰ্ম্মেব কাহিনী ইতিহাস হইতে কখনও স্থলিত হইবে না।

হেস্টিংসেব সময়ে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা।—১৭৭২

অন্ধে জমীদাবদিগেব সহিত ৫ বৎসবেব জন্ম বন্ধিত হাবে খাজানাব বন্দোবস্ত হব। কিন্তু দুর্ভিক্ষ-প্রযুক্ত অনেকে অস্বীকৃত হাবে খাজানা দিয়া উঠিতে পাবেন নাই। অনেকেব খাজানা বাকী পড়িয়া যায়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টকে অনেক পৰিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এজন্ম ১৭৭৭ অন্ধ হইতে জমীদাবদিগেব সহিত বার্ষিক বন্দোবস্তেব নিয়ম হব। রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ হেস্টিংস্ ১৭৮১ অন্ধে “বোর্ড অব্ বেবিনিউ” নামক একটি সভা স্থাপন কবেন। এই সভায় ৪ জন রাজস্ব-সংক্রান্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন।

হেস্টিংসেব সময়ে ডিবেক্টরেবা এইকপ আদেশ দেন যে, হিন্দু-দ্যবস্থা-শাস্ত্র অনুসাবে হিন্দুদেব, এবং মুসলমান-ব্যবস্থা শাস্ত্র

অনুসারে মুসলমানদের বিচার হইবে। তদনুসারে হালহেড্ সাহেব হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যবস্থা-শাস্ত্র ঈঙ্গবেঙ্গীতে অনুবাদ কবেন। হালহেড্ সাহেবের বচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ উইল-কিন্স সাহেবের ক্ষোদিত বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত হয়।

১৭৮০ অব্দে কলিকাতার “হিকিন্স্ গেজেট” নামক সংবাদ-পত্র প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। মুসলমানদিগের বিদ্যা-শিক্ষার্থ কলিকাতায় যে মাদ্রাসা কালেজ আছে, হেষ্টিংস্ তাহা প্রতিষ্ঠিত কবেন। ১৭৮৪ অব্দে প্রসিদ্ধ ভাষা-তত্ত্ববিৎ জ্যাক্ উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক “এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল” নামক সভা স্থাপিত হয়।

**ইণ্ডিয়া বিল, ১৭৮৪।**—পূর্বে বলা হইয়াছে, যখন বিলাতেব পার্লামেন্ট মহাসভা হেষ্টিংসের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন কবিতা তাঁহাকে পদচ্যুত কবিবাব ইচ্ছা কবেন, যখন ডিবেক্ট-বেবা তাঁহার পক্ষ সমর্থন কবিয়াছিলেন। এই সময় হইতে ডিরেক্টর্দিগকে শাসনে বাধিতে মহাসভার ইচ্ছা হয়। ১৭৮৩ অব্দে প্রধান বাজ-মন্ত্রী ফক্স সাহেব ভাবতবর্ষ-শাসন সম্বন্ধে সমস্ত ক্ষমতা ডিবেক্টবদিগের হাতে হইতে লইয়া, মহাসভার নিযোজিত কতিপয় ব্যক্তির হাতে দিবার প্রস্তাব কবেন। কিন্তু ডিবেক্ট-বেবা আপনাদের ক্ষমতা অপরের হস্তে দিতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা গোলযোগ উপস্থিত কল্পাতে ফক্স সাহেবের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। পর বৎসব পিট সাহেব ইঙ্গলণ্ডের প্রধান বাজ-মন্ত্রী হইয়া উপস্থিত বিষয়ে কতিপয় নিয়মের পাণ্ডুলেখ্য মহাসভায় উপস্থিত কবেন। পিট সাহেবের প্রস্তাব মহাসভায় গ্রহণ হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে স্থির হয় যে,—

(১) মন্ত্রিসভার ৬ জন সভ্য লইয়া, “বোর্ড অব্ কন্ট্রোল্” নামক একটি সভা হইবে। ডিবেক্টবেবা বাণিজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য কবিত্তে পাবিবেন। কিন্তু শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে বোর্ডেব পরামর্শ গ্রহণ কবিত্তে হইবে। ডিবেক্টবেবা ভাবতবর্ষে যে সকল কাগজপত্র পাঠাইবেন এবং ভাবতবর্ষ হইতে যে সকল কাগজপত্র ডিবেক্টবদিগেব নামে আসিবে, তৎসমুদায় “বোর্ড অব্ কন্ট্রোল্” সভ্যদিগকে দেখাইতে হইবে। বোর্ড আবশ্যক মত তৎসমুদায়েব পবিবর্তন বা সংশোধন কবিত্তে পাবিবেন।

(২) যে কোন কার্য্য গোপনে কবিবাব প্রয়োজন হইবে, একটি বিশেষ সমিতি তাহাব ভাব গ্রহণ কবিবেন। এই সমিতিব নাম “গুপ্ত সমিতি” হইবে। ডিবেক্টবদিগেব মধ্যে ৩ জন এই “গুপ্ত সমিতিব” সভ্য হইবেন।

(৩) মাদ্রাজ এবং বোম্বাইয়েব কোন্সিলে তিন জন কবিষা সদস্ত থাকিবেন।

পিট সাহেবেব প্রস্তাব অনুসাবে কার্য্যতঃ সমস্ত ক্ষমতা ডিবেক্টবদিগেব হস্ত হইতে স্থলিত হইল। ডিবেক্টবেবা ভাবত-বর্ষেব শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই বোর্ডেব অধীন হইয়া বহিলেন।

ইঙ্গলণ্ডে হেষ্টিংসেব বিচার, ১৮৮৮-১৭৯৫ ।—

হেষ্টিংস ১৭৮৫ অব্দেব জুন মাসে ইঙ্গলণ্ডে উপনীত হন। তিনি স্বদেশে যাঁইয়া জীবিত কালেব অবশিষ্ট অংশ সুখ ও শান্তিতে অতিবাহিত কবিত্তে পাবেন নাই। তাঁহাব পঁছছিবার কয়েক দিবস পবেই ইঙ্গলণ্ডেব সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী বর্ক সাহেব পার্লামেন্ট মহাসভায় তাঁহাব বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। ১৭৮৮

অদে নর্ড-সভায় হেষ্টিংসের বিচার আবস্ত হয় । বর্ক, সেরিডেন, ফল্ সাহেব তাঁহার প্রধান অভিযোক্তা হন । মহাবাজ নন্দ-কুমারের ফাঁসি, বোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ, চেতসিংহের সর্বনাশ, অযোধ্যার বেগমদিগের অর্থাপহরণ প্রভৃতির উল্লেখ কবিতা ইহাৰা সকলেই হেষ্টিংসের উপর গুরুত্ব দোষের আৰোপ করেন । হেষ্টিংসের বিচার ইঙ্গলণ্ডেব ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা । এই উপলক্ষে বর্ক প্রভৃতি যে সকল বক্তৃতা করেন, তৎসমুদয় ইঙ্গবেজী ভাষায় সৰ্ব্বপ্রধান বক্তৃতা । প্রায় ৭ বৎসর ধৰিয়া হেষ্টিংসের বিচার হয়, প্রায় ৭ বৎসর হেষ্টিংস অশেষ কষ্ট ভোগ কবিতা শেষে নিরুত্তি লাভ করেন । হেষ্টিংসের সহাধারী প্রসিদ্ধ কবি কাউপৰ সাহেব এই সময়ে হেষ্টিংসকে লক্ষ্য কবিতা, নিম্ন-লিখিত ভাবে কবিতা বচনা কবিতাছিলেন ।

“হেষ্টিংস! বালককালে দেখেছি তোমার

হৃদয় পবিত্র সদা সবলতাময় ।

সে হৃদয় আমি কভু বিশ্বাস না হম—

এখন হবেছ তুমি এত দুৰাচাৰ ।”

এই মোকদ্দমায় হেষ্টিংস একবাবে নিঃস্ব হইয়া পড়েন ।

এই জন্ত তাঁহাকে ডিবেষ্টেবদিগের অর্থ-সাহায্যের উপর নির্ভর কবিতা থাকিতে হয় ।

লর্ড কর্ণওয়ালিস, ১৭৮৬-১৭৯৩ ।

ওধাবেণ হেষ্টিংস স্বদেশে যাত্রা কবিলে কৌন্সিলের অন্ততম সদস্য হ্রার জন ম্যাকফার্সন্ সাহেব কুড়ি মাস (১৭৮৫ অব্দের

ফেব্রুয়ারি ইহঁতে ১৭৮৬ অব্দেব সেপ্টেম্বৰ মাস পর্য্যন্ত ) ভারত-  
বার্ষিক গবৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ কাৰ্য্য কৰেন । তৎপরে ১৭৮৪ অব্দে  
ইণ্ডিয়া বিল প্রচাৰিত হইলে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ গবৰ্ণৰ জেনেৰেল  
ও সেনাপতি হইয়া এদেশে উপনীত হন ।

লর্ড কর্ণওয়ালিসেব সময়পর্য্যন্তও ইঙ্গবেজকৰ্ম্মচাৰীবা  
ষেতনেব অন্নতা প্রযুক্ত উৎকোচ গ্রহণ ও গুপ্ত ব্যবসায় কৰি-  
তেন । কর্ণওয়ালিস্ ডিবেক্টবদিগেব নিকট ইহাদেব বেতন  
বাড়াইবাব প্রস্তাব কৰেন । এই প্রস্তাব অনুসাবে ইঙ্গবেজ-  
কৰ্ম্মচাৰীদিগেব বেতন বৃদ্ধি হয় ।

লর্ড কর্ণওয়ালিসেব রাজ্য-শাসন-কাল দুইটি প্রধান ঘটনাব  
জ্ঞাত প্রসিদ্ধ হইগাছে । এই ঘটনাঘৰেব একটি মহীশূৰেব তৃতীয়  
যুদ্ধ, অপবৰ্তি চিৎস্থায়ী বন্দোবস্ত ।

মহীশূৰেব তৃতীয় যুদ্ধ, ১৭৯০-১৭৯২ ।—মহীশূৰেব  
অধিপতি টিপু ১৭৮৯ অব্দে ত্রিবাঙ্কোড-রাজ্য আক্রমণ ও তত্রত্য  
রাজাকে পবাজিত কৰেন । ত্রিবাঙ্কোড-রাজেব সহিত ষ্টেমবেজ  
দিগেব সৌহার্দ ছিল, এজন্ত ইঙ্গবেজেবা তাঁহাব সাচায্যার্থ টিপুৰ  
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন । এই যুদ্ধে নিজাম ও মবহাট্টাবা ইঙ্গ-  
বেজদিগেব সহযোগী হন । ১৭৯০ অব্দে যুদ্ধ আৰম্ভ হয় । প্রথম  
যুদ্ধে ইঙ্গবেজ সেনাপতি মেডোস টিপুৰ তাদৃশ ক্ষতি কৰিতে  
পাবেন নাই । দ্বিতীয় বৎসৰ লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে  
উপস্থিত হইয়া, সৈন্ত পৰিচালনা কৰেন (১৭৯১) । এবাব টিপুৰ  
পবাজয় হয় । টিপু আর কোন উপায় না দেখিয়া, সন্ধিব প্রস্তাব  
কৰেন । এই সন্ধিব অনুসাবে টিপু (১) আপনাব রাজ্যেব অৰ্দ্ধাংশ  
ছাড়িয়া দেন ; (২) যুদ্ধেব ব্যয় স্বরূপ ৩ কোটী টাকা দিতে

বেন। তাঁহারা নির্দিষ্ট রাজস্ব দিয়া, আপন আপন ভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগদখল কবিতে পারিবেন। ইচ্ছবেজ গবর্ণমেন্ট কখনও ঐ নির্দিষ্ট রাজস্ব বৃদ্ধি কবিতে পারিবেন না। কিন্তু জমীদারেরা যদি নির্দ্ধাবিত দিনে আপনাদের রাজস্ব দিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জমীদারী নিলাম হইবে।

(২) বাইষতেবা জমীদারদিগেব নিকট হইতে বীতিমত পাট্টা পাইবে। জমীদার পাট্টাব অতিবিক্ত কোন নূতন আবণ্ডাব বা আখট আদাস কবিতে পারিবেন না।

এই বন্দোবস্ত প্রথমে দশ বৎসরেব জ্ঞাত হয়। ইহাবই নাম “দশশালা বন্দোবস্ত।” পরে ইংলণ্ডীয় পৰ্চুপক্ষ কর্তৃক অনু-  
মোদিত হইলে এই “দশশালা বন্দোবস্ত” চিরস্থায়ী হইয়া, ১৭৯৩  
অব্দে “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” নামে প্রসিদ্ধ হয়। ‘চিরস্থায়ী  
বন্দোবস্তেব’ গুণে যেমন দেশে ভূস্বামী সম্প্রদায়েব সৃষ্টি  
হয়, তেমনি ভূমির উন্নতিসাধনেব পথও প্রশস্ত হইয়া উঠে।  
“চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” অনুসাবে গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশে ভূমিব কব  
বৃদ্ধি করিতে পাবেন না। তজ্জন্ত দেশেব অর্থ অনেক পৰিমাণে  
দেশেই থাকিয়া যাইতেছে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাই  
ষতদিগেব তাদৃশ উপকাব হয় নাই। জমীদারদিগের হস্তে  
খাজানা বৃদ্ধিব ক্ষমতা থাকাতে রাইষতদিগকে অনেক সময়ে  
জমীদারদিগের ইচ্ছানুযায়ী খাজানা দিতে হয়। ১৮৫৯ অব্দে  
১০ আইনের বলে জমীদারদিগেব এই কব-বৃদ্ধিব ক্ষমতা অনেক  
পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়াছে।

বিচারালয়প্রভৃতির ব্যবস্থা।—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত  
কর্তৃত লর্ড কর্ণওয়ালিসেব সময়ে বিচারালয়প্রভৃতির ব্যবস্থা

হয়। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ প্রতি জেলায় এক এক জন কলেক্টর নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদের হস্তে রাজস্ব-সংগ্রহ, পুলিশের তত্ত্বাবধান এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার-ভাব সমর্পণ করেন। একজনে এতগুলি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। এজন্ত লর্ড কর্ণওয়ালিস্, কলেক্টরদিগেব উপর কেবল রাজস্ব-সংগ্রহেব ভাব বাখেন এবং কাজীওমুফতীদিগেব হস্তে ফৌজদারী মোকদ্দমাব নিষ্পত্তিয যে ক্ষমতা ছিল, তাহা উঠাইয়া প্রতি জেলায় এক এক জন ইন্সবেজ কর্ম্মচাৰী নিযুক্ত করেন। ইহাদের রাজকীয় উপাধি “জজ” হয়। জজেবা দেওয়ানী ও ফৌজদারী, উভয়বিধ মোকদ্দমাবই বিচার-ভাব প্রাপ্ত হন। ইহাদের সহ-কাৰিতাব জন্ত এক এক জন বেজিষ্টর এবং কয়েক জন করিয়া মুনসেফ্ নিযুক্ত হন। বেজিষ্টবেবা ২০০ এবং মুনসেফেরা ৫০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীয মোকদ্দমাব বিচার করিতেন। বেতনের পৰিবৰ্ত্তে ইহঁরা টাকায় এক আনা করিয়া কমিশন পাইতেন।

জেলায জজদিগেব নিষ্পন্ন মোকদ্দমাব আপীল শুনিবাব নিমিত্ত কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং পাটনা, তদানীন্তন সময়েব এই চারি প্রধান নগরে চারিটি “প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট” স্থাপিত হয়। এই বিচাবালয়ে তিন জন জজ, এক জন পণ্ডিত এবং একজন মৌলবী থাকিতেন।

প্রোবিন্সিয়াল কোর্টেব বিচারিত মোকদ্দমার আপীল শুনিবার ভার সদব দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালতের উপর সমর্পিত হয়। সদব নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদে ছিল। কর্ণওয়ালিস ১৭৯০ অব্দে উহা কলিকাতায় উঠাইয়া আনেন।

শান্তিরক্ষার জন্ত প্রতি জেলায় কয়েক ঘোশ অন্তরে এক

একটি থানা স্থাপিত হয়। প্রত্যেক থানায় মাসিক পঁচিশ টাকা বেতনে এক এক জন দারোগা নিযুক্ত হন।

এতদ্ব্যতীত কর্ণওয়ালিস অপ্রাপ্তবয়স্ক ধর্মী সন্তানদিগের বিষয়-রক্ষার জন্ত “কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্” স্থাপন করেন। এখন হইতে এই নিয়ম হয় যে, জমীদারদিগের কাহারও মৃত্যু হইলে যাবৎ তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক ও সম্পত্তি রক্ষায় সমর্থ না হয়, তাবৎ কলেক্টর তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা করিবেন। এতদ্বারা অনেক জমীদারের সম্পত্তি রক্ষা পাইয়াছে। কর্ণওয়ালিস আইন-প্রণয়ন ও সঙ্কলনের ভার বার্লো নামক এক জন সুদক্ষ কর্মচারীর হস্তে সমর্পণ করেন। ১৭৯৩ অব্দে এই সমস্ত আইন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ফরষ্টের সাহেব বাঙ্গালায় ঐ সকল আইনের অনুবাদ করেন।

এই সকল কার্য্য করিয়া, লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯৩ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি শাসন-কার্য্যে আপনাব দক্ষতার পবিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন অংশে তাঁহার অনুদারতাও পবিস্ফুট হইয়াছে। তিনি ইঙ্গরেজ কর্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এতদেশীয় কর্মচারীদিগের সম্বন্ধে সেরূপ কিছু করেন নাই। পূর্বে এতদেশীয় লোকে ফোজদার, নায়েব দেওয়ান প্রভৃতি হইতেন। এখন হইতে সে দিন অন্তর্হিত হইল। এখন এতদেশীয় লোকে শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত প্রধান কার্য্য হইতে বিচ্যুত হইলেন, ইঙ্গরেজকর্মচারীরা তাঁহাদের স্থান পরিগ্রহ করিতে লাগিলেন।

(১৭৭৩ অব্দে কোম্পানি যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, ১৭৯৩ অব্দে



তাহার মেরাদ উত্তীর্ণ হয় । একান্ত উক্ত অন্ধে আর ২০ বৎসরের  
জন্ত তাঁহার। সনক লাভ কবেন ।)

### শ্যাম জন্ম শোয়, ১৭৯৩-১৭৯৮ ।

লর্ড কব্‌ণ্ডালিসেব, পব, শ্যাম জন্ম শোয় ১৭৯৩ অব্দ হইতে  
১৭৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষেব গবর্ণর জেনেবলেব পদে অধিষ্ঠিত  
থাকেন । ইহাঁর সময়ে কোন গুরুতব ঘটনা উপস্থিত হয় নাই ।  
সাধারণ ঘটনার মধ্যে শোয় সাহেবেব কয়েকটি কার্য্য এস্থলে  
উল্লেখ-যোগ্য ।

(১) ১৭৯২ অব্দের সন্ধি অনুসাবে টিপুব দুইটি পুত্র ইজরেজ-  
দিগেব নিকট প্রতিলুপ্তরূপ ছিল । শোয় সাহেব ১৭৯৪ অব্দে  
তাহাদিগকে টিপুব নিকট পাঠাইয়া দেন ।

(২) মরহাট্টাবা পেশবাব অধীনে সজ্জিত হইয়া, নিজামের  
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কবিলে, শোব সাহেব নিজামের কোনরূপ  
সহায়তা বা উপস্থিত যুদ্ধনিবারণ করিতে কোন রূপ চেষ্টা  
করেন নাই । মরহাট্টাবা ইহাতে সাহসী হইয়া ১৭৯৫ অব্দে  
কুর্দলা নামক স্থানে নিজামকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে ।

(৩) ১৭৯৫ অব্দে ইজবাজেব বাবাণসী প্রদেশের সমস্ত  
শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ কবেন । বাঙ্গালার ন্যায় এ প্রদেশেও  
রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এবং কলেক্টর প্রভৃতি কর্ম্ম-  
চারিগণ নিয়োজিত হন ।

১৭৯৮ অব্দে শোয় সাহেব “লর্ড টেন্‌মাউথ” উপাধি পাইয়া  
স্বদেশে গমন করেন ।

মার্কুসইস অব্ ওয়েলেসলি, ১৭৯৮-১৮০৫ ।

লর্ড টেন্‌মাউথেব পৰ লর্ড মর্গিণ্টন্‌ গবৰ্ণৰ জেনেৰল হইয়া এদেশে আইসেন । ইনি পৰে মার্কু'ইস অব্ ওয়েলেসলি উপাধি পাইয়া এই শেষোক্ত নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন ।

লর্ড মর্গিণ্টনেব রাজনীতি ।—লর্ড মর্গিণ্টন্‌ ফবাসী-দিগের বিদ্বেষী ছিলেন । তাঁহার বাজনীতি এইরূপ ছিল যে, ইঙ্গবেজবো সকল স্থানেই আপনাদেব আধিপত্য স্থাপন করিবেন । তাঁহাদেব প্রভুশক্তি সর্বদা অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকিবে । এতদ্দেশীয় অধিবাসবর্গ সমুদায় বাজনৈতিক বিষয়ে ইঙ্গবেজদিগেব অধীনতা স্বীকার কৰিয়া চলিবেন । লর্ড মর্গিণ্টনেব সময় হইতেই ভারতেব ইতিহাসে ক্রমে এই বাজনীতির উন্নতি ও বিকাশ দেখা যায় । শেষে ১৮৭৭ অব্দেব ১লা জ্যাম্বুয়াবিব দিল্লীৰ সমুদ্র দরবাবে ভারতেব ব্রিটিশ বাজ-প্রতিনিধি লর্ড লীটন যখন ভারতেব সমস্ত অধিবাসবর্গের সমক্ষে প্রকাশ কবেন যে, অদ্য হইতে মহাবাদী বিক্টোৰিয়া 'ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বৰী' উপাধি গ্রহণ কবিলেন, তখন ঐ রাজনীতির চরম ফল পরিস্ফুট হয় ।

ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের কর্তৃত্ব, ১৭৯৮-১৮০০ ।—যখন শোর সাহেব নিজামেব সহায়তা করিতে অসম্মত হন, তখন নিজাম ফরাসীদিগেব সহিত সম্মিলিত হন, এবং ফরাসী-সেনা-নায়কদিগকে হযদবাবাদে আনিয়া আপ্যায়িত করেন । এই অবধি ফরাসী-সৈন্যধ্যক্ষেরা নিজামের সৈন্তের শৃঙ্খলা-বিধানে ব্যাপ্ত থাকেন । মধুজীর উত্তরাধিকাবী দৌলত রাও

সিদ্ধিয়া ফরাসী সেনানীদিগকে আপনার দলভুক্ত করেন। এদিকে টিপুসুলতানও ফরাসীদিগের সহিত সন্ধিলিভ হন। ফরাসীরা ত্রিভুজপট্টনে আসিয়া টিপুকে সম্বৰ্দ্ধনা করেন, এবং তাঁহার সৈন্তেব শৃঙ্খলাবিধানে যত্নশীল হইয়া উঠেন। স্মৃতরাং লর্ড মর্গিণ্টন যখন ভারতবর্ষে সমাগত হন, তখন ফরাসীরা নিজাম, সিদ্ধিয়া ও টিপু সুলতানেব সৈন্তলে কর্তৃত্ব করিতে থাকেন। মর্গিণ্টন যাহাদিগকে বিদ্রোহের চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন, এখন তাহাদিগকেই ভারতবর্ষেব তিনটি প্রধান রাজ-শক্তিব পবিচালনায় ব্যাপ্ত দেখিলেন। এই সময়ে ফরাসী-সাম্রাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ ঘটয়াছিল। নিপীড়িত প্রজাবর্গ আপনা-দেব অধিপতি সপ্তদশ লুইব প্রাণদণ্ড করিয়া, সাধারণতন্ত্রের জয় ঘোষণা করিয়াছিল। টিপু ফরাসীদিগের সাধারণতন্ত্রের প্রতি সমবেদনা দেখাইতেছিলেন। তিনি আপনার রাজধানীতে ফরাসীদিগকে স্বাধীনতার নামে উৎসর্গীকৃত বৃক্ষ রোপণ করিতে সম্মতি দিয়াছিলেন, এবং আপনি সাধারণ-তন্ত্র সমিতির অন্ত-ভুক্ত হইয়া আত্মা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মরিসন্ দ্বীপের ফরাসী গবর্নর সাধাবণে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, টিপু সুলতান ফরাসীদিগের সাধাবণতন্ত্রেব প্রতি আস্থা দেখাইয়া ইঙ্গরেজ-দিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এদিকে সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশরে থাকিয়া টিপুকে ইঙ্গ-বেজদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবার জন্ত স্বয়ং ভারতবর্ষে আসিবার কল্পনা করিতেছিলেন।

ভারতবর্ষের সাধারণ অবস্থা, ১৭৯৮।—লর্ড-মর্গিণ্টন ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের সমস্ত আশা ভরসা নিশ্চুল করিতে

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইবের অস্ত্রে এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজনীতিতে বাঙ্গালায় ইংরেজদিগের আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। অযোধ্যার নবাব ইংরেজদিগের ক্ষমতার নিকট মস্তক অবনত করিয়া, তাঁহাদের সহিত সন্ধি-স্থলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাটের সমস্ত ক্ষমতা ও প্রাধান্ত বিলুপ্ত হইয়াছিল। দক্ষিণপথে টিপু, নিজাম ও মরহাট্টারা প্রবল ছিলেন। মহাবাহুচক্রে পেশবা বাজিবাও অপেক্ষা দৌলত-রাও সিদ্ধিয়া, যশোবন্ত বাও হোলকার এবং নাগপুৰ-রাজ রঘুজী ভোঁসলা অধিকতর ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। বঙ্গোপসাগর হইতে নন্দদা প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বঘুজী আধিপত্য কবিত্তেছিলেন। ইহাঁব অধীনে প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্ত ছিল। দৌলত-বাও বিদ্যাচলেব উত্তবে আগ্রা পর্য্যন্ত বিস্তৃত জন-পদের অধিপতি ছিলেন। ইহাঁব প্রায় ষাট হাজার সৈন্ত পেরণ নামক এক জন ফরাসী-সেনাপতির অধীনে শিক্ষিত হইতেছিল। আব পরাক্রান্ত যশোবন্ত বাও বোম্বাই ও সিদ্ধিাব অধিকারের মধ্যস্থলে আপনাব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কবিত্তেছিলেন। ইনি প্রায় আশী হাজার সৈন্ত যুদ্ধ-স্থলে একত্র কবিত্তে পারিতেন। এত-দ্রুতীত নিজামের রাজ্যে দশহাজার সৈন্ত বেমণ্ড নামক ফরাসী সেনাপতির অধীনে ছিল। লর্ড মর্নিংটন্ এইরূপ বহুসংখ্য সৈন্তের অধিপতি অধিরাজবর্গের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রাধান্ত স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন।

নিজামের সহিত সন্ধি, ১৭৯৮।—টিপু সুলতান যুদ্ধের আয়োজন করাতে লর্ড মর্নিংটন্ কাবণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু টিপু গৰ্ব্ব-স্বীত হইয়া কোন সহস্তর দিলেন না।

গবর্ণর জেনেবল এই গর্কিত ভূপতির সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্বে নিজামেব সহিত সন্ধি স্থাপন কবিলেন। এই সন্ধি অনুসারে নিজাম ফরাসী-সৈন্তদিগকে বিদায় দিলেন এবং ইঙ্গরেজ গবর্ণ-মেন্টের সম্মতি ব্যতিরিক্ত কোন ইউরোপীয়কে আপনার কার্যে নিযুক্ত কবিতে পাবিবেন না বলিয়া, প্রতিশ্রুত হইলেন।

মহীশূরের চতুর্থ যুদ্ধ, ১৭৯৯।—টিপু প্রথমে ভারত-বর্ষেব সমস্ত অধিবাসবর্গ এবং আফগানিস্তানের অধিপতিকে ইঙ্গরেজদিগেব বিরুদ্ধে দলবদ্ধ কবিবাব চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইয়া, ফরাসীদিগেব সাহায্য-প্রার্থী হন। ফরাসীদিগেব সাহায্য-প্রাপ্তিব প্রত্যাশাতেই তিনি সগর্বে যুদ্ধেব আয়োজন কবেন। লর্ড মর্গিংটন্ টিপুৰ বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা পূর্বক স্বয়ং মাদ্রাজে আসিয়া, সমুদয় বিষয়ের সুবন্দোবস্ত কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাদ্রাজ ও বোম্বাই হইতে দুই দল সৈন্ত টিপুৰ রাজ্য আক্রমণ কবিতে যাত্রা করিল। হারিস্ মাদ্রাজের সৈন্তেব এবং ষ্টুয়ার্ট বোম্বাইর সৈন্তেব অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। এই যুদ্ধে নিজাম যে সকল সৈন্ত পাঠাইয়াছিলেন, গবর্ণর জেনেবলের ভ্রাতা শ্রাব আর্থব্ ওয়েলেস্লি তাহাদের অধ্যক্ষ হইলেন। আর্থব্ ওয়েলেস্লি সেনাপতি হইয়া এদেশে আইসেন, শেবে স্বদেশে যাইয়া “ডিউক অব্ ওয়েলিংটন্” উপাধি প্রাপ্ত হন ওয়াটারলুৰ যুদ্ধে প্রসিদ্ধ রণবীর নেপোলিয়নকে পরাজিত করিয়া প্রভূত সম্মান লাভ করেন।

ইঙ্গরেজ-সৈন্ত এইরূপে তিন তিন দলে বিভক্ত হইয়া ত্রিরঙ্গ-পট্টন আক্রমণ করিল। যুদ্ধে টিপু নিহত হইলেন। তাহার দেহ শব-রাশির মধ্যে পাওয়া গেল, এবং প্রভূত সম্মানের সহিত

উহা হায়দর আলীর শবের পার্শ্বে সমাহিত হইল। লর্ড মর্গিটন্ মহীশূর রাজ্যে তিন অংশ করিয়া, এক অংশ নিজামকে দিলেন, এক অংশ ইঙ্গবেজ কোম্পানি ব্রহ্ম রাধিলেন এবং অবশিষ্ট অর্থাৎ রাজ্যের মধ্য অংশ, হায়দর আলী, মহীশূরের যে হিন্দু রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশীয় একটি শিশুকে সমর্পণ করিলেন। টিপু সন্তানগণ বৃত্তিভোগী হইয়া বেলোড়ের দুর্গে বহিলেন। যুদ্ধে জয় লাভ হওয়াতে লর্ড মর্গিটন্ “মার্কুইস্ অব ওয়েলেস্লি” এবং সেনাপতি হাবিস্ “লর্ড” উপাধি পাইলেন।

কোম্পানির রাজ্যবৃদ্ধি, ১৭৯৯-১৮০১ ।—মার্কুইস্ অব ওয়েলেস্লি এখন আপনাব অবলম্বিত বাজনীতি অনুসারে কোম্পানি রাজ্য বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইলেন। বলে, কোশলে, যে কোনরূপেই হউক, ব্রিটিশ কোম্পানি প্রাধান্য স্থাপন এবং ব্রিটিশ কোম্পানির রাজ্য সম্প্রসাধনই ওয়েলেস্লির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। টিপু সুলতানের পতনের পূর্বে এই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল হইল। ওয়েলেস্লি তাম্বোরের রাজাকে বৃত্তিভোগী করিয়া, উক্ত জনপদের শাসন-ভাব আপনাদের হস্তে লইলেন (১৭৯৯)। হায়দরাবাদের নিজাম মহীশূর রাজ্যে যে অংশ পাইয়াছিলেন, তাহা আপনাব রাজ্যস্থিত ইঙ্গবেজ-নৈলৈব ব্যয় নির্বাহার্থ কোম্পানিকে দিলেন। ইহাতে মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশ ব্রিটিশ কোম্পানির হস্তগত হইল (১৮০০)। এদিকে সুরটের নবাব এবং কণাটের নবাবও তাম্বোর-রাজ্যের ভ্রায় বৃত্তিভোগী হইলেন। ১৮০০ অব্দে সুরট এবং ১৮০১ অব্দে কণাট কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন হইল। অযোধ্যায় শক্তিরক্ষার্থ

ইঙ্গরেজদিগের একদল সৈন্ত থাকিত। নবাব উহার ব্যয়-ভার বহন করিতেন। উপস্থিত সময়ে ওয়েলেস্লি কোশলক্রমে আর দুই দল সৈন্ত অযোধ্যায় রাখিলেন। এই স্ত্রে ১৮০১ অব্দের ১৪ই নবেম্বর নবাব সাদতআলি সহিত সন্ধি হইল। সন্ধির নিয়ম অনুসারে সাদতআলি অতিরিক্ত সৈন্তদলের ব্যয় নির্বাহার্থ বাঙ্গালা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব এবং রোহিলখণ্ড অর্থাৎ তাঁহার সমগ্র রাজ্যের অর্দ্ধাংশেবও অধিক, ইঙ্গরেজ-কোম্পানির হস্তে সমর্পণ কবিলেন। মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি সাধনা সিদ্ধ হইল। তিনি ফবাসীদিগের সম্মুখে স্বহীশুরে আপনাদের জয়পতাকা উড়াইয়া দিলেন, সুরট ও কর্ণাট শাসনাধীন রাখিলেন এবং অযোধ্যার নবাবের বার্ষিক ১,৩৬,২৩,৪৭৪ টাকা আয়ের ভূ-সম্পত্তি কোম্পানির অধিকারভুক্ত কবিলেন। এইরূপে আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণপথে ব্রিটিশ অধিকার সম্প্রসারিত হইল। ইহাব পব ওয়েলেস্লি মহারাজ্যের অধিরাজ-বর্গেব বিরুদ্ধে সমুথিত হইলেন।

মরহাট্টা ভূপতিগণ, ১৮০০।—১৮০০ অব্দে মহারাজ্যীয় চক্রে পাঁচ জন প্রধান ভূপতি ছিলেন। পশ্চিম ঘাটের পার্কত্য প্রদেশে পূনাব পেশবা আধিপত্য করিতেছিলেন। গুজবাটে বরদাব গাইকবাডেব কর্তৃত্ব ছিল। মধ্য ভারতবর্ষে গোবালিররে সিন্ধিয়া এবং ইন্দোবে হোলকার আপনাদের প্রাধান্ত রক্ষা কবিতেছিলেন। পূর্বাংশে নাগপুরের বসুজী ভৌসলা বেরার হইতে উড়িষ্যাব উপকূল পর্য্যন্ত, আপনার শাসন-দণ্ড অব্যাহত রাখিতেছিলেন। মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্লি এই সকল মরহাট্টা ভূপতির রাজ্যে ব্রিটিশ কোম্পানির সৈন্ত রাখিয়া

উঁহাদিগকে অষোধ্যার নবাবের ছায় সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ করিতে যত্নশীল হন । ১৮০২ অব্দে পেশবা হোলকার কর্তৃক পরাজিত হইয়া বাসেন নামক স্থানে গবর্ণর জেমসরলের প্রস্তাবিত সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন । এই সন্ধি অনুসারে পেশবা উঁহার রাজ্য-স্থিত কোম্পানির সৈন্তের ব্যয় নির্বাহার্থ কতিপয় জমিদার সমর্পণ করেন এবং এতদ্বোধী, কি ইউরোপীয়, কোন ভূপতির সহিত সংশ্লিষ্ট রাথিতে পারিবেন না বলিয়া, প্রতিশ্রুত হন । পেশবার এইরূপ অধীনতা স্বীকারে সিক্কিয়া এবং নাগপু-রাজ উভয়েই সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উভয়েই আপনাদের জাতীয় গৌরব-রক্ষার্থ ইজ্জতের বিবন্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন । এই-রূপে মহারাট্টাদিগের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধের সূত্রপাত হয় ।

মহারাট্টাদিগের সহিত দ্বিতীয়বার যুদ্ধ, ১৮০২—১৮০৪ ।—মার্কুইস্ অব ওয়েলেস্লি উপস্থিত যুদ্ধের সমুদয় বন্দোবস্ত করেন । এই বন্দোবস্ত অনুসারে স্থাব অর্থার ওয়েলেস্লির উপর দক্ষিণাপথে যুদ্ধ করিবার ভার এবং সেনাপতি লোকের\* উপর আর্থ্যাবর্তে যুদ্ধ করিবার ভার সমর্পিত হয় । আর্থার ওয়েলেস্লি আসাই এবং আর্গন্ নামক স্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া, অহমদনগর অধিকার করেন । সেনাপতি, লেকও আর্থ্যাবর্তে আনীলগড় এবং লাসোবাবীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া দিল্লী ও আগ্রা আপনাদের অধীনে আনেন । এই যুদ্ধে সিক্কিয়াব করানী-সৈন্য নির্জীবপ্রায় হইয়া পড়ে । ১৮০৩ অব্দে সিক্কিয়া এবং রঘুজী ভোঁসলা উভয়েই ইজ্জতের নিকট সন্ধি প্রার্থনা

\* ইনি পরে "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হন ।



করেন। সন্ধিব নিয়মানুসারে ইক্সরেজেরা বঘুজীর নিকট হইতে পুরী, কটক এবং বাণেশ্বর প্রাপ্ত হন। ইহার পর সিন্ধিয়াও গজ্জ ও যমুনাব মধ্যবর্তী দোয়াবের উত্তর ভাগ, বরোচ এবং অহমদনগর দিয়া, ইক্সবেজদিগের সহিত সন্ধি বন্ধন করেন ( ১৮০৩ ) ।

বঘুজী ভোঁসলা এবং দৌলাত রাও সিন্ধিয়াব সহিত ইক্স-  
রেজদিগেব সন্ধি স্থাপিত হইলেও যশোবন্ত রাও হোলকার  
অবনত-মস্তক হইলেন না। অবিলম্বে তাঁহাব সহিত ইক্সরেজ-  
দিগেব যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। কিন্তু এই যুদ্ধে ইক্সরেজেরা আপনা-  
দেব গৌরব বক্ষা কবিতে পারিলেন না। প্রথমে ইক্সরেজ-  
দিগেব পবাজ্য হইল। কর্ণেল মনসন্ হোলকারেব আক্রমণে  
ভীত হইয়া, আগ্রায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন ( ১৮০৪ ) ।  
ইহাতে হোলকারেব প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিল। ভরতপুৰ-রাজ  
বগজিও তাঁহার একজন প্রধান সহযোগী হইলেন। কিন্তু শেষে  
দিল্লী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে পবাজিত হইয়া হোলকার ভরত  
পুৰেব দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সেনাপতি লেক এই দুর্গ অধি-  
কাব কবিতে পাবিবাব চেষ্টা কবিলেন, চারি মাস কাল উহা  
অবরোধ কবিয়া থাকিলেন ; কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারিলেন  
না ( ১৮০৫ ) ।

লর্ড ওয়েলেস্লির পদচ্যুতি, ১৮১৫ ।—লর্ড ওয়ে-  
লেস্লিব সন্নে ব্রিটিশ কোম্পানির রাজ্য পূর্কোপেক্ষা দ্বিগুণ  
হয়। উত্তর ভারতবর্ষে লর্ড রোকেব যুদ্ধে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল  
ইক্সরেজদিগের শাসনাধীন হয়। দক্ষিণ পূর্ব ভারতবর্ষে কোম্পানি  
বর্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিব অন্তর্গত স্থানের প্রায় সমুদয়

অংশে আধিপত্য স্থাপন কবেন। কিন্তু এরূপ অনাবশ্যক যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যবৃদ্ধি সঙ্কে সঙ্কে ব্যয় বৃদ্ধি করা, ডিরেঙ্কটরদিগের অভিপ্রেত ছিল না। এজন্ত তাঁহারা সাতিশয় অসন্তোষ প্রকাশ পূর্বক লর্ড ওয়েলেস্লিকে পদচ্যুত কবিয়া, লর্ড কর্ণওয়ালিসকে তৎপদে নিযুক্ত করেন।

লর্ড ওয়েলেস্লি সর্বদা যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকিলেও সংকার্য্যে অহুষ্ঠানে অমনোযোগী হন নাই। মৃতবৎসা হিন্দু মহিলাবা আপনাদেব সন্তানগণের দীর্ঘজীবন কামনায প্রথমজাত সন্তানকে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করিত। লর্ড ওয়েলেস্লি এই কুপ্রথা উঠাইয়া দেন ( ১৮০১ )। সদব দেওয়ানী আদালতেও কার্য্য-ভাব গবর্ণর জেনেৰল এবং কোমিসিলের সদস্তগণের হস্তে ছিল। কিন্তু গবর্ণর জেনেবল যথানিয়মে ঐ কার্য্য সম্পন্ন কবিবার সময় পাইতেন না। এজন্ত ওয়েলেস্লি তিন জন স্বতন্ত্র বিচাবকের উপর উক্ত কার্য্য-ভাব সমর্পণ করেন। এতদ্ব্যতীত ইঙ্গবেজ সিবিল কর্ম্মচারীদিগকে এতদেশীয় ভাষা শিখাইবাব জন্ত “ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ” নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ( ১৮০০ )। এই উপলক্ষে অনেকে বাঙ্গালা পুস্তক লিখিতে আরম্ভ কবেন। বামবাম বসু “প্রতাপাদিত্য চরিত্র”, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের “বাজাবলী” কেবী মহেবেব বাকবণ, অভিধান প্রভৃতি এই সময়ে প্রণীত ও প্রচাৰিত হয়।

---

মাকু'ইস্ অব্ কর্ণওয়ালিস্, ১৮০৫ ।

ডিরেঙ্কটবেকা, মাকু'ইস্ অব্ কর্ণওয়ালিস্কে রাজ্যের সর্বত্র শান্তিস্থাপন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মাকু'ইস্

অব্ কংগ্‌ওয়ালিস্ দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে আসিয়া, এই আদেশ প্রতিপালন জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করেন। কিন্তু বার্লো প্রযুক্ত তাঁহার শরীর ভয় হইয়া পড়িয়াছিল। বর্ষাকালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণসময়ে পাকীপুরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তিনি ভারতবর্ষে দ্বিতীয় বার আসিয়া আড়াই মাস জীবিত ছিলেন। কংগ্‌ওয়ালিসের মৃত্যুর পর, কোমিলের প্রধান সমস্ত শ্রাব জর্জ বার্লো সাহেব গবর্নর জেনেরলের পদ গ্রহণ করেন।



### শ্রী জর্জ বার্লো, ১৮০৫-১৮০৭ ।

শ্রী জর্জ বার্লো ডিরেক্টরদিগের আদেশানুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি মরহাটা ভূপতিগণের সহিত কোন-রূপ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন নাই। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধিকার বিস্তৃত হইলে ১৮০৬ অব্দে উহা কতিপয় জেলায় বিভক্ত হয়। প্রতি জেলায় কলেক্টর, মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। অধিকন্তু চারিটি “প্রোবিশিয়াল কোর্ট” স্থাপিত হয়।

বেলোড়ে সিপাহিদিগের বিদ্রোহ, ১৮০৬ ।—  
বেলোড়ে সিপাহিদিগের বিদ্রোহ, শ্রী জর্জ বার্লোর শাসন-কালের প্রধান ঘটনা। মাদ্রাজের কর্তৃপক্ষ এই আদেশ প্রচার করেন যে, সিপাহিরা যখন একত্র প্রেরণীয় হইয়া যুদ্ধের প্রণালী শিক্ষা করিবে, তখন জাহাঙ্গীর তিলক, কোর্টা অথবা কর্ণভূষণ রাখিতে পারিবে না। তাহাদিগকে ঐ সময় উকী-বের পরিবর্তে ইপি পরিতে হইবে, এবং হনুদেশের বেশ চাটুর

ফেলিতে হইবে। সিপাহিরা অপনাদের তিলক, কর্ণভূষণ প্রভৃতি জাতীয় গৌরবের চিহ্নস্বরূপ মনে করিত। এখন তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়াতে তাহারা যার-পর-নাই সন্নিহিত হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল, ইংরেজ গবর্ণমেন্ট সকলকে খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। যে গোল টুপি পরিবার আদেশ হইয়াছে, তাহা গাভী ও শূকরের চর্মে নির্মিত, হুতরাং হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই তুল্যরূপ অম্প্ৰদ। সিপাহিরা তত্ত্বজ্ঞ নহে, তাহারা সদা কোতূহলপর ও সন্নিহিত। এই কোতূহল ও সন্নিহিত প্রযুক্ত বেলাড়ের সিপাহিরা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুথিত হইল। এই সময়ে হায়দরআলীর বংশধরগণ বেলাড়ের ভূর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহারা এই অসন্তুষ্ট সিপাহিদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ১০ই জুলাইএর গভীর নিশীথে সিপাহিরা ইংরেজ সৈন্য আক্রমণ করিয়া তাহাদের অনেককে হত্যা করিল। আর্কট নগরে এই হৃৎটনার সংবাদ পৌছিলে কর্ণেল জিলেসপি বেলাড়ে আসিয়া সিপাহিদিগকে দমন করিলেন। টিগু স্থলতানের সন্তানগণ বেলাড় হইতে কলিকাতায় আনীত হইলেন। এই হৃৎটনায় রাজ্যের সকল স্থানে সকল ইংরেজ কর্মচারীর হৃদয়েই আশঙ্কা ও উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে আপেক্ষাকৃত যোগ্য ব্যক্তিরা হুগল গবর্ণর জেনারেলের কার্য্য-ভাব সমর্পিত হইল।

লর্ড মিণ্টো ১৮১৩ ।

লর্ড মিণ্টো ১৮০৭ অব্দের জুলাই মাসে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আইসেন। তিনি লর্ড ওয়েলেসলির কাব সুক-

বিগ্রহে প্রবৃত্ত হন নাই, প্রত্যুত ব্রিটিশ কোম্পানির স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিতে মনোযোগী হন। দস্যুদিগের প্রাচুর্য্যের প্রযুক্ত বুলেগধণ্ডে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে লর্ড মিণ্টোর চেষ্টায় তথায় শান্তি স্থাপিত হয়। এই সময়ে পঞ্জাবে শিখদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হয়, এবং পিণ্ডারী নামক দস্যুগণ দলবদ্ধ হইয়া চারি দিকে উৎপাত আরম্ভ করেন। অভিনব গবর্ণর জেনেবল প্রথমে শিখদিগের অধিপতি রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন।

রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি, ১৮০৯।—সমগ্র পৃথিবীতে যত ক্ষমতাশালী ও কার্য্য-কুশল ব্যক্তি আবিষ্কৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মহাবাজ রণজিৎসিংহ একজন। ঐ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিখসমাজে এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। পূর্বে শিখদিগের জনপদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল খণ্ড “মিসিল” নামে অভিহিত হইত। প্রত্যেক মিসিলে এক এক জন সর্দার থাকিতেন। রণজিৎ সিংহের পিতা মহাসিংহ ঐরূপ একটি মিসিলের সর্দার ছিলেন। ১৭৮০ অব্দের ২রা নবেম্বর গুজরনওয়ালার রণজিৎসিংহের জন্ম হয়। মহাসিংহ অতিশয় সাহসী ও রণ-পণ্ডিত ছিলেন। রণজিৎ সর্বাংশে পিতার এই সাহস ও রণপাণ্ডিত্য অধিকার করেন। বাল্যকালে বসন্তরোগে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়। বাহ্যিক, রণজিৎ সিংহের বয়স আট বৎসর, এমন সময় মহাসিংহের “পুত্র-লোক” প্রাপ্তি হয়। রণজিৎ এই সময় হইতে তাঁহার পিতার পিতার দেওয়ান লক্ষীপৎ সিংহের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হন। রণজিৎ বর্ষকাল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাহস ও পরাক্রম অসামান্য

ছিল। তিনি এই সাহস ও পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া, আপনার প্রাধান্ত স্থাপনে উদ্যত হন। অহম্মদ শাহ দোররাণীব পৌত্র জেমান শাহ ১৭৯৯ অব্দে যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন রণজিৎসিংহ তাঁহার বিশেষ সাহায্য করাতে পুরস্কার স্বরূপ লাহোরের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। ক্রমে শিখদিগের মণ্ডলে তাঁহার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। গবর্ণর জেনেবল লর্ড মিল্টো যখন ভারতবর্ষে উপনীত হন, তখন রণজিৎ সিংহের অধিকার শতদ্রু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। রণজিৎ এই সময়ে পাতিয়ালা ও বিন্দ আক্রমণ করেন। ঐ দুই রাজ্যের শিখ ভূপতি ইকরেজদিগের অনুগত ছিলেন। এ জন্ত গবর্ণর জেনেবল রণজিৎ সিংহকে নিরস্ত কবিবার জন্য চার্লস্ মেটকাফ নামক একজন সুযোগ্য কর্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। কর্ণেল অক্টরলোনী একদল ইকবেজ সৈন্ত লইয়া তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করেন। ১৮০৯ অব্দে রণজিৎ সিংহ ইকরেজদিগের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, রণজিৎ সিংহ ইকবেজদিগের অধিকৃত বা আশ্রিত জনপদ আক্রমণ করিতে পারিবেন না। ইকবেজেরাও তাঁহার রাজ্যের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইহার পব রণজিৎ সিংহ আপনার তরবারির বলে সমস্ত পঞ্জাবে আধিপত্য স্থাপন করেন, সিদ্ধনদ উত্তরণ পূর্ব্বক আফগানদিগের রাজ্যে জয়পতাকা উড়াইয়া দেন। তাঁহার অধিকার তদীয় রাজধানী লাহোর হইতে উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেশাবর, দক্ষিণে মুলতান এবং পূর্বে শতদ্রু পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, এবং তাঁহার মুক্তকুল সৈন্তগণ ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষা পাইয়া বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হইয়া উঠে। এইরূপ পরাক্রান্ত

হইলেও মহারাজ রণজিৎসিংহ কখনও সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই, এবং কখনও ইঙ্গবেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া, পবিত্র মিত্রতা কলঙ্কিত কবেন নাই। তিনি লেখাপড়া না জানিলেও, বিদ্যা ও ধর্মের সমাদর করিতেন।

অন্যান্য স্থানে দূত প্রেরণ।—মেটকাক সাহেব যেমন দূত হইয়া রণজিৎ সিংহেব দববাবে উপস্থিত হন, তেমন এলফিন্-ষ্টোন এবং মালকমও দূতপদে নিযুক্ত হন। এলফিন্‌ষ্টোন পেশাবরে আফগানিস্তানেব অধিপতির সহিত সাক্ষাৎ কবেন। মালকম পাবস্ত-বাজেব নিকট উপস্থিত হন। এই সময়ে ইউরোপে ইঙ্গবেজদিগেব সহিত ফরাসীদিগেব ঘোবতব যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। পাছে ফরাসীবা ভাবতবর্ষে প্রাধান্য স্থাপন কবে, এই আশঙ্কায় গবর্ণবর্জনেবল পূর্বোক্ত ভূপতিগণের নিকট দূত পাঠাইয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ কবেন যে, তাঁহারা ইঙ্গরেজ ভিন্ন অন্য কোন ইউরোপীয় জাতির সহিত সংশ্রব রাখিবেন না। দূতগণ কর্মক্ষম ও উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অভীষ্ট-ফল লাভে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

যাবা অধিকার, ১৮১১।—সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট হলও অধিকার কবিলে ওলন্দাজদিগের অধিকার যাবা দ্বীপও তাঁহার হস্তগত হয়। লর্ড মিণ্টো স্বয়ং ঐ দ্বীপ অধিকার করিতে যাত্রা করেন। তাঁহার চেষ্টা বিফল হয় নাই। যুদ্ধের পর যাবার ইঙ্গরেজদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

নূতন সনন্দ, ১৮১৩।—১৭৯৩ অব্দে কোম্পানি যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, ১৮১৩ অব্দে তাহার মেয়াদ শেষ হয়। এই বৎসর তাঁহারা আবার সনন্দ লাভ করেন। এই সনন্দ অসু-

সাবে, (১) কোম্পানি আর ২০ বৎসরের জন্ত আপনাদের বাজ্য-ভোগ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন ; (২) ভাবতবর্ষে তাঁহাদের একচেটিয়া বাণিজ্য রহিত হয়, কেবল চীনদেশে উক্ত একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার ক্ষমতা থাকে ; (৩) ভাবতবর্ষীয়দিগের সাহিত্যের উন্নতি ও শিক্ষার উৎকর্ষ সম্পাদন জন্ত কোম্পানি বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন ; (৪) খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকেবা ভাবতবর্ষে ধর্ম প্রচার করিবার অধিকার লাভ করেন । কলিকাতায় একজন বিশপ এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে এক জন আর্কডিকন নিযুক্ত হন ।

এই সনন্দ অনুসারে ভারতবর্ষে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য বহিত হইল । এখন তাঁহারা বাণিজ্যবৃত্তি পবিত্যাগ করিয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাবতবর্ষের রাজকর্ম্যে মনোনিবেশ করিলেন ।

### লর্ড ময়রা, ১৮১৩-১৮২৩ ।

লর্ড মিল্টোর পর লর্ড ময়রা, ১৮১৩ অব্দে ভাবতবর্ষের গবর্নর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন । ইহাব সময়ে মধ্য ভাবতবর্ষে ইকবেজদিগের প্রাধান্ত বন্ধমূল হয়, এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অধিকার প্রসারিত হইয়া উঠে । লর্ড ময়রার শাসনকালে দুইটি প্রধান যুদ্ধ ঘটে ; একটি নেপালের যুদ্ধ, অপরটি মরহাট্টাদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ ।

নেপালের যুদ্ধ, ১৮১৪-১৮১৫ ।—নেপালবাসী গোরক্ষেরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী । ইহারা রাজপুতদিগের সন্তান বলিয়া,



আপনাদেব পরিচয় দেয়। এই রাজপুত্রেরা নেপালে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন কবিয়াছিলেন। যাহাহউক, গোরক্ষেরা ১৭৬৭ অব্দে নেপালের আধিপত্য স্থাপন করিয়া আপনাদেব অধিকার বাড়াইতে উদ্যত হয়। ক্রমে ইহাবা ব্রিটিশ অধিকার আক্রমণ করে। স্তার জর্জ বালোঁ এবং লর্ড মিণ্টো ইহাদিগকে ক্ষান্ত হইতে অনেক অনুবোধ কবিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। লর্ড ময়বা নেপালে দূত প্রেবণ কবিয়াও উপস্থিত গোলযোগ মিটাইতে পাবিলেন না। স্মতবাং তাঁহাকে যুদ্ধেব আযোজন কবিতে হইল। ১৮১৪ অব্দে অক্টবলোনি, জিলেস্পি, উড্ ও মালোঁ, এই চারি জন সেনাপতিব অধীনে চাবিদল সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাইয়া গোবক্ষদিগের জনপদ আক্রমণ কবিল। যুদ্ধেব প্রাবস্তে ইঙ্গবেজদিগকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার কবিতে হয়। তাঁহাদেব চারি জন সেনাপতির মধ্যে জিলেস্পি নিহত হন, উড্ ও মালোঁ অকৃতকার্য হইয়া ফিারিয়া আইসেন। কেবল অগ্রতম সেনাপতি অক্টবলোনি যুদ্ধে পবাস্থ হন নাই। তিনি গোবক্ষদিগেব সেনাপতি অমর সিংহের অধীনস্থ প্রায় সমুদয় দুর্গ অধিকার কবেন। অমর সিংহকে শেষে সন্ধির প্রস্তাব করিতে হয়। গবর্ণর জেনেরল গোবক্ষদিগের অধিকৃত তরাই প্রদেশ গ্রহণ করিয়া, সন্ধি করিবার প্রস্তাব কবেন। নেপাল-বাজ ইহাতে সন্মত না হওয়াতে পুনবার যুদ্ধ আবস্ত হা। এবাবেও অক্টবলোনি জয়লাভ করেন। গোবক্ষেরা পরাভূত হইয়া অবশেষে গবর্ণর জেনেরলে প্রস্তাবিত নিয়মেই সন্ধি করিতে উদ্যত হয়। এই সন্ধির নিয়ম অনুসারে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট কমার্জ্ দেবাদুন ও তরাই প্রদেশ

লাভ করেন। নেপাল-বাজ স্বীয় রাজধানীতে এক জন ইঙ্গরেজ রেসিডেন্ট রাখিতে সম্মত হন। যুদ্ধ শেষ হইলে লর্ড ময়বা “মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস,” এবং অষ্টবলোনি “জার” উপাধি লাভ করেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ “মমুমেন্ট” এই অষ্টবলোনির স্মরণ-স্মৃচক স্তম্ভ।

পিণ্ডারী, ১৮০৪-১৮১৭।—ইহাব মধ্যে মধ্য ভাবত-বর্ষের অবস্থা যার-পর-নাই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। মবহাট্টা-প্রধানেরা এখন আব পূর্বেব ত্রায় দেশ বিলুপ্তনকাবী ছিলেন না, তাঁহাবা আপনাদের অধিকৃত জনপদে অধিবাসবর্গের ত্রায় স্লথ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন। তাঁহাদের পবিবর্তে আর এক অভিনব দল এখন দেশ বিলুপ্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই দলের লোক পিণ্ডাবী নামে প্রসিদ্ধ। আফগান, জাঠ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিব লোক পিণ্ডাবী-দলভুক্ত হইয়া দস্যুভিত্তি কবিত। সচরাচর মালব, বাজপুতনা ও বেবাবে ইহাদের বড দৌরায্য ছিল। ইহারা প্রায় বাব বৎসর কাল নানা স্থানে দৌরায্য করিয়া বেড়াইত। ইহাদের দলে প্রায় ষাট হাজাব অস্ত্রধাবী লোক ছিল। মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ এই সশস্ত্র দস্যু সম্প্রদায়কে দমন করিতে কৃতসম্বল হন।

পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধ, ১৮১৭।—উপস্থিত সময়ে আমীর খাঁ নামক একজন আফগান পিণ্ডারীদিগের মধ্যে প্রভুত্ব করিত। আমীর এক সময়ে হোলকারের প্রধান সেনাপতি ছিল। ক্রমে তাঁহাব দল বৃদ্ধি হয়। ক্রমে আমীর ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্তের অধিনায়ক হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত তাঁহাব অধীনে আর ২৪,০০০ পিণ্ডারী এবং কয়েকটা কামান ছিল।

পিণ্ডারীদিগের আর দুই জন সর্দারের নাম চেতু ও করিম খাঁ। লর্ড হেষ্টিংস ১৮১৭ অব্দের নবেম্বর মাসে ১,২০,০০০ সৈন্য একত্র করিলেন। এই সৈন্যদলের এক অংশ উত্তর দিক হইতে এবং অপর অংশ দক্ষিণ দিক হইতে যাত্রা করিয়া, একেবারে চারি দিকে পিণ্ডারীদিগের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সিক্কিমার রাজ্য দিয়া ইঙ্গরেজদিগেব সৈন্য গিয়াছিল। সিক্কিমা প্রাথমিক ইঙ্গরেজদিগকে আপনাব রাজ্যে আসিতে দিতে সম্মত হন নাই। শেষে ইঙ্গরেজেরা যুদ্ধেব উদ্যোগ কবাত্তে তিনি শান্তভাবে অবলম্বন করেন। যাহা হউক, যুদ্ধে আমীব খাঁব পবাজয় হয়। আমীব টঙ্কের কর্তৃত্ব পাইয়া আপনাব লোকদিগকে নিরস্ত্র করে। টঙ্কের নবাবেবা এই আমীব খাঁব বংশ-জাত। করীম খাঁও পবাজিত হয়। চেতু জঙ্গলে পলায়ন করে এবং সেখানে ব্যাককর্তৃক নিহত হয়। যুদ্ধে পিণ্ডাবীদিগেব অনেকে প্রাণ-ত্যাগ করে। হতাবশিষ্ট পিণ্ডাবীবা আপনাদের হুর্ভক্তি পবিত্যাগ পূর্বক কৃষি-কার্যে প্রবৃত্ত হয়। লর্ড হেষ্টিংস এইরূপে একদল পরাক্রান্ত দস্যব উচ্ছেদসাধন কবিয়া, দেশের উপদ্রব দূর কবেন।

মরহাট্টাদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ, ১৮১৭-১৮-১৮।—  
যে বৎসর ( ১৮১৭ ) যে মাসে ( নবেম্বর ) পিণ্ডাবীদিগের পরাজয় হয়, সেই বৎসর এবং প্রায় সেই মাসেই পুনা, নাগপুর ও ইন্দোরের মরহাট্টা ভূপতিগণ ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুদ্ভিত হন। ১৮০২ অব্দের বাসেনের সন্ধির নিয়ম অনুসারে পেশবা বাজীরাওর রাজধানী পুনায় এক জন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট থাকেন বহদলী ও বহগুণাধিত এলফিনষ্টোন সাহেব উপস্থিত সময়ে

রেসিডেন্টের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ত্র্যম্বকজী নামক একজন কুচক্রী লোক ক্রমে পেশবা বাজীবাওব প্রধান মন্ত্রী হইয়া উঠেন। এই কুচক্রীর চক্রান্তে বাজীবাও ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। গাইকবাড় আনন্দবাওব সহিত পেশবার বিবাদ উপস্থিত হইলে, আনন্দবাওব মন্ত্রী পণ্ডিত গঙ্গাধর শাক্তী বিবাদ মিটাইবার জন্ত পুনায় আইসেন। ত্র্যম্বকজী গোপনে গঙ্গাধরকে হত্যা কবেন। ইহাতে ইঙ্গবেজেরা ব্যাপন-নাই অসন্তুষ্ট হইয়া, হত্যাকাবীকে কাবারুদ্ধ করিয়া বাথেন। কিন্তু ত্র্যম্বকজী পেশবার সাহায্যে পলায়ন করিয়া, ইঙ্গরেজদিগের সহিত যুদ্ধ কবিবার জন্ত সৈন্তসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। পেশবাও গোপনে মন্ত্রীর সহায়তা কবিতে থাকেন। স্ত্রুতবাং অবিলম্বে উভয়পক্ষে যুদ্ধেব স্তত্রপাত হয়। ইঙ্গবেজদিগেব একদল 'দৈন্ত হঠাৎ পূনা অববোধ কবিলে পেশবা প্রথমে সন্ধি স্থাপন কবেন। কিন্তু ইঙ্গবেজের পিণ্ডাবীদিগেব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পেশবাও আবার শত্রুতাচরণে উদ্যত হন। এই সময়ে হোলকার এবং নাগপুৰ-বাজও ইঙ্গবেজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধেব আয়োজন কবেন। পেশবা প্রথমে ইঙ্গরেজদিগের বেসিডেন্সি লুণ্ঠন ও অগ্নিসাং কবেন। কিন্তু শেষে তিনি আপনাব রাজধানী পরিত্যাগপূৰ্বেক পলাইতে বাধ্য হন। অবশেষে তাঁহাকে ইঙ্গরেজদিগের প্রস্তাবিত সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হয়। এই সন্ধি অনুসারে ব্রিটিশ গবৰ্ণমেন্ট পেশবার 'রাজ্য অধিকার করেন। শিবজীর বংশীয় একটি রালককে সেতারার আধিপত্য দেওয়া হয়। পেশবা বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া কাগপুরের নিকটবর্তী বিঠোরে আসিয়া বাস করেন। এই সন্ধিতে

নাগর, অহমদাবাদ, পুনা, কঙ্কণ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র কোম্পানির  
অধিকারভুক্ত হয় (১৮১৮)। বলজী বিশ্বনাথ পেশবা পদের  
গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন, আর বাজীরাও পেশবা পদের উচ্ছেদ  
দেখিলেন। সুতরাং এক শত বৎসর পরে একটি গৌরবাবিহীন  
বংশেব অধঃপতন হইল। এদিকে নাগপুরের অধিপতি আপা  
সাহেবও ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। নাগপুরের  
মনীষবর্জী সীতাবলদি পাহাড়েব নিকটে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে  
আপা সাহেব অকৃত-কার্য্য হইয়া পলায়ন করেন। লর্ড হেষ্টিং-  
সের মতামুসারে রঘুজীব পোত্র নাগপুরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন।  
রঘুজীর বিধবা মহিষী বন্ধুবাই এই অভিনব অধিপতির রক্ষয়িত্রী  
হন (১৮১৮)। এই সময়ে হোলকাবের সহিতও ইঙ্গরেজদিগের  
যুদ্ধ উপস্থিত হয়। হোলকাব বংশেব আদিলশাহ মল্লার রাও  
হোলকাবের পর তদীয় বিধবা পুত্রবধূ খ্যাভনাম্বী অহল্যাবাই  
বিশেষ দক্ষতার সহিত ৩০ বৎসর ইন্দোব রাজ্য শাসন করেন।  
অহল্যাবাইব মৃত্যু হইলে তাঁহার সেনাপতি টুকাজীর পুত্র যশো-  
বন্ত রাও ইন্দোবের অধিপতি হন। উপস্থিত সময়ে টুকাজীর  
পুত্র দ্বিতীয় মল্লার রাও ইন্দোবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।  
শিপ্রা নদীর তীরবর্তী মাহিদপুরে ইহাঁব সৈন্তেব সহিত ইঙ্গরেজ-  
দিগের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইঙ্গরেজেরা জয়ী হন এবং হোলকারের  
রাজ্যে এক দল সৈন্ত বাধিয়া, তাহাব ব্যয় নিকাঁহ জত্ব খান্দেল  
প্রদেশ অধিকার করেন (১৮১৮)।

**মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের ফল।**—এইরূপে মরহাট্টা ভূগতি-  
দিগের পরাক্রম থর্ব্ব হইল। বাহারা বুদ্ধশেষ হইতে পলায়ন  
করিয়াছিল, তাহা জন নালকম তাহাদের মধ্যে শাস্তি স্থাপন

করিলেন। পেশবার রাজ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি প্রসারিত হইল। সদাশয় এলফিনষ্টোন সাহেব বোম্বাইর গবর্নর হইলেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সি কয়েক জেলায় বিভক্ত হইল। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট প্রত্যেক জেলার শাসন-কার্য্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেতাবা, গোবালিয়র, ইন্দোর ও নাগপুরের ভূপ-তিগণ ইত্যে কেম্পানির আশ্রিত ও অনুগৃহীত হইয়া রহিলেন। যে সকল জনপদ পিণ্ডারীদিগেব দোরাণ্যে উচ্ছাদল হইয়াছিল, তৎসমুদয় সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ হইল।

হিন্দুকলেজ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা।—লর্ড হেষ্টিংসের সময়ে “হিন্দু কলেজ” স্থাপিত হয়। বাঙ্গালার কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক এই কলেজ স্থাপনের জন্ত বিশেষ যত্ন করেন। এই কলেজে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য, গণিত প্রভৃতিব শিক্ষা দেওয়াতে উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি বন্ধমূল হয়। এই সময়ে কেবী, মার্শমান প্রভৃতি ক্রীবামপুরেব খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারকেরা ১৮১৮ অব্দের মে মাসে “সমাচার-দর্পণ” নামক বাঙ্গালা সংবাদপত্র মুদ্রিত করেন। এই “সমাচার-দর্পণ” সমুদয় বাঙ্গালা সংবাদপত্রের আদি।

১৮২৩ অব্দে মাকুইন্ অব হেষ্টিংস স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি অভিলয় কার্য্যকুশল ও পবিত্রমী শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রতিদিন ৭।৮ ঘণ্টাকাল অবিরামভাবে কার্য্য কবিতেন। তাঁহার সময়ে ব্রিটিশ কোম্পানির ছয় কোটা টাকা আয় বৃদ্ধি হয়।

### লর্ড অ্যামহুর্ট, ১৮২৩-১৮২৮ ।

মাকুইন্ অব হেষ্টিংস চলিয়া গেলে, জনু আডাম নামক এক জন প্রাচীন সিবিল কর্মচারী কয়েক মাসের জন্ত গবর্নর জেনে

স্বলের কার্য্য নির্বাহ করেন। ইহার পূর্ব ১৮২৩ অব্দের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহর্স্ট ভাবতবর্ষের গবর্ণর জেনেবল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধ এবং ভবতপুত্রের দুর্গ অধিকার, এই দুইটি প্রধান ঘটনার জন্ত আমহর্স্টের শাসন-কাল প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

**ব্রহ্মদেশের প্রাচীন বিবরণ।**—ব্রহ্মদেশীয়েরা বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। প্রাচীন সময়ে ইহাদের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ শাসনপ্রণালী ছিল না। দক্ষিণে শ্রামদেশ হইতে এবং উত্তরে মধ্য-এশিয়াব পার্শ্বত্যা প্রদেশ হইতে আক্রমণ-কাবীরা আসিয়া ব্রহ্মদেশে দৌরাঙ্গ্য করিত। কিন্তু ব্রহ্মদেশীয়েরা এরূপ দৌরাঙ্গ্য-শ্রাব-মধ্যেও আপনাদের প্রাচীন সভ্যতা অক্ষত রাখিয়াছিল। ইউরোপীয় ভ্রমণকাবীরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে পেশ্বর এবং তেনাম-বিমে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়া ছিলেন। পর্তুগীজদিগের প্রাধান্য-সময়ে আরাকান একটি প্রধান স্থান ছিল। এই স্থানের পর্তুগীজ দস্যুদিগের সাহায্যে মগেরা চট্টগ্রাম অধিকার করে। ১৭৫০ অব্দে ব্রহ্মদেশে একটি অভিনব রাজবংশের উদ্ভব হয়। আলমপুবা নামক এক ব্যক্তি এই বংশের আদি পুরুষ। ইনি আবার রাজধানী স্থাপন করিয়া আপনাব শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন।

**ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধ, ১৮২৪-১৮২৬।**—আলমপুবার উত্তরাধিকারীরা ক্রমে সমস্ত ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া, আসাম আক্রমণ করে; ক্রমে বঙ্গদেশেও তাহাদের দৌরাঙ্গ্য আরম্ভ হয়। এক্ষণে লর্ড আমহর্স্ট ১৮২৪ অব্দে ব্রহ্মরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বাঙ্গালার সিপাহীরা সমুদ্রপথে

যাইতে অস্বীকৃত হওয়াতে স্থলপথে চট্টগ্রাম দিয়া আয়াকানে উপস্থিত হয়। আব এক দল সৈন্য মাদ্রাজ হইতে সমুদ্রপথে যাত্রা করে। ব্রহ্মরাজ সেনাপতি বজ্রলাকে ষাট্টি হাজার সৈন্যের সহিত পাঠাইয়া দেন। প্রথম যুদ্ধে বজ্রলার পরাজয় হয়। পর বৎসর (১৮২৫) বজ্রলা যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহাব সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। ইঙ্গরেজেরা প্রোম নগর অধিকার করিয়া ক্রমে রাজধানীর সমীপবর্তী হন। তখন ব্রহ্মবাজ ১৮২৬ অব্দে জান্দাবুতে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধিতে ব্রিটিশ কোম্পানি আসাম, আয়াকান ও তেনাসবিম প্রদেশ এবং যুদ্ধেব বাদ্য-স্বরূপ এক কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধ দুই বৎসর চলিতেছিল। ইহাতে ইঙ্গবেজদিগেব ১৪ কোটি টাকা ব্যয় এবং প্রায় ২০,০০০ লোকেব জীবন নষ্ট হয়। অধিকাংশ লোক রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। প্রোম হইতে ইঙ্গরেজেবা ব্রহ্মবাসিদেব একটি কাষ্ঠময় মন্দির কলিকাতায় আনয়ন করেন। উহা এক্ষণে কলিকাতাস্থিত ইডেন উদ্যানে রহিয়াছে।

**ভরতপুরের দুর্গ অধিকার, ১৮২৭।**—ভরতপুর মধ্য ভাবতবর্ষেব একটি প্রধান জাঠ-জনপদ। উপস্থিত সময়ে বলদেব সিংহের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বলবন্ত সিংহ ভরতপুরেব প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। কিন্তু দুর্জুনশাল নামক বলদেব সিংহের এক জ্ঞাতপুত্র এই শিশুকে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজা হন। ইঙ্গবেজ গবর্ণমেন্ট বলবন্ত সিংহেব পক্ষ অবলম্বন পূর্বক দুর্জুনশালের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করেন। ভরতপুরেব দুর্গ দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। লর্ড লেকের স্তায় সেনাপতিও ১৮০৫ অব্দে ইহা অধিকার কবিতে পারেন নাই। কিন্তু ইঙ্গরেজ



সেনাপতি লর্ড কন্সরমির ১৮২৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে দুর্গের দুর্ভেদ্য মৃগ্ময় প্রাচীর ভেদ করেন। দুর্গ সমভূমি কবা হয়। বলবন্ত সিংহ ভরতপুরের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। ভরতপুরের দুর্গ অধিকৃত হওয়াতে ভাবতবর্ষে ইকরেজদিগেব বীরত্বগৌরব বৃদ্ধি হয়।

লর্ড আমহর্ষ্ট ১৮২৮ অব্দে স্বদেশে যাত্রা কবেন। তাঁহার সময়ে (১৮২৩ অব্দে) বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে বিদ্যাশিক্ষাব তদ্বাবধানার্থ কলিকাতায় একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত এবং ১৮২৪ অব্দে সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক উইল্‌সন সাহেবেব উদ্যোগে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। শাসনকার্য্যে লর্ড আমহর্ষ্টেব তাদৃশ যোগ্যতা ছিল না। তাঁহার সময়ে আয় অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছিল।

### লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্, ১৮২৮-১৮৩৫ ।

লর্ড আমহর্ষ্টের পব লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের পদে নিয়োজিত হন। ২০ বৎসর পূর্বে বেলোড়ের সিপাহি-বিদ্রোহেব সময় লর্ড বেণ্টিঙ্ক্ মাদ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। সিপাহিদিগের বিদ্রোহাচরণে বিরক্ত হইয়া, ডিরেঙ্ক্টরেবা সে সময়ে লর্ড বেণ্টিঙ্ক্কে অন্তায়রূপে পদচ্যুত করেন, শেষে লর্ড বেণ্টিঙ্কের গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে ভারতবর্ষের সর্ব প্রধান শাসন-কর্তার পদ দেন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক্ এখন ভারতবর্ষের সর্ব প্রধান শাসনকর্তা হইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সাত বৎসর কাল কোম্পানির রাজ্য শাসন

কবেন । এই সাত বৎসরে রাজ্যের যথোচিত উন্নতি সাধিত হয় । ইঙ্গরেজেরা যে, এদেশেব মঙ্গল সাধনে যত্নবান্ এবং এতদেশীয়দিগের অবস্থা উন্নত করিতে তৎপর, তাহা ভারতের ইঙ্গবেজ-বাজস্বেব ইতিহাসে এই লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসন-সময় হইতেই পবিস্ফুট হয় । স্মলেখক লর্ড মেকলে যথার্থই বলিয়াছেন, “তিনি (লর্ড বেণ্টিঙ্ক) নিষ্ঠুরতা-সূচক নিয়ম সকল বহিত কবিয়াছেন, অপকৃষ্ট ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়াছেন, আপনাদের অভিমত অভিব্যক্ত কবিতো সাধারণকে স্বাধীনতা সমর্পণ কবিয়াছেন এবং শাসনাধীন লোকের জ্ঞান ও ধর্মের উৎকর্ষসাধনে সর্বদা চেষ্টা পাইয়াছেন\* ।”

রাজ্যের উৎকর্ষ-সাধন ।—ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে অনেক ব্যয় হইয়াছিল ; এজন্য কোম্পানিকে অনেক পবিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় । লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এ দেশে আসিয়াই বাজস্বেব উৎকর্ষ-সাধনে মনোনিবেশ কবেন । এ সম্বন্ধে তিনটি উপায় অবলম্বিত হয় । প্রথম, ব্যয়সংক্ষেপ, ইহাতে বার্ষিক দেড় কোটি টাকা ব্যয় কমিয়া যায় । দ্বিতীয়, যে সকল ভূমি অশ্রায়রূপে কব-বিমুক্ত হইয়াছিল, তৎসমুদায় হইতে কব গ্রহণ । তৃতীয়, মালবেব অহিফেনেব উপব গুস্ত গ্রহণ । এই তিন উপায়ে বাজস্বেব উন্নতি সাধিত হয়, ব্যয়ও অনেক পরিমাণে কমিয়া যায় ।

সতীদাহ-নিবারণ এবং ঠগদিমম ।—লর্ড উইলিয়ম

\* কলিকাতায় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের যে প্রতিমূর্তি আছে, তাহার নিম্নে লর্ড বেণ্টিঙ্কের গুণগ্রামের বর্ণনা-লিপি ক্ষোদিত বহিয়াছে । উক্ত লিপিকে মেকলে লর্ড বেণ্টিঙ্কের সংকীর্ণ এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ।

বেন্টিঙ্কের দুইটি প্রধান কীর্তির একটি সতীদাহ-নিরারণ, অপরটি ঠগিদমন। সহমরণ-প্রথা বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুবা উহা আপনাদের ধর্মসঙ্গত, স্মৃতরাং অবশ্য প্রতিপালনীয় মনে করিতেন। পতিপ্রাণা অবলারা পতির প্রতি প্রগাঢ় অনুবাগপ্রযুক্ত এবং অন্তিমে অনন্ত পুণ্য-সঞ্চয়ের বাসনায কোন কোন সময়ে মৃত পতিব পার্শ্বে জলস্ত চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করিত বটে, কিন্তু অনেক স্থলে তাহা-দিগকে বলপূর্ব্বক বা কৌশলক্রমে শবাব সহিত দগ্ধ কবা হইত। ভারতবর্ষের সকল স্থলে বহুলোকেব সাংসারে সর্বদা এইরূপ নাবীহত্যা হইতে। মোগল সম্রাট্‌ আকবর শাহ একবার এই প্রথানিবাণ কবেন। কিন্তু উহাব মূলোৎপাটন কবিতে পারেন নাই। ইঙ্গবেজেরাও প্রথমে হিন্দুদের ধর্মহানির আশঙ্কায় এই প্রথাব বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন কবিতে সাহসী হন নাই। ১৮১৭ অব্দে এক বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে এইরূপে ৭০০ বিধবা নাবীব প্রাণ বিনষ্ট হয়। ১৮২৩ অব্দে বঙ্গদেশের ৫৭৫টি অবলা পতিব চিতানলে প্রাণত্যাগ করে। ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে প্রথমে ডাক্তব জন্‌স্‌ নামক একজন বিচক্ষণ খ্রীষ্টধর্ম-প্রচারক সহমরণ-প্রথাব বিরুদ্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ কবেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। কিন্তু বধন এ সংঘর্ষে ইঙ্গরেজদিগের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন বঙ্গদেশের একজন প্রকৃত সংস্কারক ও প্রকৃত ধার্মিক পুরুষ এই কুপ্রথাব উচ্ছেদসাধনে কৃতহস্ত হন। এই প্রকৃত সংস্কারক ও প্রকৃত ধার্মিক পুরুষের নাম রাজা রামমোহন রায়। ইঙ্গলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর ইহার জন্মস্থান। ইনি বাঙ্গালা,

সংস্কৃত, আরবী, পাবসী ও ইঙ্গবেঙ্গীতে ব্যুৎপন্ন হইয়া পৌত্তলিকতার পরিবর্তে একেশ্বরের উপাসনাপ্রথা প্রবর্তিত করেন। মহাত্মা রাজা বামমোহন রায় শাস্ত্রীৰ বচন উদ্ধৃত করিয়া অকাট্য যুক্তির সহিত অকুতোভয়ে সহমবণের দোষ দেখাইতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের হস্তে ভাবতবর্ষের শাসন-কর্তৃত্ব সমর্পিত হইল। লর্ড বেণ্টিঙ্ক, রাজা বামমোহন রায় এবং অন্যান্য সদাশয় ব্যক্তির সহিত পবামর্শ করিয়া এই প্রথাৰ উচ্ছেদসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। চাৰি দিক্ হইতে নানাক্রম আপত্তি হইতে লাগিল। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বেণ্টিঙ্কের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল না। ১৮২৮ অব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর সহমরণ আইন দ্বারা প্রতিষেধিত হইল।

বহুকাল হইতে এতদ্দেশে ঠগ নামক নবহত্যাকারীদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহাদেব দলে অনেক লোক থাকিত। ইহাবা বণিকের বেশে, সন্ন্যাসীৰ বেশে ভাবতবর্ষের নানা স্থানে বেড়াইত এবং পথিকদিগকে ভুলাইয়া তাহাদেব গলাৰ ফাঁস দিয়া বধ করিত, পবে নিহত ব্যক্তির কাছে যাহা যাহা থাকিত, তৎসমুদয় আপনাবা লইত। ইহারা আপনাদেব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালীৰ পূজা করিয়া এইরূপে নরহত্যা কবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইত। প্রতিবৎসব প্রায় দশ হাজাব লোক ঠগেব হাতে জ্ঞান হাবাইত। লর্ড বেণ্টিঙ্ক ঠগিনিবারণ জন্ত একটি স্বতন্ত্র কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কাপ্তেন স্টিমান এই কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। স্টিমান এবং তাঁহাব সহযোগীদেব যত্নে ক্রমে বহুসংখ্য ঠগ ধরা পড়ে এবং ক্রমে তাহাদেব উপদ্রব তিরোহিত হইয়া আইসে।

নূতন সনন্দ, ১৮৩৩ ।—লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসন-সময়ে কোম্পানির ১৮১৩ অব্দের সনন্দেব মেয়াদ অতীত হয়, সুতরাং কোম্পানি ১৮১৩ অব্দে আর ২০ বৎসরের জন্য আবার সনন্দ লাভ করেন। এই সনন্দে কোম্পানির চীনদেশের বাণিজ্য ব্যবসায়ও একেবারে বহিত হয়। কোম্পানি এখন কেবল ২০ বৎসরের জন্য আপনাদেব উপার্জিত রাজ্য ভোগ কবির অধিকার লাভ করেন। এই সূত্রে স্থিতি হয় যে, (১) সকৌন্সিল গবর্নর জেনেবল ভাবতবর্ষের সমুদয় ইঙ্গবেজাধিকৃত স্থানের জন্য ব্যবস্থা প্রণয়ন কবিবেন; (২) গবর্নর জেনেবলের মন্ত্রিসভায় সেনাপতি ব্যতিবিক্ত চারি জন সদস্য থাকিবেন। চতুর্থ সদস্য ব্যবস্থা-সচিব ইঙ্গলণ্ড হইতে নিয়োজিত হইয়া আসিবেন; (৩) উত্তর পশ্চিম প্রদেশের জন্য এক জন “লেফ্টেনেন্ট গবর্নর” নিয়োজিত হইবেন; (৪) ইউরোপীয়েরা এদেশে আসিয়া কোম্পানির অধিকার মধ্যে জমী লইয়া বাস কবিতে পাবিবে, (৫) ভাবতবর্ষীয়েরা উগরুক্ত হইলেই জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সমুদয় রাজকীয় কার্যে নিযুক্ত হইতে পাবিবে; (৬) আইনসমূহের সংস্কাৰ ও বিধিবদ্ধকরণ জন্য “ল কমিসন্” নামে একটি সভা স্থাপিত হইবে। ব্যবস্থা-সচিব মেকলে সাহেব “ল কমিসনের” প্রথম সভাপতি হন। তিনি এই সময়েই ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন।

মহীশূর রাজ্যের শাসনভারগ্রহণ এবং কুর্গ অধিকার ।—১৭৯৯ অব্দে মহীশূর রাজ্যের এক অংশের শাসন-ভার পূর্বতন হিন্দু রাজার হস্তে সমর্পিত হয়। উপস্থিত-সময়ে (১৮৩৬ অব্দে) মহীশূরের হিন্দু রাজা সাতিশয় বিলাসপ্রিয় ছিলেন, নানা

প্রকারে অর্থেব অপচয় করিতেন। এজন্য রাজ্যের সমস্ত কর্তৃত্ব ইঙ্গরেজ-কর্মচারিগণের হস্তে সমর্পিত হয়। ১৮৮১ অব্দেব মার্চ মাসে মহীশূবেব শাসন-ভার আবার পূর্বতন রাজবংশীয়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। কুর্গের অধিপতি চিকু বীবরাজ সাতিশয় অত্যাচাবী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। তাঁহাব দৌবাত্ম্যপ্রযুক্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ১৮৩৪ অব্দে কুর্গে একদল সৈন্য প্রেবণ করেন। যুদ্ধে চিকু বীববাজের পবাজয় হয়। তদীয় রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয়।

এতদ্ব্যতীত বেণ্টিক্লেব শাসন-সময়ে আর দুইটি সানান্য উৎপাত ঘটে। ১৮৩১ অব্দে তিতুমীব নামক একজন মুসলমান হিন্দুদিগকে আক্রমণ কবে, এবং তৎপববর্তী বৎসব ছোট নাগপুবেব কোলেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠে। শেষে ইহাবা সকলেই পরাজিত হয়। ইঙ্গবেজেবা এই সময়ে কাছাড় প্রদেশ অধিকাব কবেন।

**শাসনসংক্রান্ত নিয়ম।**—এপর্যন্ত লর্ড কব্ণওয়ালিসেব প্রবর্তিত নিয়ম অনুসাবে বিচাবালয় প্রতৃতিব কার্য চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই সকল নিয়মের পবিবর্তন আবশ্যক হইয়া উঠিল। প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট দ্বারা যথানিয়মে বিচার-কার্য সম্পাদিত হইত না, এজন্য ভৎসমুদয উঠিয়া গেল। কলেক্টরেরা আবার ফৌজদারী মোকদমার বিচারের ভার পাইলেন। কয়েকটি জেলা লইয়া এক একটি বিভাগের সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক বিভাগে এক একজন কমিশনর নিযুক্ত হইলেন। জেলার জজেরা প্রতিমাসে এক এক বাব দায়রার মোকদমার বিচারের ভার পাইলেন। তাঁহাদের মাজিস্ট্রেট কার্য

কলেক্টরদিগের হস্তে সমর্পিত হইল। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে একটি রেবিনিউ বোর্ড এবং উক্ত প্রদেশেব মোকদ্দমার আশীল শ্রনিবার নিমিত্ত এলাহাবাদে একটি সদব আদালত স্থাপিত হইল। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভূমি কখন সুবন্দোবস্ত ছিল না। তৎপ্রযুক্ত কৃষি-কার্য্যে উন্নতি হয় নাই। প্রজাবাও ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়ে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এই অনিষ্টের প্রতি-  
বিধান জন্ত ১৮৩৩ অব্দেব ৯ আইন বিধিবদ্ধ কবিলেন। প্রজা-  
দেব সহিত ৩০ বৎসরের জন্ত বন্দোবস্তেব নিয়ম হইল।  
ভূমি সীমা ও স্বত্ব-সংক্রান্ত বিবাদ মিটাইবাব ভার কলেক্টরেবা  
পাইলেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এতদেশীয়দিগকে উচ্চতর বাজকীয়  
কার্য্যে নিযুক্ত কবিত্তে ইচ্ছুক হইবা “ডেপুটি কলেক্টর” ও “সদর  
আলা” (বর্তমান সবর্ডিনেট জজ) পদেব সৃষ্টি কবিলেন। এই  
উভয় পদে এতদেশীয়েবাই নিযোজিত হইতে লাগিলেন। এত-  
দেশীয়দিগকে এইকপ উচ্চতর বাজকীয় পদ সমর্পণ করাতে ইঙ্গ-  
বেজেবা লর্ড বেণ্টিঙ্কেব বিনোদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু  
তাহাতে বেণ্টিঙ্ক বিচলিত বা কর্তব্য-বিমুখ হন নাই।

খন্দদিগের সামাজিক প্রথার সংস্কার এবং রাজ-  
পুতদিগের কন্যাবধ-প্রথার নিবারণ-চেষ্টা।—উড়ি-  
ষ্যার পার্শ্বত্যা প্রদেশে খন্দ নামক অসভ্য জাতিব বাস। ইহাদেব  
বিশ্বাস ছিল যে, নরশোণিতে পৃথিবীকে পবিত্রুষ্ট কবিত্তে না  
পাবিলে ভূমি উর্ব্বা-শক্তিব বৃদ্ধি হয় না। ইহারা এই বিশ্বাসের  
বশবর্তী হইয়া নিরতিশয় নৃশংসরূপে নব হত্যা করিত। খন্দ-  
দিগের এই ভয়ানক সামাজিক প্রথার উন্মূলনের চেষ্টা হয়।  
বহুকাল হইতে রাজপুতদিগেব মধ্যে কন্যাহত্যার প্রথা প্রচলিত

ছিল। কল্যাস্তানের দিবাহে রাজপুতদিগের অনেক অর্থ ব্যয় হইত, বিশেষ সকল সময়ে সমান মর্যাদাপন্ন পাঁচ পাওয়া যাইত না। এক্ষণে রাজপুতেরা শিশু কল্যাস্তানকে অনশনে বাধ্য বা অহিফেন খাওয়াইয়া মাঝিয়া ফেলিত। ১৭৮৯ অব্দে বাবা-শমীব বেসিডেন্ট জনাথন ডনকান সাহেব প্রথমে ঐ কুপ্রথা বিষয় অবগত হন। তিনি বোম্বাইয়ের গবর্নর হইয়া উহা নিবারণ কবিত্তে অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু উহা সম্যক্ তিরোহিত হয় নাই। ১৮৩৪ অব্দে উইলকিন্স এবং উইলোবি সাহেব ঐ কুপ্রথা উচ্ছেদে যত্নশীল হন। তাঁহাদের চেষ্টা অনেকাংশে সফল হয়। লর্ড বেণ্টিঙ্ক এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহ দেন।

**ইঙ্গরেজী বিদ্যাশিক্ষার প্রবৃদ্ধি।**—কোম্পানি এতদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ যে এক লক্ষ টাকা দান করিতেন, তাহা সংস্কৃত ও পালি ভাষায় অনুশীলনেই ব্যয় হইত। উপস্থিত সময়ে শিক্ষা-সমিতির সদস্য মেকেল ও ট্রিলিয়ান সাহেব ইঙ্গবেজী শিক্ষার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁহাদের প্রস্তাব সঙ্গত বোধ করিয়া, ১৮৩৫ অব্দে মার্চ মাসে কোম্পানির প্রদত্ত টাকা ইঙ্গবেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার আদেশ দেন। এই অবধি ইঙ্গবেজী বিদ্যাশিক্ষার প্রবৃদ্ধি হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত লর্ড বেণ্টিঙ্ক চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্ত ১৮৩৫ অব্দে কলিকাতায় “মেডিকেল কলেজ” স্থাপন করেন।

১৮৩৫ অব্দে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে যাত্রা করেন। তিনি সাতিশয় উদার-চরিত ও কর্তব্য-পবায়ণ গবর্নর জেনারেল



ছিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রজাহিতৈষী গবর্ণর জেনেরল অতি অল্পই ভারতবর্ষে পদার্পণ কবিয়াছেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্কেব সময়ে মহাত্মা রাজা বামমোহন বায় ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন (১৮২৯), এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক “প্রভা-কব” সংবাদ পত্র প্রচাৰিত হয় (১৭৩০)। রাজা বামমোহন রায় দিল্লীর সম্রাটের পক্ষসমর্থনार्थ ১৮৩০ অব্দে ইঙ্গলণ্ডে যাত্রা করবেন। সেইখানেই তাহার পবলোক প্রাপ্তি হয়।

### লর্ড মেটকাফ, ১৮৩৫-১৮৩৬।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কেব পর কৌন্সিলের প্রধান সদস্য ছাব চার্লস্ (পরে লর্ড) মেটকাফ কিছুকাল গবর্ণর জেনেবেলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইহাব সময়ে মুদ্রণ স্বাধীনতা সমর্পিত হয়। লর্ড মেটকাফ কেবল এই একটি মাত্র কার্য্যেই ইতিহাসে আপ-নার অক্ষর কীর্ত্তি বাখিষা গিয়াছেন।

সংবাদপত্র-সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম, ১৭৮১-১৮৩৫।—পূর্বে কি ইঙ্গবেঙ্গী, কি বাঙ্গালা, কোন সংবাদ-পত্রেবই স্বাধীনতা ছিল না। প্রথম গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময়ে ভারতবর্ষে প্রথম ইঙ্গবেঙ্গী সংবাদ-পত্র প্রকা-শিত হয়। ঐ সময়ে হিকি নামক এক জন সাহেব, হিকির গেজেট নামে একখানি সংবাদ-পত্র প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, এই হিকির গেজেটই ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সংবাদ-পত্র। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে উহা প্রচারিত হয়। হিকি সাহেবের গেজেটে সংবাদপত্রের উপযুক্ত ধীরতা বা গাভীর্বা ছিল না। সম্পাদক

অনেক সময়ে, ব্যক্তি বিশেষকে অন্যান্যরূপে আক্রমণ করিতেন। যাহা হউক, হেষ্টিংসের পৰ, লর্ড করণওয়ালিস ও স্তার জন্ শোরের শাসন-সময়ে সংবাদ-পত্র ক্রমেই উন্নতিব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। লর্ড করণওয়ালিসের প্রতি এই সকল সংবাদ-পত্রের কোন রূপ আক্রোশ বা অশ্রদ্ধা ছিল না। ইহাতে গবর্ণমেন্টের সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ হইত, তাহা করণওয়ালিসের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা কবিরূপে লেখা হইত। কিছু লর্ড ওয়েলেসলি যখন ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আই-সেন, তখন ইঙ্গবেঙ্গদিগের সহিত, ফরাসীদিগের ঘোবতব বিবাদ চলিতেছিল। ফরাসীগণ ঐ সময়ে ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজদের ক্ষমতা লোপ কবিরূপে, আপনাদের আধিপত্য স্থাপন কবিতো উৎসুক ছিল। ঐ সঙ্কটাপন্ন সময়ে, ইঙ্গবেঙ্গ গবর্ণমেন্টকে বিশেষ সাবধানে ও ধীরভাবে কার্য্য কবিতো হইয়াছিল যদি সংবাদ-পত্রে যুদ্ধের কোন সংবাদ বাহির হয়, অথবা সম্পাদক না বুঝিবা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে কোন বিষয় প্রকাশ কবেন; এই আশঙ্কায় লর্ড ওয়েলেসলি সংবাদ-পত্রের সম্বন্ধে একটি নিয়ম বিধিবদ্ধ কবেন। এই নিয়ম অনুসারে সংবাদ-পত্রের এক জন পবীক্ষক নিযুক্ত হন, এবং সম্পাদক ও পত্রাধিকারীর জ্ঞাত কতকগুলি বিধি প্রস্তুত হয়। এই বিধি লঙ্ঘন করিলেই ইঙ্গরেজ সম্পাদক ও পত্রাধিকারীদিগকে \* ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে হইত, এবং ভারতবর্ষে বাস করিবার জন্য

\* এই সময়ে এতদেবীয় ভাষায় কোন সংবাদপত্র ছিল না; সুতরাং কেবল ইঙ্গরেজী সংবাদপত্রের সম্পাদক প্রভৃতির জন্যই এই বিধি প্রণীত হয়।

তাহাদের যে সমস্ত অমুমতি-পত্র \* থাকিত, তৎসমুদায় রদ করা হইত।

লর্ড মিণ্টো'র শাসন-সময়েও (১৮০০-১৮১৩) সংবাদ-পত্র সকল এইরূপ অবস্থায় থাকে। তখনও গবর্নমেন্টের কর্মচারি-গণ সংবাদ-পত্র হইতে নানারূপ আশঙ্কা কবিতেন, সুতরাং তখন সংবাদপত্রের অবস্থা পূর্বারূপে উন্নত হয় নাই। সে সময়ে ভাবতবর্ষীয়দিগকে অজ্ঞানে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যেন গবর্নর জেনেরলের অভিপ্রায় ছিল। যদি স্বাধীন রাজ্যে অথবা সাধারণ প্রজাদের মধ্যে, জ্ঞানের কোনরূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে গবর্নমেন্ট সে বিষয়ে কোন উৎসাহ দিতেন না †। সংবাদ-পত্র হইতে কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞানো-

\* ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন-সময়ে, শাসন-সংক্রান্ত কর্মচারী ভিন্ন, অপর যে সমস্ত ইঙ্গরেজ বিলাত হইতে ভারতবর্ষে আসিতেন, তাহাদিগকে এ দেশে বাস করিবার জন্য এক এক খানি অমুমতি-পত্র দেওয়া হইত। ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট ইচ্ছা করিলে ঐ অমুমতি-পত্র রদ করিতে পারিতেন।

† এ বিষয়ে একটি কৌতুকাবহ ঘটনা দেওয়া যাইতেছে। কাপ্তেন সিডেনহাম এই সময়ে হায়দরাবাদে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সম্বন্ধে নিজামের কৌতুহল নিবারণের জন্য একটি বাণুনিকাশন যন্ত্র, একটি মুদ্রাবন্ত্র এবং একখানি বুদ্ধপ্রাহাঙ্গের নমুনা আনয়ন করেন। সিডেনহাম এই বিষয় গবর্নমেন্টের প্রধান সেক্রেটারিকে জানাইলে সেক্রেটারি মুদ্রাবন্ত্রের নামে একটি ভয়ানক বিপরিকল্পিত একজন দেশীয় রাজার হাতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া, রেসিডেন্টকে বিলম্ব করিবার করেন। রেসিডেন্ট তিরস্কৃত হইয়া, লিখিয়া পাঠান, “এবিষয়ে গবর্নমেন্টের কোনরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। মুদ্রাবন্ত্রের প্রকৃতি নিজাম কিছুই মনোযোগ দেন না। এক্ষণে উহা বিশুদ্ধ ভাবে ভাষাভাষায় পড়িয়া রহিয়াছে। সুতরাং সত্যতার এই ভয়ানক

জীবিত সম্ভাবনা আছে দেখিয়াই লর্ড মিণ্টো সংবাদ-পত্রের অবস্থা উন্নত করিতে কিছুমাত্র যত্ন কবেন নাই ; সুতরাং 'ওয়েলসলি যে পবীক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত করিয়া যান, তাহাই সে সময়ে প্রবল থাকে । এই প্রণালীর অধীনে সংবাদ-পত্র সকল লর্ড মিণ্টোর শাসনকাল এবং লর্ড হেষ্টিংসের শাসনসময়ের প্রথম-মাংশ পর্য্যন্ত নিতান্ত দুর্বলস্থায় থাকে । কিন্তু এই শেষোক্ত গবর্নর জেনেবল লর্ড মিণ্টো অপেক্ষা উদারপ্রকৃতি ছিলেন । সুতরাং তিনি কাল বিলম্ব বা কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া, সাধারণকে জানাইলেন যে, প্রকাশ্য সংবাদ-পত্রে গবর্নমেন্টের কার্য্য সমালোচিত হওয়া উচিত । শাসন-কর্ত্তা যতই সদভিপ্রায়ে ও পবিত্রভাবে কার্য্য কবিবেন, ততই তিনি সাধারণকে তাহাব কার্য্যের সমালোচনা কবিতে দিতে সম্মত হইবেন ।

গবর্নর জেনেবল এই অভিপ্রায় প্রকাশের পর, সংবাদ-পত্রে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের যে ব্যাঘাত ছিল, তাহা ক্রমে শিথিল হইয়া আইসে । ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে "কলিকাতা জর্নাল" নামক আব একখানি ইঙ্গবেঙ্গী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয় । উহা বিশেষ দক্ষ-ভাবে সহিত সম্পাদিত হইতে থাকে এবং উহাব মত সকল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক স্বাধীন ভাবে ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিবেচনার সহিত প্রকাশ পাইতে থাকে । গবর্নমেন্টের কার্য্য এই প্রথমে, সমান তেজে ও সমান সুবিচারে আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হয়, এবং গবর্নমেন্টের দৃষ্টবুদ্ধি কর্ম্মচারিগণ এই প্রথমে, সাধারণের সমক্ষে সমান তিরস্কৃত ও সমান নিন্দিত হইয়া উঠেন ।

অল্প সুব্যবহৃত হইয়া কোনও অনিষ্টের উৎপত্তি করিতে পারিবে না । যদি গবর্নমেন্ট ইহাতেও ভীত হন, তাহা হইলে উহা জ্যান্না ফেলা বাইবে ।"

এই সময় মিশনবিদ্দিগের যত্নে শ্রীরামপুর হইতে প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রচার হয়। কৌন্সিলের সদস্য জন্ আডাম সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিবোধী ছিলেন। কিন্তু হেষ্টিংস ইহাতেও অবিচলিত থাকেন। আডামের পবামর্শে তিনি স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশের পথে কোন কণ্টক দেন নাই, অথবা আডামের মন্ত্রণায় তিনি সংবাদপত্রের স্বক্কে কোনরূপ গুরুতর ভার চাপাইয়া বাধেন নাই।

কিন্তু হেষ্টিংসের কার্যকাল শেষ হইল। তিনি ভাবতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। এই অবসবে জন্ আডাম আবাব জাগিয়া উঠিলেন। ১৮২৩ অব্দে তিনি কিছু কালের জন্য ভাবতবর্ষের গবর্ণর জেনেবল হইলেন। স্মৃতবাং নিজের বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহার কোনরূপ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল না। অবিলম্বে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আবাব স্মৃতিষ্ক অস্ত্র উত্তোলিত হইল। কলিকাতা জর্গালের সম্পাদক বাকিংহাম সাহেব ভাবতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত হইলেন। আডাম সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিবার অস্ত্র কঠোর নিয়ম প্রস্তুত করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন না। ১৮২৩ অব্দের ১৪ই মার্চ ও ৫ই এপ্রেল ঐ সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল। ঐ আইনে সংবাদপত্র সকল পদার্থ-শূন্য হইল এবং তাহাদের জীবনী শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

লর্ড আমহর্স্ট বোধ হয়, আডামের এই কঠোর বিধি পরিপোষক ছিলেন না। কিন্তু আডামের আইন অল্প সময়ের মধ্যে, প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে প্রত্যেক শাসন-সংক্রান্ত কর্ম-চারীর অনুমোদিত হইয়াছিল, স্মৃতবাং আমহর্স্ট প্রথমে এ দেশে আসিয়া, বাধ্য হইয়া ঐ আইন অনুসারে কার্য্য করিতে

প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে আডামের প্রবর্তিত নিয়ম কিছু কাল অটল থাকিল। পবে আমহর্ষ্ট যখন হৃদয়রূপে বিচার কবিত্তে লাগিলেন, তখন তিনি এই অত্যাচারের নিতান্ত বিরোধী হইয়া উঠিলেন। এই জন্ত স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সম্বন্ধে যে সমস্ত বাধা ছিল, তাহা আবাব ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। আমহর্ষ্টের রাজ্য শাসনের শেষ হই বৎসব কোনরূপ গোলযোগের চিহ্ন বর্তমান বহিল না। মুক্ত-স্বাধীনতার সম্বন্ধে সমস্ত অবিচার তিবোহিত হইল এবং সংবাদ-পত্র সকল শান্তভাবে ও নীরবে আপনাদেব কার্য সাধন ক রিতে লাগিল।

ইহার পর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিন্‌ ভারতবর্ষেব গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিলেন। তাঁহার প্রকৃতি উদার ছিল। তিনি এখানে আসিয়াই সংবাদপত্র সকলকে হৃদয়ঙ্গম বন্ধুর জ্ঞায় আলিঙ্গন করিলেন। এই সময় জাভ চার্লস্ মেটকাফ্ ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপকসভার সভ্য ছিলেন। পাঁচ বৎসর পূর্বে মেটকাফ্ তাঁহার একজন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, “আমি যদি রাজ্যের অধিপতি, প্রভু বা কর্তা হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সংবাদপত্র সমুদয়কে স্বাধীন ভাবে কার্য কবিত্তে দিব।”

লর্ড বেন্টিন্‌কেব মন্ত্রি-সভা আডামের প্রবর্তিত আইন রদ করিবার জন্ত তখন কতিপয় নিয়ম প্রস্তত করিবাব আবশ্যকতা বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। বাহা হউক, এই সময়ে কলিকাতার লোকে মুক্ত-স্বাধীনতার সুবাবস্থা করিত্তে বিশেষ উৎসুক হন, এবং ১৮৩৪-৩৫ অব্দের পীতকালে যখন জাভ চার্লস্ মেটকাফ্ এলাহাবাদে যাত্রা করেন

ঊর্ধ্বম সকলে, জন্ আডাক সংবাদপত্রের সম্বন্ধে যে সমস্ত আইন করিয়া গিয়াছেন, তাহা রদ করিবাব জন্ত গবর্ণর জেনেবলের নিকট এক থানি আবেদন সমর্পণ করেন । ১৮৩৫ অক্টোব ২৭এ জাহ্নুয়ারি এই আবেদন গবর্ণর জেনেবলের নিকট পহুছে । গবর্ণর জেনেবল আবেদনকাবিদিগকে উত্তর দেন, “মুদ্রণ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে পূর্বকার অসন্তোষকর আইন মন্ত্রি-সভার মনোযোগ আকর্ষণ কবিয়াছে । গবর্ণর জেনেবলের বিশ্বাস এই যে, অল্প সময়ের মধ্যেই এ বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র নিয়ম বিধিবদ্ধ হইবে ।” কিন্তু এই “অল্প সময়ের মধ্যেই” লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে বাত্মা কবেন, এবং স্ত্রাব চার্লস মেটকাফ তাঁহার স্থলে ভাবত-বর্ষীয় গবর্ণমেন্টের অধ্যক্ষ হন ।

মুদ্রণ-স্বাধীনতা সমর্পণ, ১৮৩৫ ।—মেটকাফ এক্ষণে “অধিপতি, প্রভু ও কর্তা” হইলেন । সুতরাং এত কাল তিনি যে সুযোগ দেখিতেছিলেন, তাহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল । মেটকাফ কাল-বিলম্ব করিলেন না । লেখক চুড়ামণি নেকলে এই সময়ে মন্ত্রি-সভার সভ্য ছিলেন, তিনিও মেটকাফের মতেব অনুমোদন করিলেন । ১৮৩৫ অক্টোব এপ্রেল মাসে মুদ্রণ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে আইন লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইল । ১৮২৩ অক্টোব বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে এবং ১৮২৫ ও ১৮২৭ অক্টোব বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মুদ্রণ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম করা হয়, তাহা এই আইনে রদ হইয়া গেল । এই আইনের স্থলমর্ম এই— ব্রিটিশ রাজ্যে যে সমস্ত সংবাদপত্র আছে বা হইবে, তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশকদিগকে, যে যে বিভাগে ঐ সমস্ত সংবাদপত্র বাহির হইবে, সেই সেই বিভাগের মাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত

হইয়া, আপনাদের নাম ধাম প্রকাশ করিতে হইবে। এই অবধি সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক, পত্রিকা ও কাগজাদিতেই মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম থাকিবে। বাহাব মুদ্রায়ত্ত্ব থাকিবে, তাহাকেই ষথানিয়মে তদ্বিষয় স্বীকার কবিতে হইবে। বাহাবা এই আইনের কোন ধাবাব বিরুদ্ধে কাজ কবিবে, তাহাদেব জরিমানা ও কাবাবাসদও হইবে। সংবাদপত্রাদিবে প্রকাশক ও মুদ্রায়ত্ত্বের অধিকাবীব নাম ধাম প্রকাশ কবা বাতীত নূতন আইন মুদ্রণ-স্বাধীনতায় আব কোনকপে হস্তক্ষেপ করিবে না।

প্রস্তাবিত আইন প্রচলিত হওযাতে এই একটি মহৎ ফল হইল যে, যিনি বাহা কিছু ছাপাইবেন, সে বিষয়েব দায়িত্ব তাঁহাবই রহিল; অর্থাৎ একজনেই মুদ্রণ-সংক্রান্ত সমুদায় বিষয়ের দায়ী না হইয়া সকলেই আপন আপন বিষয়েব জন্ত দায়ী রহিলেন; সুতরাং সকলেই আপনাব দায়িত্ব রক্ষিয়া পুস্তকে বা সংবাদপত্রাদিতে স্বাধীন ভাবে আপন আপন মত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা পাইলেন। ১৮৩৫ অব্দেব ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে এই আইন অনুসাবে কার্য্য আবস্ত হইল। ভারতের ইতিহাসে ইহা একটি প্রধান দিন, এবং ভারতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের উচ্চতব কার্য্যসাধনেব ইহা একটি প্রধান সাক্ষী। কলিকাতা-বাসিগণ এই প্রধান ঘটনাব সাক্ষীভূত প্রধান দিনেব কোন শ্রবণ-চিহ্ন স্থাপনের জন্ত উদ্যত হইলেন। অবি-লম্বে, চাঁদা কবিয়া অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। সংগৃহীত অর্থে ভাগীবধীব তীরে একটি সুপ্রশস্ত, সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মিত হইল। সাধাবণেব ব্যবহারার্থ উহাতে একটি পুস্তকালয় করা হইল। মেট্রিকের প্রস্তরময়ী অর্ধ প্রতিমূর্তি ঐ



পুস্তকালয় শোভিত করিল। “১৮৩৫ অব্দেব ১৫ই সেপ্টেম্বরে জ্ঞান চার্লস্ মেটকাফ্ মুদ্রণ-স্বাধীনতা দিয়াছেন,” এই মর্মে একখানি ক্ষোদিত লিপি ঐ সাধারণ পুস্তকালয়ে স্থাপিত এবং মেটকাফের চিবস্মরণীয় নামে ঐ অট্টালিকার নাম “মেটকাফ্ হল” হইল।

### লর্ড অক্লামণ্ড, ১৮৩৬-১৮৪২ ।

লর্ড মেটকাফের পূর্ব লর্ড অক্লামণ্ড ১৮৩৬ অব্দে তাবতবর্ষের গবর্ণর জেনেবলেব পদে অধিবোধন করেন। এই সময় হইতে আবার যুদ্ধ ও পর-বাজ্যাধিকার আবস্ত হয়। ২০ বৎসর কাল এই গোলযোগ থাকে। উপস্থিত সময়ে সমস্তই শাস্তিপূর্ণ বোধ হইয়াছিল। কিন্তু লর্ড অক্লামণ্ড হঠাৎ আতঙ্কে অধীর হইয়া শাহ সুলতানকে কাবুলের সিংহাসন সমর্পণ কবিত্তে চেষ্টা করেন। এই চেষ্টায় আফগানিস্তানে সমবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তত্রত্য সমস্ত ব্রিটিশ সৈন্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

### আফগানিস্তানের দোরবারাণী ভূপতিগণ, ১৭৪৭-

১৮২৬।—অহম্মদ শাহ দোরবারাণী ১৭৪৭ অব্দে আফগানিস্তানে আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি হিরাত হইতে পেশবার পর্য্যন্ত এবং কান্দাহার হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে আপনায় জয়-পতাকা উড়াইয়া দেন। পানিপথে তাঁহার সহিত যুদ্ধে (১৭৬১) মারাঠাদিগের পরাক্রম খর্ব্ব হয়। কিন্তু অহম্মদ শাহ ভারত-সাম্রাজ্য জয় করিতে মনোযোগী হন নাই। তিনি কাবুল এবং কান্দাহার, এই দুই রাজধানীতে সর্বদা বাস করিতেন। তাঁহার

বংশীয়েবা সিংহাসনের জন্ত পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন। পবিশেষে ১৮২৬ অব্দে ববাকজীর বংশেব প্রধান দোস্ত মহম্মদ “আমীব” উপাধি গ্রহণ পূর্বক স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ কবেন। কাবুলেব পূর্বতন অধিপতি শাহসুজা ইঙ্গরেজদিগের আশ্রয়ে লুখিয়ানায় অবস্থিতি কবিতৈ থাকেন।

কাবুলের অধিপতিগণের সহিত ইঙ্গরেজদিগের সংশ্রব।—লর্ড ওয়েলেসলিৰ সময় হইতে ইঙ্গবেজেরা আফগানিস্তানের তুপতিগণেব সহিত সংশ্রব বাখিবাব জন্ত সচেষ্ট হন। এই সময়ে (১৮০০) জেমান শাহ লাহোবে আসিয়াছিলেন। পাছে তিনি অহম্মদ শাহেব পথ অহুসবণ করিয়া ভাবতবর্ষে গোলযোগ বাঁধান, ইঙ্গরেজেবা সে জন্ত শঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যে রণজিৎসিংহ পবাক্রান্ত হইয়া উঠাতে এই আশঙ্কাব উন্মূলন হব। ইহাব পব ফবানীদিগেব ভাবতবর্ষ আক্রমণেব আশঙ্কায় ১৮০৯ অব্দে লর্ড মিন্টো মাউণ্টষ্টুয়ার্ট এলফিনষ্টোনকে কাবুলে দূত স্বরূপ প্রেবণ কবেন। কিন্তু ইঙ্গবেজ দূত কাবুলেব অধিপতিব সহিত সৌহার্দ্যস্থাপনে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

শাহ সুজার পুনর্ব্বার কাবুলের সিংহাসন প্রাপ্তি, ১৮৩৯।—১৮৩৭ অব্দে আবার আফগানিস্তানেব তুপতিৰ উপর ইঙ্গরেজদিগেব দৃষ্টি পতিত হয়। এই সময়ে ক্ববীয়েবা প্রবল বেগে মধ্যএশিয়ায় অগ্রসর হইতেছিল, পারস্তের সেনা ক্ববীরদিগের সাহায্যে হিবাত আক্রমণ করিয়াছিল। ইহা দেখিয়া লর্ড অক্লাণ্ড ভীত হইলেন। কাবুলে দোস্ত মহম্মদ খাঁব আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়াছিল। অক্লাণ্ড, দোস্ত মহম্মদের সহিত

সম্ভাব স্থাপনের জন্তু কাপ্তেন আলেকজেন্ডার বর্নেসকে কাবুলে পাঠাইলেন। এই সময়ে একজন্ম কবীর দূতও কাবুলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। যাহা হউক, দোস্ত মহম্মদ ইক্কেজ দূতকে কহিলেন, তিনি পেশবার পাইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের যে কোন প্রস্তাবে সম্মত হইতে পাবেন। কিন্তু পেশবার পবাক্রান্ত রণজিৎ সিংহের অধিকৃত ছিল। গবর্ণর জেনারল তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন না। বর্নেস অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন লর্ড অক্লাণ্ড বাজাচ্যুত শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অবিলম্বে স্ত্রী জন্ম কীন্, এল্‌ফিন্‌ষ্টান্ (ইনি বোম্বাইর গবর্ণর এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মাউন্টষ্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌ষ্টোন নহেন) পটিজর, শেল প্রভৃতি সেনাপতির অধীনে একুশ হাজার সৈন্য সম্বীভূত হইল। এই সৈন্যদল শাহ সুজাকে সঙ্গে করিয়া, সিদ্ধ প্রদেশ দিয়া, বোলানগিরিবন্দ অতিক্রম পূর্ব্বক দক্ষিণ আফগানিস্তানে আসিল। কন্দাহার ও গজনি অধিকৃত হইল। দোস্ত মহম্মদ গলায়ন করিলেন। ১৮৩৯ অব্দের আগষ্ট মাসে শাহ সুজা মহাসমারোহে কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহিত হইলেন। ইহার পর একটি যুদ্ধে আপনার অসাধাবণ সাহস দিকানু করিয়াও দোস্ত মহম্মদ ১৮৪০ অব্দে ইক্কেজসিংগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইক্কেজেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইলেন।

আফগানিস্তানে ইক্কেজদিগের দুর্গতি, ১৮৪১-১৮৪২।—ইক্কেজেরা আপনাদের অমুগত শাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসন সমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু আফগানদিগকে বশীভূত করিতে পারিলেন না। আফগানেরা সাহসী ও

স্বাধীনতাঞ্জিয় । স্বদেশে বিদেশীয়দিগের আধিপত্য তাহাঁদের সহনীয় হইল না । এমিকে দোস্ত মহম্মদেব, পুত্র পবাক্রান্ত আকবর খাঁ পিতার দুর্গতি দেখিয়া ইঙ্গরেজদিগের বিরুদ্ধে সমুখিত হইলেন । ১৮৪১ অব্দেব নবেম্বর মাসে আফগানেবা অস্ত্রধারণ করিল । পলিটিকল এজেন্ট স্তার্স আলেকজেন্ডর বার্ণস্ কাবুলে নিহত হইলেন । সেনাপতি এলফিন্‌ষ্টোন জবা-জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন । তৎকর্তৃক বিশেষ কোন কার্য্য হইল না । পলিটিকল আফিসব স্তার্স উইলিয়ম্ মাক্‌নাটন আকবর খাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে যাইয়া হত হইলেন । তখন ব্রিটিশ সৈন্তেব চৈতন্ত হইল । দুই মাস কাল অবস্থিতির পব ৪,০০০ সৈন্ত কাবুল পবিত্যাগ কবিয়া ভাবতবর্ষে আসিতে আৰম্ভ করিল । কিন্তু তাহাব পবিত্রাণ পাইল না । তুষাবময় কুর্দ-কাবুল গিরিবন্ধ অতিক্রমসময়ে আফগানদিগের অস্ত্রে এবং দ্রুত শীতে প্রায় সকলেই প্রাণত্যাগ কবিল । কেবল ডাক্তর ব্রাইডন কোন রূপে উদ্ধাব পাইয়া, জলালাবাদে যাইয়া শেলকে এট বিপত্তির সংবাদ দিলেন । আকবর খাঁ কতিপয় সৈনিক কর্মচারী, ইঙ্গবেজ-মহিলা ও বালকবালিকাকে বন্দী কবিলেন । তাঁহাব আদেশে এই বন্দীদিগেব প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহাব হয় নাই ।

প্রথম আফগান-যুদ্ধেব পরিণাম এইরূপ শোচনীয় হইল । ইঙ্গরেজেরা আফগানিস্তানে যাইয়া শেষে এইরূপ অপদস্থ হইলেন । এই শোচনীয় সংবাদ কলিকাতায় পহুছিবার এক মাসের মধ্যেই লর্ড অক্‌লাণ্ড ভাবতবর্ষ পতি্যাগ কবিলেন এবং লর্ড এলেনবরা তাঁহার পক্ষে নিয়োজিত হইলেন ।

## লর্ড এলেনবরা, ১৮৪২-১৮৪৪ ।

আফগান যুদ্ধের অবসান, ১৮৪২ ।—লর্ড এলেনবরা ১৮৪২ অক্টোবর ফেব্রুয়ারি মাসে এদেশে উপস্থিত হন। এই সময়ে সেনাপতি শেল জলালাবাদে এবং সেনাপতি নট কন্দাহারে থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। লর্ড এলেনবরা ইহা-দেব সাহায্যার্থ সেনাপতি পলককে কাবুলে পাঠাইয়া দিলেন। পলক জলালাবাদে পঁহুছিয়া সেনাপতি শেলের সঙ্গে কাবুলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অপর দিকে নট গজনি উৎসন্ন করিয়া কাবুলে আসিতে লাগিলেন। সেনাপতি-ত্রয় কাবুলে পঁহুছিয়া তত্রত্য বাজার বিনষ্ট করিলেন, এবং দুর্গাদি সমভূমি করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত জনপদে অত্যাচারেব এক শেষ হইল। আকবর পলায়ন করিয়াছিলেন। ইক্বেজ বন্দিগণ বামিন নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেনাপতিগণ বন্দীদিগকে বিমুক্ত করিয়া মহোল্লাসে ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ বন্দি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কাবুলে ফিরিয়া গেলেন, এইরূপে আফগান-যুদ্ধের অবসান হইল। ইহাতে ইক্বেজ গবর্ণমেন্টের সৈন্যনাশ ও অর্থক্ষয় ব্যতীত আর কোনও লাভ হয় নাই।

সিন্ধু অধিকার, ১৮৪৩ ।—সিন্ধু অধিবাসীরা বেলুচী-বংশীয়। এই দেশ কতিপয় খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন শাসন-কর্তা ছিলেন। ইহারা অসহিষ্ণু নামে অভিহিত হইতেন। উপস্থিত সময়ে বৃদ্ধ মীর রস্তুম আফগান

দিগের মধ্যে সর্বপ্রধান ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। ১৮৩৯ অব্দে আমীর-বেরা বাধ্য হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেন্টের সহিত সন্ধিস্থলে আবদ্ধ হন। এই সন্ধি অনুসারে একজন রেসিডেন্ট ইয়দবাবাদে থাকেন। শ্রাব জেন্স্ আউট্রাম সাহেব প্রথমে রেসিডেন্টের কার্য-ভার গ্রহণ করেন। আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময় আমীরেবা ইঙ্গবেজ দিগেব সহায়তা কবিত্তে পবায়ুধ হন নাই। তাঁহাদের রাজ্য দিবা ইঙ্গরেজ-সৈন্য কাবুলে যাত্রা কবে। কিন্তু অভিনব গবর্ণর জেনেবল লর্ড এলেনববা আমীরদিগেব বিশ্বস্ততা উপব সন্দিহান হইলেন। আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময় আমীরেবা ইঙ্গ-রাজদিগেব প্রতিকূলচরণ কবিয়াছেন বলিয়া, তিনি তদ্বিষয়ে অসুসন্ধান জন্য শ্রাব চার্লস্ নেপিয়াবকে নিযুক্ত করিলেন। মীদ বস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ও তদীয় ভ্রাতা আলি মোবাদেব পরামর্শে নেপিয়ার আমীরদিগেব বিরুদ্ধে সমুখিত হইলেন। আউট্রাম এই গোষ্ঠীরোগ নিবারণ কবিত্তে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পাবিলেন না। নেপিয়ার আমীরদিগেব বিদ্রোহী ছিলেন; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। মিয়ানিনাসক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে বেলুচীরা আপনাদের স্বাধীনতারার্থ অসাধারণ সাহস ও পবাক্রম প্রদর্শন করে। কিন্তু শেষে তাহাদের পবাজয় হয়। সিন্ধুদেশ আমীরদিগের হস্ত-ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। গবর্ণর জেনেবল এইরূপ অন্তায় পূর্বক আমীরদিগেব জনপদ ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত করেন। এ বিষয়ে শ্রাব হেনরী পট্টিজ সাহেব ১৮৪৪ অব্দে স্পষ্টাকরে কহিয়াছিলেন, “আমি সকল স্থানে, সকল অবস্থায় এবং সকল সমাজে বলিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও বলিব যে, আমীরদিগের প্রতি আমাদের দুর্জীবহার

ও অসৌজন্য, আমাদের ভাবতশাস্ত্রাজ্যের ইতিহাসে সুশীল  
অঙ্কিত রহিয়াছে। আমাদের এই কলঙ্ক কিছুতেই অপনীত  
হইবার নহে।”

গোবালিয়রের গোলযোগ, ১৮৪৩।—১৮৪২ অব্দে  
জনকজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হইলে, তদীয় পত্নী তারাবাই জৈয়াজী  
নামক একটা বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। ইঙ্গরেজ রেসি-  
ডেন্ট জনকজীর মাতুল মামাজীকে ইহাদেব প্রধান মন্ত্রী কবিয়া  
দেন। কিন্তু তাবাবাই তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দাদাধাসজী  
নামক ব্যক্তিকে মন্ত্রী কবাতে গোবালিয়রে গোলযোগ  
উপস্থিত হয়। গোবালিয়রের সেনাবাও ক্রমে অশান্ত হইয়া  
উঠে। লর্ড এলেনবরা এজন্ত বিবস্ত্র হইয়া গোবালিয়রে  
সৈন্য প্রেরণ করেন। মহাবাজপুত ও পনিয়াব নামক স্থানে  
যুদ্ধ হয়। এই দুই যুদ্ধেই ইঙ্গবেজেবা জয় লাভ করেন। প্রথম  
যুদ্ধে লর্ড এলেনবরা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। যাহা হউক, অতঃ-  
পব জনকজীর বিধবা মহিষী তাবাবাইকে বৃত্তি দিয়া, গবর্ণর  
জেনেবল এই বন্দোবস্ত করেন যে, যাবৎ জৈয়াজী প্রাপ্তবয়স্ক  
না হইবে, তাবৎ ছয় জন অমাত্য ব্রিটিশ রেসিডেন্টের পরামর্শ  
অনুসারে শাসন-কার্য্য নির্বাহ করিবেন।

লর্ড এলেনবরার পদচ্যুতি, ১৮৪৪।—লর্ড এলেন-  
বরা সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রমত্ত থাকিতে ডিরেক্টরদিগের বিরাগ-  
ভাজন হন। এজন্ত ডিরেক্টরেবা তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার  
স্তার হেনরি হার্ডিঞ্জকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৪৪)। লর্ড  
এলেনবরা ইঙ্গলেণ্ডে রাজনীতিজ্ঞ ও সম্বন্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ  
করিয়াছিলেন। তিনি দুই বার বোর্ড অব্ কন্ট্রোলার সভাপতিত্ব

করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের শাসন-কার্যে তাঁহার তাদৃশ অভিজ্ঞতা পরিস্ফুট হয় নাই। লর্ড এলেনবরার সময়ে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পদের সৃষ্টি হয়। এতদেশীয়েবা এই পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে “তত্ত্ববোধিনী” পত্রিকাব প্রচাব আরম্ভ হয়।

### লর্ড হার্ডিঞ্জ, ১৮৪৪-১৮৪৮ ।

শ্রাব হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ বিখ্যাত সৈনিক পুরুষ ছিলেন; বাল্যকাল হইতে সৈনিক কার্যে নিযুক্ত থাকাতে তাঁহার সাহস ও পরাক্রম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইউরোপে লিগুনিব সমরক্ষেত্রে ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধেব সময় তাঁহার বাহু হস্ত আহত হওয়াতে উহা কাটিয়া ফেলিতে হয়। এজন্য এখানে তিনি সাধাবণের মধ্যে হাতকাটা গবর্ণর নামে প্রসিদ্ধ হন। স্বয়ং অসাধারণ রণপণ্ডিত হইলেও শ্রাব হেন্‌রি হার্ডিঞ্জ শান্তির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বাজ্যেব সর্বত্র শান্তি স্থাপন কবিবাব আশা কবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। অবিলম্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহের খাল্‌সা সৈন্তের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর পঞ্জাবের অবস্থা।—  
১৮৩৯ অব্দে মহারাজ রণজিৎ সিংহেব মৃত্যু হয়। রণজিৎ সিংহ সমগ্র পঞ্জাবে এবং কাশ্মীরে আপনাব আধিপত্য স্থাপন করিয়া-  
ছিলেন। গোলাপ সিংহের উপর কাশ্মীরেব শাসন-ভার সমর্পিত  
হইয়াছিল। গোলাপ সিংহেব ভ্রাতা ধ্যান সিংহ শিখদরবারে  
মন্ত্রিত্ব করিতেন। মহারাজ রণজিৎের পব তদীয় দ্ব্যেষ্ঠ পুত্র খজা



সিংহ<sup>১</sup> পঞ্জাবেব অধিপতি হন। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তদীয় পুত্র নোনেহাল সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছু দিনের মধ্যে নোনেহাল সিংহেবও পরলোক-প্রাপ্তি হয়। বণজিতের মধ্যম পুত্র শেব সিংহ পঞ্জাবেব আধিপত্য লাভ করেন। ১৮৪৩ অব্দে শেব সিংহ এবং মন্ত্রী ধ্যান সিংহ নিহত হন। তখন বণজিতের কনিষ্ঠ পুত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক দলীপ সিংহ লাহোবেব সিংহাসনে আবোহণ করেন এবং ধ্যান সিংহের পুত্র হীবা সিংহ তাঁহার মন্ত্রী হন। হীবা সিংহ নিহত হইলে দলীপেব মাতা মহাবাগী বিন্দন পুত্রের নামে পঞ্জাব-শাসনে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে বাজা লাল সিংহ মন্ত্রিস্থ এবং সর্দার তেজ সিংহ সৈন্যধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন। যাবৎ বণজিৎ সিংহ জীবিত ছিলেন, তাবৎ পঞ্জাবে কোন গোলযোগ ছিল না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পব হইতেই এইরূপ গোলযোগ আবস্ত হইল। এক জনের পব আব একজন বাজা হইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই শান্তি স্থাপিত হইল না। খাল্সা সৈন্য ক্রমে উদ্ধত হইয়া উঠিল। রাজ্যমধ্যে নরহত্যা হইতে লাগিল। মন্ত্রী লাল সিংহ নিস্তেজ ও বিলাস-প্রিয় ছিলেন। তিনি উপস্থিত গোলযোগ নিবারণে অসমর্থ হইলেন। সর্দার তেজ সিংহও উদ্বেজিত খাল্সা সৈন্যকে সংযত ও বশীভূত রাখিতে পারিলেন না। পরাক্রান্ত শিখসেনা ক্রমে ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত জনপদ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

প্রথম শিখ-যুদ্ধ, ১৮৪৫।—১৮৪৫ অব্দে ৬০,০০০ শিখ সৈন্য ১৫০টি কামান লইয়া শতক্র উত্তরণ পূর্বক ইঙ্গরেজ-রাজ্য আক্রমণ করে। শিখদিগের অশান্ত ভাব দেখিয়া, গবর্ণর জেনে-

রল পূর্বেই আপনাদের বাজ্যের সীমা-রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ৪০,০০০ সৈন্ত লুধিয়ানা, ফিরোজপুর, ও অম্বালায় সন্নিবেশিত হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরল এবং-প্রধান সেনাপতি শ্রী হিউ গফ্ অম্বালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। শিখ সৈন্তের শতদ্রু পাৰ হওয়ার সংবাদে ইহাবা স্তবিত গতিতে ঘটনাক্বে উপনীত হইলেন। তিন সপ্তাহেব মধ্যে, ১৮৪৫ অব্দে মুদকী, ফিবোজসহব এবং ১৮৪৬ অব্দে আলিবল ও শতদ্রুব তীববর্জী সোত্রাঁও, এই চাবি স্থানে চাবিটি যুদ্ধ ঘটে। শিখেবা এই সকল যুদ্ধে আপনাদেব অসাধাবণ শূবদেব পবিচয় দেয়। ইঙ্গবেজ সেনানী শ্রাব্ জন্ লিটলাব, সেনাপতি শ্রাব্ হিউ গফ্ এবং গবর্ণব জেনেবল শ্রাব্ হেন্‌বি হার্ডিঞ্জ ইহাদেব বীবদেব অশেষ সূখ্যাতি কবেন। মুদকীব যুদ্ধে সেনাপতি গফ্ শিখদিগকে পবাজিত কবেন। ফিবোজ সহবে প্রথম দিন শিখেবা জয় লাভ কবে, ইঙ্গরেজ-পক্ষেব অনেক বলক্ষয় হয়। দ্বিতীয় দিনে শিখেবা হটিয়া যায়। এই যুদ্ধে গফ্, লিটলাব এবং গবর্ণব জেনেবল হার্ডিঞ্জ ইঙ্গরেজ-সৈন্তেব অধিনায়কতা কবিবাছিলেন। আলিবলেব যুদ্ধে হারি স্মিথ্ এবং সোত্রাঁওব যুদ্ধে গফ্ ইঙ্গবেজ-পক্ষেব সেনাপতি ছিলেন। এই উভয় যুদ্ধে ইঙ্গরেজেবা জয় লাভ করেন। এই প্রথম শিখ-যুদ্ধের সময় খাল্সাদিগেব সেনাপতি সর্দার তেজ সিংহ ও রাজা লালসিংহ গোপনে ইঙ্গবেজদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। সেনাপতি-দ্বয়ের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় শিখদিগের পরাজয় হয়। সেনাপতিগণ চক্রান্ত না করিলে, বোধ হয়, প্রথম শিখ-যুদ্ধেব ইতিহাস অন্য রূপ ধাবণ কবিত। সোত্রাঁওব যুদ্ধের পর

গবর্ণর জেনেরল লাহোরের নিকটে বাইয়া শিবির স্থাপন করেন । ১৮৪৬ অব্দের ২ই মার্চ মিরামীব নামক স্থানে গোলাপ সিংহের মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয় । সন্ধির নিম্নমাত্ত্বসাবে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী জলদ্বন্দ্বদোয়াব গ্রহণ কবেন । যে সকল সৈন্ত অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে নিবস্ত্র এবং লাহোব-দরবারেব সৈন্ত-সংখ্যা ন্যূন করা হয় । এতদ্ব্যতীত হার্ডিঞ্জ যুদ্ধেব ব্যয় স্বরূপ দেড় কোটি টাকা গ্রহণ করেন । বণজিৎ সিংহের সম্মুখ কোষাগারে ১২ কোটি টাকা সঞ্চিত ছিল । কিন্তু তাঁহাব মৃত্যুব পব অপব্যয় প্রযুক্ত তৎসমুদয় নিঃশেষিত হইয়া কেবল অর্ধ কোটি মাত্র থাকে । হার্ডিঞ্জ এই অর্ধ কোটি লইয়া, অপব এক কোটির বিনিময়ে কাশ্মীর প্রদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কবিলেন ; গোলাপ সিংহ এই সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টকে কোটি মুদ্রা দিয়া কাশ্মীর কিনিয়া লইলেন । এই অবধি গোলাপ সিংহ কাশ্মীরেব স্বাধীন বাজা বলিয়া গণ্য হইলেন । দলীপ সিংহ পঞ্জাবের অধিপতি রহিলেন এবং মেজর হেন্ৰি লবেন্স লাহোবে বেসিডেন্টেব কার্য-ভার গ্রহণ কবিলেন । এই সন্ধি স্থাপিত হওয়ার কিছু দিন পবে মন্ত্রী লালসিংহ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন । বিচারে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হয়, এবং তিনি পঞ্জাব হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, আগ্রায় অবস্থিতি করেন । লালসিংহ নিষ্কাশিত হইলে ২২এ ডিসেম্বর বাইরাবল নামক স্থানে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত লাহোর দরবারের আর একটি সন্ধি হয় । এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, যাবৎ দলীপ সিংহ প্রাপ্তবয়স্ক না হইবেন, তাবৎ আট জন স্ত্রীলোক লইয়া একটি সভা সংগঠিত হইবে । এই সভার সদস্যেরা ব্রিটিশ

বেসিডেন্টেব মতামুসাৰে গজ্জাবেৰ শাসনকাৰ্য্য নিৰ্দ্ধাৰ কৰি-  
বেন। এইৰূপে গজ্জাব-যুদ্ধেব অবসান হইলে গবৰ্ণৰ জেনেৰল  
এবং প্ৰধান সেনাপতি, “লৰ্ড” উপাধি প্ৰাপ্ত হন।

১৮৪৮ অব্দে লৰ্ড হাৰ্ডিঞ্জ ইংলণ্ডে যাত্ৰা কৰেন। তাঁহাব  
সমৰে বাল্গালা ভাষা শিক্ষা দিবাব জন্ত বাল্গালা প্ৰদেশে ১০১টি  
হাৰ্ডিঞ্জ স্কুল স্থাপিত-হয়। অধিকন্তু বিদ্যাশিক্ষায় সাধাবণেৰ  
অল্পবাগবৃদ্ধিৰ জন্ত এই নিয়ম হন যে, গবৰ্ণমেণ্টেব কোন কম  
খালি হইলে গবৰ্ণমেণ্ট বিদ্যালবেব পৰীক্ষোত্তীৰ্ণ যুবকেবাই  
সৰ্বিশেষ আদৰণীয় হইবেন।

— — —

### লৰ্ড ডালহৌসী, ১৮৪৮-১৮৫৬ ।

লৰ্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ অব্দে ভাৰতবৰ্ষেব গবৰ্ণৰ জেনেৰল  
হইয়া আইসেন। ইহাব সমৰ ব্ৰিটিশ কোম্পানিৰ বাজ্য-বৃদ্ধিৰ  
সঙ্গে সঙ্গে দেশেব আভ্যন্তৰিক উন্নতি সাধিত হয়।

দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ, ১৮৪৮-১৮৪৯ । —লৰ্ড ডালহৌসীৰ  
এদেশে আগমনেব পৰ, ছয় মাসেব মধ্যে দ্বিতীয় শিখ-  
যুদ্ধ সজ্জাটিত হয়। অসুস্থতা-প্ৰযুক্ত হেন্ৰি লৰেন্স লৰ্ড হাৰ্ডি-  
ঞ্জেৰ সঙ্গে স্বদেশে গমন কৰেন। তাঁহাব স্থলে জাৰ্জ ডাবিক  
কাৰি লাহোৰেব ৱেসিডেণ্ট হন। মূলতান মহাবাজ বণজিঃ  
সিংহেব অধিকাৰভুক্ত ছিল। সাবনমল মূলতানেব শাসন-কৰ্ত্তা  
ছিলেন। তিনি লোকান্তৰিত হইলে তদীয় পুত্ৰ মূলৰাজ মূল-  
তানেব শাসনকৰ্ত্তৃত্ব গ্ৰহণ কৰেন। কিন্তু লাহোৰ-দৰবাৰেব  
সহিত তাঁহাব অনৈক্য হওয়াতে তিনি কৰ্ম পৰিত্যাগ

করিতে বাধ্য হন। দরবার তৎপদে সর্দার খাঁ সিংহকে নিযুক্ত করেন। সর্দার খাঁ সিংহকে মূলতানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বাঙ্গা আঘু এবং লেফ্টেনেন্ট আণ্ডার্সন নামক দুইজন ইঞ্জবেজ তথায় উপস্থিত হন। এই সময় মূলতানের অধিবাসিগণ উত্তেজিত হইয়া ইঞ্জরেজ কর্মচারি-দ্বয়কে আহত ও বিনষ্ট কবে। এজন্য মূলতানে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধের সমকালে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ ঘটে। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের কাৰণ নির্দেশ কবিতে হইলে এই কথেকটি ধবিতে হয়, (১) পঞ্জাব হইতে মহাবাগী কিন্দনের নির্কাসন, (২) মহাবাজ দলীপ সিংহের বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত কবিতে বেসিডেন্টের অমত এবং (৩) সর্দার ছত্র-সিংহের প্রতি কাপ্তেন আবট ও বেসিডেন্টের দুর্ব্যবহার। এই তিনটি কাৰণেই খাল্‌সাবা আবাব ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুখিত হয়। লাহোবের প্রথম বেসিডেন্ট হেন্‌রি লবেন্স যড-যন্ত্রের সন্দেহে মহাবাগী কিন্দনকে লাহোব হইতে শেখপুবার আনিয়া বাধেন। হেন্‌রি লবেন্সের পুনর্বর্তী বেসিডেন্ট শ্রাব ফ্রেডবিক কাবি আবাব যডযন্ত্রের সন্দেহে কিন্দনকে এক-বার পঞ্জাব হইতে বাবাণসীতে নির্কাসিত করেন। কিন্তু এই যডযন্ত্রের সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। শ্রাব ফ্রেড-বিক কাবি কেবল অপ্রাপ্তবয়স্ক মহাবাজ দলীপ সিংহকে আপ-নাব হস্তগত রাখিবার জন্য মহাবাগীর প্রতি নির্কাসন-দণ্ড বিধান করেন। শিখেরা ইহাতে যারপৰ-নাই বিব্রত ও উত্তে-জিত হইয়া উঠে। হাভাব শাসনকর্তা বয়োবৃদ্ধ সর্দার ছত্র-সিংহের কন্যার সহিত দলীপ সিংহের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল। ব্রিটিশ বেসিডেন্ট কলে কৌশলে এই বিবাহ স্থগিত রাখিতে

শ্রীয়াস পান । ছত্রসিংহ এবং তদীয় রণবিশাবদ পুত্র শেবসিংহ এজন্ত বড় বিরক্ত হন । ইহার পর রেসিডেন্ট নিজের সহকারী কাপ্তেন আবটের পরামর্শে সর্দার ছত্রসিংহকে পদচ্যুত এবং তাঁহার জায়গাঁব বাজেয়াপ্ত কবেন । বৃদ্ধ পিতাব এইরূপ অপ-  
 মানে শিখ-সেনাপতি শেব সিংহ আর স্থিৰ থাকিতে পারিলেন না । তিনি অবিলম্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টেব বিরুদ্ধে সমুখিত হইলেন । শেব সিংহ ব্রিটিশ সৈন্তেব সহিত মুলতান আক্রমণ কবিত্তে গিয়াছিলেন । এক্ষণে আপনাব সৈন্ত পৃথক্ করিয়া ইঙ্গরেজদিগেব বিরুদ্ধে সমব-সজ্জাব আযোজন করিলেন । দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ আবশ্য হইল । ১৮৪৯ অক্টেব ২বা জানুয়ারি মুলতান বিধ্বস্ত হয় । ইহার পূর্বে অর্থাৎ ১৮৪৮ অক্টেব ২২এ নবেম্বৰ রামনগরেব যুদ্ধে ইঙ্গরেজ-সৈন্ত পাবিজিতপ্রায় হইয়া যথেষ্ট ক্ষতি সহ কবে । ইহাব পর শেব সিংহ ৩০,০০০ সৈন্ত ও ৬০টি কামান লইয়া চিনিয়াবালার শিবির সন্নিবেশ করেন । ১৮৪৯ অক্টেব ১৩ই জানুয়ারি চিনিয়াবালার যুদ্ধে ইঙ্গরেজদিগের পবাজয় হয় । শিখদিগেব বিক্রমে ইঙ্গবেজদিগেব অস্বারোহী সৈন্ত পলায়ন কবে, ইঙ্গবেজদিগের কামান ও পতাকা, শিখ-দিগের হস্তগত হয় । শের সিংহ বিজয়ী হইয়া তোপধ্বনিত্তে চারি দিক্ কম্পিত কবেন । ইহাব পব ২১এ ফেব্রুয়ারি শুক্র-  
 রাটে আব একটি ঘোরতর যুদ্ধ হয় । এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনা-পতি লর্ড গক্ শিখদিগকে পবাজিত কবেন । সর্দার ছত্রসিংহ ও শেব সিংহ আব যুদ্ধ না কবিয়া, ১৪ই মার্চ বিজ্ঞতার বশী-  
 ভূত হন । ২৯এ মার্চ লর্ড ডালহৌসীৰ আদেশ-অনুসারে পঞ্জাব ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত হয় । আব একাদশ বর্ষ-ব্যয়

মহারাজ দলীপ সিংহ বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া অস্তিত্ব-  
মাত্রে পর্য্যবসিত হন। দলীপ সিংহ ইহাব পর খ্রীষ্ট ধর্ম পরি-  
গ্রহ করেন। এক্ষণে তিনি আবাব শিখধর্ম গ্রহণ কবিয়াছেন।

**পঞ্জাবে শান্তিস্থাপন।**—লর্ড ডালহৌসী সন্ধি ভঙ্গ  
কারিয়া পঞ্জাব-রাজ্য অধিকার কবেন। লাহোরদরবারে কর্ম-  
চাৰীদিগের দোষে সংসারবিষয়ানভিজ্ঞ অপ্রাপ্তবয়স্ক দলীপ সিংহকে  
বাত্রা-জ্ঞপ্ত কবা জায-সম্ভব হয় নাই। পঞ্জাব অধিকার কবিয়া  
লর্ড ডালহৌসী তথায় শান্তি স্থাপন কবিত্তে আপনাব সবিশেষ  
দক্ষতাব পবিচয় দেন। অবাধ্য সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র কবা হয়।  
সুনিয়মে ভূমিব বন্দোবস্ত হইতে থাকে। রাজ্য-শাসন জন্ত  
প্রথমে একটি বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষে ১৮৫৩ অব্দে এই  
বোর্ড উঠাইয়া দেওয়া হয়। হেন্‌বি লবেন্সের উপযুক্ত সহোদব  
জন লবেন্স (ইনি পবে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন) পঞ্জাবেব প্রধান  
কমিশনব হন। পঞ্জাবে কত্ৰা-বধেব প্রথা ছিল, চুবি, ডাকা-  
ইতি প্রভৃতি অপকর্মও অবাদে চলিত। তৎসমুদয় ক্রমে  
তিরোহিত হইয়া যায়। কর্ণেল ববর্ট নেপিয়্যারের (ইনি পরে  
লর্ড নেপিয়াব নামে প্রসিদ্ধ হন) তত্ত্বাবধানে রাস্তা প্রস্তুত  
এবং খাল খনিত হয়। এইকপে পঞ্জাবেব অবস্থা ক্রমে  
উন্নত হইতে থাকে, অধিবাসীরাও ক্রমে সন্তোষ লাভ করে।  
১৮৫৭ অব্দের সিপাহি-যুদ্ধে যখন প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ আন্দো-  
লিত হয়, তখন পঞ্জাবেব অধিবাসীরাও শান্ত এবং ব্রিটিশ গবর্ণ-  
মেণ্টের অনুরক্ত ছিল।

**ব্রহ্মদেশের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৮৫২।**—১৮৫১ অব্দে  
একজন জাহাজী কাপ্তেন স্বীয় মাঝিব উপব অত্যাচার করাতে

বেঙ্গুনের শাসন-কর্তা কাপ্তেনের ১,০০০ টাকা অর্থ-নগ করেন। লর্ড ডালহৌসী নিগৃহীত কাপ্তেনের পক্ষ অবলম্বন পূর্বক যুদ্ধ করিবার আদেশ দেন। অবিলম্বে কয়েক খানি রণ-তরী ইরা-বতীতে উপস্থিত হয়। এইরূপে ১৮৫২ অব্দে ব্রহ্মদেশে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বেঙ্গুন, প্রোম ও পেগু অধিকৃত হয়। লর্ড ডালহৌসী ২০এ ডিসেম্বর পেগু প্রদেশ ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া ব্রহ্মরাজ্যেব সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। পেগু এবং পূর্ব অধিকৃত আবাকান ও তেনাসবির, এই তিনটি প্রদেশ একত্র হইয়া “ব্রিটিশ ব্রহ্ম” নামে পবিচিত হয়।

ভারতবর্ষীয় মিত্ররাজ্যের সম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতি।—পুত্র হিন্দুদিগেব অস্তিত্বে অনন্ত প্রীতি প্রাপ্তিব একটি প্রধান অবলম্বন। জনক জননী লোকা-স্তরিত হইলে পুত্র তাঁহাদিগকে শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বাৰা সম্প্রীত করিবা পুণ্যম নবক হইতে উদ্ধার কবে। এজন্ত হিন্দুগণ ঔরস পুত্রের অভাব হইলে যথানিয়মে দত্তক পুত্র গ্রহণ পূর্বক আপনা-দের বংশ বক্ষা করিবাব উপায় বিধান কবেন। এই গৃহীত পুত্র শাস্ত্রানুসারে পিতাব সমস্ত স্বাববও অস্থাবব সম্পত্তিব অধিকারী হইতে পাবে। কিন্তু এসম্বন্ধে লর্ড ডালহৌসী এই রাজনীতি অবলম্বন কবেন যে, যে সমস্ত রাজ্য সর্বোপবিতন প্রভু-শক্তির আশ্রিত, তৎসমুদয়ের অধিপতিগণ যে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবেন, তাহা প্রভুশক্তির অনুমোদিত না হইলে তাঁহাদের রাজ্য উক্ত প্রভু-রাজ্যে সংযোজিত হইবে। এই সর্বোপবিতন প্রভু-শক্তি ভারতের ব্রিটিশ্ গবর্ণমেন্ট; আর আশ্রিত রাজ্য সেতারা, নাগপুৰ প্রভৃতি। লর্ড ডালহৌসীব রাজনীতিব



বলে এই সকল রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয় ।

প্রাপ্তি রাজ্য অধিকার ।—প্রথমে সেতারায় উল্লিখিত রাজনীতি অনুসারে কার্য্য হয় । ১৮১৮ অব্দে পেশবা রাজী বাওব অধঃপতন হইলে লর্ড হেষ্টিংস্ শিবজীর বংশধরকে সেতাবা রাজ্য সমর্পণ কবেন । ১৮৪৮ অব্দের এই এপ্রেল সেতারারাজ আপা সাহেবেব পবলোক প্রাপ্তি হয় । মৃত্যুর পূর্বে তিনি দত্তক পুত্র গ্রহণ কবেন । কিন্তু এই দত্তক লর্ড ডালহৌসীৰ অনুমোদিত না হওয়াতে ১৮৪৯ অব্দে উক্ত রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত হয় । এই বৎসব রাজপুত-রাজ্য কেবোলি ডিবেক্টবদিগেব আদেশে লর্ড ডালহৌসীৰ রাজনীতির আক্রমণ হইতে বক্ষা পায় । কিন্তু সম্বলপুৰ কোম্পানির অধিকৃত হয় । ঝাঁসির অধিপতি গঙ্গাধর বাও নিঃসন্তান ছিলেন । মৃত্যুর পূর্বে তিনি যথানিয়মে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন । কিন্তু লর্ড ডালহৌসী এই দত্তকপুত্রের অধিকার রক্ষা করেন নাই । ১৮৫৩ অব্দে ঝাঁসিও সেতাবাব অবস্থাপন্ন হয় । ঝাঁসির লোকান্তরিত অধিপতি গঙ্গাধর বাওব বনিতা বীৰ্য্যবতী বীরাক্ষনা লক্ষ্মীবাই বহু চেষ্টা কবियाও প্রণষ্ট রাজ্য উদ্ধার করিতে পাবেন নাই । ১৮৫৩ অব্দে নাগপুৰের অধিপতি তৃতীয় রঘুজী ভৌসলাব মৃত্যু হয় । তিনি নিঃসন্তান ছিলেন । তাঁহার পিতামহী বহুবাই দত্তক গ্রহণ করিতে চাহিলেন । কিন্তু গবর্ণর জেনারল সম্মত হইলেন না । সুতরাং নাগপুর অধিকৃত ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইল । রাজ-পরিবারের অলঙ্কার ও অস্ত্রাস্ত্র জিনিসপত্র কলিকাতায় আনীত হইয়া নিলামে বিক্রীত হইয়া

গেল। ১৮৫৫ অব্দে আর্কটের নবাব এবং তাজোবের বাজা অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে তাঁহাদের বংশের বাজ-সম্মান ও রাজ-উপাধি উচ্ছেদ হয়। লর্ড ওয়েলেস্লি ১৮০০ অব্দে নিজামের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া আপনাদের কতকগুলি সৈন্য নিজামের সৈন্তের সহিত একত্র করেন। যুদ্ধাদি সময় নিজাম ঐ সমস্ত সৈন্তের ব্যয়-ভার বহন করিতে সম্মত হন। এজন্ত ক্রমে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট নিজামের অনেক ঋণ হয়। নিজাম এই ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া পড়েন। ১৮৫৩ অব্দে লর্ড ডালহৌসী আপনাদের টাকা আদায়ের দ্রুত নিজামের নিকট হইতে এক প্রকার বলপূর্ব্বক বেরাব প্রদেশ গ্রহণ করেন।

১৮৫১ অব্দে বিঠোর-প্রবাসী বাজীবাও লোকান্তরিত হন। তিনি বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দত্তক পুত্র নানা সাহেব তদীয় সমস্ত সম্পত্তি অধিকারী হন। লর্ড ডালহৌসী নানা সাহেবকে পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করেন।

অযোধ্যা অধিকার, ১৮৫৬।—লর্ড ক্লাইবের সময় হইতে অযোধ্যার নবাবের সহিত ব্রিটিশ কোম্পানির সংশ্রব জন্মে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নবাব সুজা উদৌল্লা আপনায় রাজ্যস্থিত কোম্পানির সৈন্তের ব্যয় নির্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন। এই অবধি কোম্পানি অযোধ্যার নবাবগণের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে থাকেন। প্রতি সন্ধিতেই ব্রিটিশ কোম্পানির লাভ এবং অযোধ্যা-রাজ্যের এক একটি অঙ্গ স্থলিত হয়। সর্বশেষে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যা-রাজ্যের

বিশ্বখ্যাত ও অত্যাচাৰেৰ উল্লেখ কৰিয়া উহা আপনাদেব হস্তগত কৰিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এই সঙ্কল্প কাৰ্য্যে পৰিণত কৰিতে অযোধ্যাৰ বেসিডেণ্ট জেনেৰল আউট্ৰামকে আদেশ দিলেন। আউট্ৰাম ১৮৫৬ অক্টোবৰ ৪ঠা ফেব্ৰুৱাৰি নবাব ওয়াজিদ-আলীৰ সহিত সাক্ষাৎ কৰিয়া, ব্ৰিটিশ গবৰ্ণমেণ্টেৰ চূড়ান্ত নিশ্চয়তা জানাইলেন। নবাব গভীৰ শোকেৰ সহিত স্বীয় উষ্ণীয় বেসিডেণ্টেৰ হাতে দিয়া কহিলেন, “ব্ৰিটিশ গবৰ্ণমেণ্ট তাঁহাৰ সম্বন্ধ নষ্ট কৰিলেন, বাজ্য গ্ৰহণ কৰিলেন। ইহাদেব সহিত মিত্ৰতা স্থাপন কৰা বিদগ্ধনা মাত্ৰ।” কিন্তু তাঁহাৰ এই কথাৰ কোন ফল হইল না। অবিলম্বে বেসিডেণ্ট ব্ৰিটিশ গবৰ্ণমেণ্টেৰ ঘোষণা-পত্ৰ প্ৰচাৰ কৰিলেন। ৫০ লক্ষ অধিবাসীৰ সাহিত উত্তৰে নেপাল, পূৰ্বে গোবিন্দপুৰ, দক্ষিণে এলাহাবাদ এবং পশ্চিমে আজিমগড়, জৌনপুৰ, ফৰ্কাবাদ ও শাহজহাঁপুৰ সীমাৰ মধ্যবৰ্ত্তী প্ৰায় ২৪ হাজাৰ বৰ্গ মাইল-পৰিমিত বিস্তৃত বাজ্য ব্ৰিটিশ কোম্পানিৰ অধিকাৰ-ভুক্ত হইল। আৰ এই বিস্তৃত ৰাজ্যেৰ অধিপতি বাৰ্ষিক ১২ লক্ষ টকা বৃত্তি পাইয়া, কলিকাতাৰ নিকটে আগিয়া বাস কৰিতে লাগিলেন। এই-ৰূপে বিনা বক্তৃতাতে একটা বিস্তৃত বাজ্য অধিকৃত হইল। কিন্তু শেষে এই বাজ্যাধিকাৰ হইতে গবলমৰ ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। অযোধ্যা অধিকাৰ লৰ্ড ডালহৌসীৰ সৰ্ব্বপ্ৰধান কাৰ্য্য। এই কাৰ্য্যে তিনি ইতিহাসে সন্মান লাভ কৰিতে পাৰেন নাই। ডালহৌসী অক্ষতপূৰ্ব্ব অত্যাচাৰ ও অবিচাৰেৰ উল্লেখ কৰিয়, অযোধ্যা গ্ৰহণ কৰিয়াছেন। কিন্তু সেই সময়েৰ ইঙ্গৰেজ-শাসিত দেশেৰ সহিত তুলনা কৰিলে সপ্ৰমাণ হইবে যে, অযোধ্যা

এরূপ অরাজকতা ঘটে নাই এবং এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অত্যাচার ও অবিচারও হয় নাই। অযোধ্যা অধিকৃত হইলে পঞ্জাবের জায় উহা নিয়মবহির্ভূত প্রদেশ বলিয়া গণ্য হয়। আউট্রাম সাহেব অযোধ্যার প্রধান কমিশনার হন।

লর্ড ডালহৌসীর অন্যান্য কার্য্য।—লর্ড ডালহৌসীর সময়ে অনেকগুলি সংকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়। বহুদিন হইতে নব-বলি ও ডাকাইতি নিবারণের চেষ্টা হইতেছিল, কিন্তু সেই চেষ্টা তাদৃশ ফলবতী হয় নাই। উড়িষ্যাখন্দ নামক অসভ্য জাতিব মধ্যে নববলি প্রথা প্রচলিত ছিল। লর্ড ডালহৌসীর চেষ্টায় এই নববলি-প্রথা অনেকাংশে নিবাকৃত হয়। ১৮৫২ অব্দে ওষাকোপ সাহেব বাঙ্গালার ডাকাইতি কমিশনার হন। তাঁহাব চেষ্টায় ডাকাইতের দল উৎসন্ন হইয়া যায়। ১৮৫১ অব্দে বেলগুয়ের কার্য্য আবিস্ত হয়, এবং তৎপববর্ত্তী বৎসব প্রসিদ্ধ ডাক্তর ওমানসি সাহেব টেলিগ্রাফ প্রবর্ত্তিত কবেন। এই বেলগুয়ে ও টেলিগ্রাফ দ্বাবা দেশের প্রভূত উপকার হইতেছে। পূর্বে ডাকে পত্রাদি পাঠাইতে হইলে অনেক গোলযোগ ঘটিত। ডালহৌসীর সময়ে ডাকের জন্ত স্বতন্ত্র কার্য্যবিভাগ স্থাপিত হয়। ডাক-বিভাগের অধ্যক্ষ ওজন বুঝিয়া মাণ্ডল গ্রহণপূর্ব্বক পত্রাদি চানাইবার বন্দোবস্ত কবেন। এতদ্ব্যতীত ডালহৌসী কর্তৃক পূর্ব্ব কার্য্যের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। এই সময়ে সাধাবণের গমনাগমনের জন্ত প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত হইতে থাকে। গঙ্গাব খাল এবং ইরাবতী ও চন্দ্রভাগাব মধ্যবর্ত্তী বাবি দোয়াব খাল খনিত হয়। এই সকল বাস্তা ও খাল দ্বাবা দেশের অনেক উপকার হইতেছে।

লর্ড ডালহৌসী শিক্ষা-বিভাগেব সুবন্দোবস্ত করেন। উক্তব পশ্চিমাঞ্চলেব প্রত্যেক তহসিল অর্থাৎ উপবিভাগে এক একটি “তহসিলি” অর্থাৎ মধ্যশ্রেণীৰ স্কুল ও প্রত্যেক প্রধান পল্লীতে এক একটি “হলকাবন্দি” অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীৰ স্কুল এবং বাল্য-লায় মডেল স্কুল স্থাপিত হয়। বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাত্মা বীটন সাহেব কলিকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় (বীটন স্কুল) স্থাপন কবেন। কলিকাতাব হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে প্রসিদ্ধ হয়। বোর্ড অব্ কন্ট্রোলৰ অধ্যক্ষ স্ত্রাব চার্লস্ উড্ (ইনি পবে লর্ড হালিফাক্স্ নামে প্রসিদ্ধ হন) আপনাব ১৮৫৪ অব্দেব প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিষয়িণী অনুমতি-লিপিতে প্রকাশ কবেন যে, ভারতবর্ষীয় ভাষাশিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইবে। গবর্ণমেণ্ট সাধারণেব শিক্ষার্থ বিদ্যালয়-সমূহে “গ্রান্ট ইন্ এড্” অর্থাৎ অর্থ-সাহায্য-প্রণালী প্রবর্তিত কবিবেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। লর্ড ডালহৌসী এই অনুমতি-লিপি অনুসাবে একটি বিশেষ সমিতিৰ উপব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেব ভাব দেন এবং পূর্বতন শিক্ষাবিষয়ক সমিতি উঠাইয়া শিক্ষা বিভাগে “ডিবেক্টব”, “ইন্স্পেক্টব” প্রভৃতি নিয়োজিত কবেন। ইহাদেব উপব অভিনব প্রণালী অনুসারে বিদ্যালয় স্থাপনেব ভার সমর্পিত হয়। এইরূপে দেশেব সর্বত্র গবর্ণমেণ্টেব সাহায্যকৃত বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে এবং পূর্বাপেক্ষা বিদ্যা-শিক্ষার ত্রিবৃদ্ধি হয়।

১৮৫৬ অব্দে প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী ত্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের যত্নে বিধব-বিবাহ-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয়।

ইণ্ডিয়া বিল, ১৮৫৩ ।—১৮৫৩ অব্দে কোম্পানি পুনর্দ্রাব সনন্দ লাভ কবেন । এই সনন্দ অনুসাবে স্থিৰ হয় যে, (১) বঙ্গদেশে একজন লেক্টেনেণ্ট গবৰ্ণৰ নিযোজিত হইবেন; (২) ইংলণ্ডে একটি বিশেষ পৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইলে লোকে সিবি-লিয়ান হইতে পাবিবেন । ভারতবৰ্ষীয়েবা বিলাতে গাইয়া এষ্ট সিবিল সৰ্কিস্ পৰীক্ষা দিতে পাবিবেন \* ; (৩) ভাবত-বাসীয়া ব্যবস্থাপক সভায় ছয় জন সদস্যেৰ স্থলে বাব জন সদস্য থাকিবেন ।

লৰ্ড ডালহৌসীৰ পদত্যাগ ।—১৮৫৬ অব্দেৰ লৰ্ড ডালহৌসী ভাবতবৰ্ষেৰ গবৰ্ণৰ জেনেবলেৰ পদ ত্যাগ কবেন । তিনি ৩৬ বৎসৰ বয়সে গবৰ্ণৰ জেনেবল হইয়া আইসেন । এত অল্প বয়সে একুপ কাৰ্য্য-তৎপৰতাৰ সহিত আব কেহ ভাবতবৰ্ষ শাসন কবেন নাই । লৰ্ড ডালহৌসীৰ সময়ে দেশেৰ অনেক উন্নতি সাধিত হয় । কিন্তু তাঁহাব ধাবণা ছিল যে, ভাবত-বৰ্ষেৰ সৰ্ব্বত্ৰ ব্ৰিটিশ শাসন বদ্ধমূল না হইলে দেশেৰ প্ৰকৃত উন্নতি হইবে না । এইজন্ত তিনি ভাবতবৰ্ষেৰ প্ৰাচীন বাজ-বংশেৰ মৰ্যাদা নষ্ট কৰিয়া ব্ৰিটিশ অধিকাৰ সম্প্ৰসাধিত কবেন । লৰ্ড ডালহৌসীৰ এই দুষিত বাজনীতিতে পৰিশেষে ভাবতবৰ্ষে প্ৰলয় কাণ্ড সজ্জাতিত হয় ।

---

\* পূৰ্বেৰ নিয়ম ছিল, ইংলণ্ডেৰ হেলিবৰি কলেজে অধ্যয়ন না কৰিলে এবং ডিগ্ৰীৰ সভাকৰ্ত্তৃক নিযোজিত না হইলে কেহ ভাবতবৰ্ষেৰ সিবিল সৰ্কিসে প্ৰবেশ কৰিতে পাৰিবেন না । এৰন এ নিয়ম পৰিবৰ্ত্তিত হওয়াতে হেলিবৰি কলেজ উন্নিয়া যায় ।

লর্ড কানিং, ১৮৫৬-১৮৬২ ।

লর্ড ডালহৌসীর পরে সদাশয় লর্ড কানিং ভাবতবর্ষের গবর্ণর জেনেৰল হন । ইঙ্গলণ্ড হইতে যাত্রাকালে তিনি ডিবে-ষ্টেবদিগেব সমক্ষে কহেন, “আমি ভারতবর্ষে শান্তিৰ আশা কৰি । কিন্তু ভাবতবর্ষেব নিৰ্মল আকাশে মনুষ্যেব হস্ত-পৰি-মিত এক খণ্ড মেঘেৰ উদয় হইতে পাবে, এবং সেই মেঘ ক্ৰমে বৰ্দ্ধিত হইয়া আমাদেব সৰ্বনাশ ঘটাইতে পাবে ” লর্ড কানিং এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলবতী হয় । পৰ বৎসব (১৮৫৭) সিপাহিবা ব্ৰিটিশ গবর্ণমেণ্টেব বিরুদ্ধে সমুখিত হইয়া ভয়াবহ কাণ্ডেৰ উৎপত্তি কৰে ।

## ষষ্ঠ অধ্যায় ।

সিপাহি-যুদ্ধ, ১৮৫৭ ।

সিপাহি-যুদ্ধেৰ কাৰণ ।—কি কাৰণে সিপাহিবা ইংৰাজদিগেৰ পৰাক্ৰম পর্য্যুদন্ত কৰিতে যত্ন কৰিল, বাহাৰা বাজাকে মহতী দেবতা বলিয়া সম্মান কৰে, কি কাৰণে তাহাৰা সেই রাজশক্তিৰ বিরুদ্ধে সমুখিত হইল, তৎসম্বন্ধে অনেক অনেক কথা বলিয়াছেন । প্রকৃত পক্ষে সিপাহি-যুদ্ধেৰ কাৰণ সূক্ষ্মৰূপে নিৰ্ণয় কৰা দুৰূহ । প্রধানতঃ লর্ড ডালহৌসীৰ পৰ-বাজ্য-সংহাৰিণী নীতি হইলৈ এই ভয়ঙ্কর ঘটনাৰ সূত্রপাত হয় । ডালহৌসী অনেক প্রাচীন রাজবংশেৰ উচ্ছেদ কৰেন, বাহাৰা এক সময়ে বহুসংখ্য প্রজাৰ অধিস্বামী হইয়া স্বাধীনভাৱে শাসন-দণ্ড পরিচালন কৰিতেন, তাহাৰা সামান্ত লোকেৰ

অবস্থায় পতিত হন। সিপাহিরা আপনাদের প্রকাস্পদ রাজ-  
বংশের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া কোম্পানির সাধুতাব উপব  
সন্ধিহান হয়। তাহা বা সেতাবা ও ঝাঁসিব ছববস্থায় হুঃখ  
প্রকাশ কবে, নাগপুবেব বর্ষায়সী মহিষীব অপমানে অধীব হয়  
এবং শেষে অযোধ্যায় ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন দেখিয়া উত্তেজিত  
হইয়া উঠে। সিপাহিদেব অধিকাংশ অযোধ্যা-নিবাসী হিন্দু।  
তাহা বা আপনাদেব ধর্ম্মেব ও আপনাদেব চিবাগত প্রথাব  
একান্ত পক্ষপাতী। তাহারা ভাবিত, তাহাদের বাহুবলে পঞ্জাব  
অধিকৃত হইয়াছে এবং সমস্ত ভারতবর্ষে শাস্তিবক্ষা হইতেছে।  
যত দিন অযোধ্যা নবাবের রাজ্য ছিল, তত দিন অযোধ্যাব  
লোকে, কোম্পানিব কর্ম্মচাবী বলিয়া, সিপাহিদেব প্রতি যথো-  
চিত সম্মান দেখাইত। কিন্তু শেষে অযোধ্যা কোম্পানিব  
রাজ্য হইলে সিপাহিদেব সে সম্মান নষ্ট হয়। এই সময়ে ইঙ্গ-  
বেঙ্গী শিক্ষাব বহুল প্রচাব হইতে থাকে। টেলিগ্রাফ, বেলওয়ে  
প্রভৃতিব কার্য্য আবস্ত হয়, ভাবতবর্ষেব সর্বত্র ভাবতীয় সভ্য  
তার পরিবর্তে ইঙ্গবেঙ্গী সভ্যতাব ফল প্রত্যক্ষীভূত হইতে  
থাকে। ইহাতে সিপাহিরা আপনাদেব জাতীয় ধর্ম্ম ও জাতীয়  
সভ্যতাব বিলোপ আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠে। এদিকে  
রাজ্য-ভ্রষ্ট রাজবংশীষেবা তাহাদেব উত্তেজনা বৃদ্ধি কবেন।  
সিপাহিরা ইহাদেব নিষোজিত লোকেব মুখে ইঙ্গরেজদিগেব  
বিরুদ্ধে অনেক কথা শুনিতে থাকে। সিপাহিরা অশিক্ষিত বা  
শিক্ষামদর্শী নহে, তাহারা কৌতুহলপর ও সন্ধিদ্ধ; স্মৃতবাং  
কৌতুহল ও সন্দেহ প্রযুক্ত তাহারা ক্রমেই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের  
উপর অধিকতর বিরক্ত হইতে থাকে।



টোটা ।—সিপাহিদিগের হৃদয় যখন এইরূপে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন প্রাচীন ষাউনবেস্ বন্ধুকেব পরিবর্তে রাইফল্ নামক বন্ধুক ব্যবহার কবিবাব আদেশ প্রচারিত হয়; এবং ঐ বন্ধুকেব জন্ত বস-মিশ্রিত টোটা প্রস্তুত হইতে থাকে । টোটা দাঁতে কাটিয়া বন্ধুকে পুঁতে হইত । এই সময়ে জনরব উঠিল, অন্তিম টোটা গোরু ও শূকরের চক্ষুমিশ্রিত ; স্তব্ধ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েবই তুল্যরূপ অস্পৃশ্য । ইঙ্গবে-বেঙ্গা হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েবই ধর্ম্ম-নাশের জন্ত টোটা ব্যব-হার কবিবাব আদেশ প্রচার কবিয়াছেন । সিপাহিরা ইহাতে আর স্থির থাকিতে পাবিল না, আপনাদেব জাতীয় ধর্ম্ম বক্ষাব জন্ত ইঙ্গবেঙ্গদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ।

সিপাহি-যুদ্ধের প্রারম্ভ, মে ১৮৫৭ ।—১৮৫৭ অব্দেব ১০ই মে মিবার্টেব সিপাহিবা দলবদ্ধ হইয়া ইউরোপীয়-দিগকে আক্রমণ কবে । ইউরোপীয়দিগেব অনেকে সে সময়ে ইহাদেব এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ হইতে বক্ষা পায় নাই । মিবার্ট হইতে সিপাহিবা দিল্লীতে সমবেত হয় । দিল্লীর বৃদ্ধ মোগল সম্রাট পুনর্বার আপনাব সাম্রাজ্য-প্রাপ্তিব আশায় ইহাদের উৎসাহদাতা হন । ক্রমে দিল্লীব মুসলমান অধিবাসীরা ইঙ্গ-রেজদিগেব বিরুদ্ধে সমুথিত হয় । ইঙ্গরেজেরা ইহা দেখিয়া, তত্রত্য বাকদাগার উড়াইয়া দেন ।

সিপাহি-যুদ্ধের বিস্তার, জুন, ১৮৫৭ ।—ক্রমে সমস্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, বাঙ্গালা এবং মধ্য ভারত-বর্ষে সিপাহিযুদ্ধের গতি প্রসারিত হয় । উত্তেজনার তরঙ্গে অধীব হইয়া সিপাহিবা ইউরোপীয় মহিলা এবং ইউরোপীয়

বালক বালিকাব প্রাণসংহার করিতে থাকে । ক্রমে ইঙ্গবেজ সৈন্তেরাও সিপাহিদিগের এই অত্যাচাৰের অনুকৰণ কৰে । এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে স্থান জন লবেঙ্গের চেষ্টায় পঞ্জাব বক্ষা পায়, এবং পঞ্জাবেৰ অধিবাসীরা ব্ৰিটিশ গবৰ্ণমেণ্টেৰ অনুবক্ত থাকে ।

**কাণপুৰ ।**—কাণপুৰ, লক্ষৌ এবং অযোধ্যা, এই তিন স্থানে সিপাহিবা সবিশেষ প্রবল হইয়া উঠে । কাণপুৰেৰ সেনা-নিবাসে বহুসংখ্য সিপাহি-সৈন্ত বাস কৰিয়া থাকে । এই স্থানেৰ নিকটবৰ্ত্তী বিঠোৰে নানা সাহেব বাস কৰিতেন । পৈতৃক বৃত্তি বন্ধ হওয়াতে নানা সাহেব ব্ৰিটিশ গবৰ্ণমেণ্টেৰ উপব সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন । সেই অসন্তোষপ্রযুক্ত এক্ষণে তিনি ইঙ্গ-বেজদিগেৰ অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হন । নানা সাহেব সিপাহি-দিগেৰ অধিনেতা হইয়া আপনাকে মহাবাৰ্হেৰ পেশবা বলিয়া ঘোষণা কৰেন । ২৭এ জুন কাণপুৰেৰ ইউৰোপীয়েৰা নিবা-পদে এলাহাবাদে যাইবাব আশ্বাস পাইয়া, নানা সাহেবেৰ নিকট আত্ম-সমৰ্পণে বাধ্য হয়, শেষে ইহাদেব অনেকেই উত্তে-জিত সিপাহিদিগেৰ হস্তে প্রাণত্যাগ কৰে । ১২৫টি ইউৰোপীয মহিলা ও বালকবালিকা নানা সাহেবেৰ বন্দী হয় । নানা সাহেব ইহাদেব প্রাণ দণ্ড করেন । ১৫ই জুলাই ইঙ্গৰেজ সেনানী হাবেলক্ সসৈন্তে কাণপুৰ উদ্ধাবাৰ্থ সমাগত হন । নগৰ অধি-কৃত হয় । নানা সাহেব অযোধ্যা অঞ্চলে পলায়ন করেন ।

**লক্ষৌ ।**—অযোধ্যাৰ সুযোগ্য প্রধান কমিশনৰ স্থাব হেন্ৰি লবেঙ্গ এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে লক্ষৌৰ বেসিডেন্সি বক্ষাৰ সুবন্দোবস্ত কৰিয়াছিলেন । ২৮ জুলাই যাবতীৰ ইউৰোপীয

এই বেসিডেন্সিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। সিপাহিরা বেসিডেন্সি অববোধ কবিতা গোলা বর্ষণে প্রবৃত্ত হয়। ৪ঠা জুলাই স্তাব হেন্‌বি লবেন্স গোলাব আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ২৫এ সেপ্টেম্বর ইঙ্গবেজ সেনাপতি হাবেলক্ এবং আউট্রাম লক্কোস্থিত ইঙ্গবেজ সৈন্তের সাহায্যার্থ উপস্থিত হন। ইহাবা সিপাহিদিগকে নিবস্ত কবিত্তে সমাক্ কৃতকার্য হন নাই। অবশেষে ১৬ই নবেম্বর স্তাব কোলিন ক্যাম্বেল (ইনি পবে লর্ড ক্লাইড নামে প্রসিদ্ধ হন) বিশক্ষদিগকে পবাতৃত করেন। অবকদ্ধ ইঙ্গবেজবা মুক্তি লাভ কবে। ইহাব পব ১৮৫৮ অক্টোব মার্চ মাসে লক্কো সর্কাংশে ইঙ্গবেজদিগের হস্তগত হয়।

দিল্লী ।—দিল্লী সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছিল। প্রায় ৩০,০০০ সিপাহি এই স্থানে অবস্থিত কবিত্তেছিল। ৮ই জুন ইঙ্গবেজ সৈন্ত দিল্লী অববোধ কবে। আগষ্ট মাসেব মধ্যভাগে ইঙ্গবেজ সেনানী নিকলসন্ সাহেব পঞ্জাব হইতে দিল্লীতে উপনীত হন। ১৪ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ৬ দিন যুদ্ধেব পব ইঙ্গবেজ সৈন্ত দিল্লী অধিকার কবে। নিকলসন্ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। বুদ্ধ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ বন্দীকৃত হইয়া রেজুনে নির্কাসিত হন।

অযোধ্যায় শান্তি-স্থাপন ।—দিল্লী অধিকারের পবেও ১৮ মাস কাল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যুদ্ধ ঘটে। বাজ্যত্রষ্ট নবাব ওয়াজিদ আলীর পদচ্যুত বেগম হজবতমল ও নানা সাহেবের উত্তেজনায় অযোধ্যায় অধিবাসিগণ সিপাহিদিগের সহিত সন্ধিলিত হয়। লর্ড ক্লাইড অযোধ্যায় যুদ্ধ করিয়া, শান্তি স্থাপন করেন। হজবতমল ও নানা সাহেব নেপালের অভিমুখে

অগ্রসর হন। এই সময়ে নেপালের রাজমন্ত্রী শ্রাব জঙ্গ বাহাদুর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট অনেক সাহায্য কবিয়াছিলেন।

**কুমার সিংহ।**—কুমার সিংহ আরা জেলাব অন্তঃপাতী জগদীশপুরেব জমীদার। ইহাব অসাধারণ বাহুবল ছিল। ইনি প্রায়ই মল্লযুদ্ধে এবং যুগযাব আমোদে কালাতিপাত কবিতেন। সিপাহি-যুদ্ধেব সময় কুমারসিংহ প্রায় অশীতি বর্ষে পদার্পণ কবিয়াছিলেন। ইঙ্গবেজ কর্তৃপক্ষ এই অশীতিব বৃদ্ধ জমীদারেব রাজ-তন্ত্রিব উপর সন্দিহান হন। কুমারসিংহ এজন্ত দানাপুরেব সিপাহিদিগেব অধিনেতা হইয়া যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। তাঁহাব ভ্রাতা অমরসিংহ আবাস্থিত ইঙ্গবেজদিগকে সমূহ ক্রোধ দিতে ক্রটি কবেন নাই। শেষে আগষ্ট মাসে ইঙ্গবেজ সৈন্য আসিয়া আরা উদ্ধার কবে।

**লক্ষ্মীবাই।**—লর্ড ডালহৌসী ঝাঁসি অধিকার কবাতে ঝাঁসিব লোকান্তবিত অধিপতি গঙ্গাধর বাওব বিধবা মহিষী লক্ষ্মীবাই সাতিশয় বিবর্ত হন। সিপাহি-যুদ্ধেব সময় লক্ষ্মীবাই ও তাঁতিয়াতোপী মধ্যভাবতবর্ষে বিলক্ষণ বীরত্বেব সহিত যুদ্ধ করেন। বীর্যবতী বীবাঙ্গনা বীরত্বে ইঙ্গরেজ সেনানী শ্রাব হিউ বোজেব ( অতঃপর লর্ড ষ্টুথ্‌নেসবর্গ ) পবাক্রমও পর্য্যদন্ত হয়। শেষে লক্ষ্মীবাই ১৮৫৮ অব্দেব জুন মাসে গোবালিব-বেব নিকটে অসাধারণ পবাক্রমে যুদ্ধ করিয়া বণস্থল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছিলেন, এমন সময় একজন সৈনিক পুরুষ তাহাব গলদেশবিলম্বিত বহুমূল্য হার লোতে অসিব আঘাতে তাঁহাকে হত্যা কবে। পব বৎসর তাঁতিয়াতোপী ধবা পড়িয়া নিহত হন। লক্ষ্মীবাই প্রকৃত বীরবমণী। উনবিংশ

শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ইহার জ্বাল বীরবর্মণীৰ আবির্ভাব হয় নাই । এই বীর্যবতী বীরাদ্ৰনার বীৰত্ব-কাহিনী অনিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয় ।

সিপাহি-যুদ্ধের অবসান ।—মধ্য-ভারতবর্ষের যুদ্ধেব সহিত সিপাহি-যুদ্ধেব অবসান হয় । ১৮৫৯ অব্দেব জুলাই মাসে দূৰদৰ্শী গবৰ্ণৰ জেনেৰল লৰ্ড কানিংঘ্ বাজ্যেব সৰ্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, ঘোষণা-পত্ৰ প্রচাৰ করেন ।

সিপাহি-যুদ্ধ-প্রযুক্ত উত্তৰ পশ্চিমাঞ্চলে কৃষিকার্য্য না হও-  
যাতে তথ্যস ভয়ঙ্কর দুৰ্ভিক্ষের আবির্ভাব হয় । এই দুৰ্ভিক্ষে  
বহুসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ কৰে ।

মহারাণী বিক্টোরিয়া কৰ্ত্তৃক ভারত-স আজ্যের  
শাসন-ভাব-গ্রহণ, ১৮৫৮ ।—ভাৰতে ইঙ্গবেজ কোম্পানির  
আধকাৰ বিলোপ সিপাহি-যুদ্ধেব চৰম ফল । ইঙ্গবেজেবা প্রথমে  
বাণকবেশে আসিয়া ভাৰতবর্ষে বাজ্য স্থাপন কবেন । ক্রমে  
তাঁহাদেব অধিকাৰ প্রসাৰিত হয়, ক্রমে তাঁহাবা ভাৰতবর্ষের  
আদ্বতীয় অধিপতি হইবা উঠেন । কিন্তু ভাৰতবর্ষেব অদ্বিতীয়  
আধপতি বণিক কোম্পানি ইঙ্গলণ্ডে মহাবাণী বিক্টোবিয়ার  
সামান্য প্রজ্ঞার শ্ৰেণীতে গণ্য ছিলেন । আপনাদেব অৰ্জ্জিত  
বাজ্য ভোগ কবিবাব জন্ত ইহাদিগকে ১৭৭৩ অব্দ হইতে ১৮৫৩  
অব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বার সনন্দ লইতে হয় । প্রজ্ঞার অৰ্জ্জিত  
রাজ্যের উপর রাজ্যাব সৰ্ব্বতোমুখী প্রভূতা আছে । এখন  
মহাবাণী বিক্টোরিয়া আপনাব প্রজ্ঞার অৰ্জ্জিত ভাৰত সাম্ৰা-  
জ্যের শাসন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ কবিতে উদ্যত হইলেন । এসম্বন্ধে  
পার্লিয়ার্মেন্ট মহাসভায় বাদামুবাদ হইতে লাগিল । 'ডিৱে-

ক্ৰেবৰা আপত্তি কবিতো লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাদেৰ আপত্তি গ্ৰাহ্য হইল না। ১৮৫৮ অক্টোবৰ মাহে পালিয়ামেণ্টে স্থিৰ হইল যে, অতঃপৰ ইংলণ্ডেৰ অধীশ্বৰী মহাৰাণী বিক্টোৰিয়া ভাৰত-সাম্ৰাজ্যেৰ শাসন-ভাৰ গ্ৰহণ কৰিবেন। ভাৰতবৰ্ষেৰ শাসনজ্ঞা “বোর্ড অব্ কন্ট্ৰোল” এবং “ডিবেক্টৰ” সভাৰ পৰিবৰ্ত্তে পনৰ জন সদস্য লইয়া একটা সমিতি সংগঠিত হইবে। মহাৰাণীৰ একজন প্ৰধান অন্যাত এই সমিতিৰ অধ্যক্ষ হইবেন। ইহাৰ বাজকীৰ উপাধি “ভাৰতবৰ্ষেৰ জন্য সেক্ৰেটৰি অব্ ষ্টেট” হইবে। ভাৰতবৰ্ষেৰ গবৰ্ণৰ জেনেৰল আপনাৰ প্ৰাচীন উপাধি ব্যতীত “বাইস্‌ৰয়” অৰ্থাৎ বাজ-প্ৰতিনিধি এই নূতন উপাধি গ্ৰহণ কৰিবেন। গবৰ্ণৰ জেনেৰল এবং বাইস্‌ৰয়কে ভাৰতবৰ্ষেৰ সেক্ৰেটৰি অব্ ষ্টেটেৰ অধীন হইবা কাৰ্য্য কৰিত হইবে। এইৰূপে ভাৰতবৰ্ষেৰ কোম্পানিৰ বাজত্বেৰ পৰিসমাপ্তি হইল। কোম্পানি ভাৰতবৰ্ষেৰ শাসন-কাৰ্য্য হইতে অপসৰিত হইষাছেন বটে, কিন্তু আজ পৰ্য্যন্ত সাধাৰণে ভাৰতবৰ্ষকে “কোম্পানিৰ মুলুক” বলিষাই মনে কৰিযা থাকে।

## নপ্তম অধ্যায় ।

### ব্ৰিটিশ ৰাজশাসনাধীন ভাৰতবৰ্ষ ।

মহাৰাণীৰ ঘোষণা-পত্ৰ, ১লা নবেম্বৰ, ১৮৫৮।—  
ভাৰতেৰ ইংলণ্ড-বাজত্বেৰ ইতিহাসে ১৮৫৮ অক্টোবৰ ১লা নবেম্বৰৰ একটা প্ৰধান স্মৰণীয় দিন। এই দিনে মহাৰাণী বিক্টোৰিয়া স্বহস্তে ভাৰতসাম্ৰাজ্যেৰ শাসন-ভাৰ গ্ৰহণ কৰেন। সমগ্ৰ

ব্রিটিশ ভারতবর্ষ এই দিনে মহাবাগীব খাস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই দিনে শ্রীশ্রীমতী মহাবাগী আপনার অনুগম মহত্ব ও হিতৈষিতা দেখাইয়া সদয় বাক্যে ভারতবর্ষীয়দিগকে আশ্বস্ত করেন। মহারানী, ভারতবর্ষীয় ভূপতিগণ, সরদারগণ ও জনসাধারণকে লক্ষ্য করিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করেন, তাহা এই দিনে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে সর্বসাধাবণের সমক্ষে পঠিত হয়। এই স্থলে উক্ত ঘোষণাপত্রের ভাবানুবাদ প্রকাশ করা গেল ;—

“আমি বিষ্টোবিবা, জগদীশ্বরের প্রসাদে গ্রেটব্রিটন ও আয়ারলণ্ড, এই উভয় মিলিত রাজ্যের এবং ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকাতে উল্লিখিত মিলিত রাজ্যের যে সকল উপনিবেশ আছে, তৎসমুদয়ের অধীশ্বরী ও ধর্মরক্ষাকারিণী।”

“ভারতবর্ষের যে সকল প্রদেশ আমার অধিকারে আছে, এতদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তৎসমুদয় শাসন করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে আমি পালিয়ার্মেন্ট মহাসভার সম্মতিক্রমে ভারতবর্ষের উক্ত প্রদেশসমূহের শাসন-ভাব স্বহস্তে গ্রহণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি।

“অতএব এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সাধাবণকে জানাইতেছি যে, আমি পালিয়ার্মেন্ট মহাসভার পরামর্শে ও সম্মতিক্রমে ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-ভাব স্বহস্তে লইলাম। ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের প্রতি আমার এই আদেশ যে, তাহারা প্রজার যথার্থ ধর্ম পালন করিবে, আমার ও আমার উত্তরাধিকারিগণের প্রতি প্রভু-ভক্তি দেখাইবে, আমি ভারতবর্ষের শাসন-কার্য্য নির্বাহেব জন্য যে সকল কর্মচারী নিযুক্ত করিব, তাহাদের

প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিবে এবং তাঁহাদের আদেশানুসারে চলিবে।

“আমাদের বিশ্বস্ত অমাতা ও প্রিয়পাত্র শ্রীযুক্ত চার্লস জন বাইকোর্ট কানিংহাম বাহাদুরের প্রভু-ভক্তি, কর্ম-দক্ষতা ও সদ্বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, আমি তাঁহাকে আমার ভারত-সাম্রাজ্যের প্রথম বাইস্বেব (বাজপ্রতিনিধি) ও গবর্নর জেনেরলের পদে নিযুক্ত করিলাম। আমি, আমার কোন প্রধান সেক্রেটারি দ্বারা সময়ে সময়ে যে সকল নিয়ম ও যে সকল আদেশ প্রচার করিব, সেই সকল নিয়ম ও আদেশের অনুবর্তী হইয়া, বাইকোর্ট কানিংহাম বাহাদুর ভাবত-সাম্রাজ্যের শাসন-কাষ্য নির্বাহ করিবেন।

“ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে যে সকল ব্যক্তি বাজকীব কার্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আপন আপন কার্যে বহাল রাখা গেল। কিন্তু ভবিষ্যতে আমার যেকোন ইচ্ছা হইবে, অথবা যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করা যাইবে, ঐ সকল কর্মচারীকে বহাল রাখা বা না রাখা, সেই ইচ্ছা ও সেই নিয়ম অনুসারে নির্দিষ্ট হইবে।

“এতদ্বারা ভাবতবর্ষের ভূপতিদিগকে জানান যাইতেছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁহাদের সহিত যে সকল সন্ধি ও তাঁহাদের নিকট যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি সেই সকল সন্ধি ও সেই সকল প্রতিজ্ঞা পালন করিব; আশা করি, ভাবতবর্ষের ভূপতিরাও আমার দ্বারা সেই সন্ধি ও সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন।

“ভারতবর্ষে এখন আমার যে রাজ্যাধিকার আছে, তাহা



আর বৃদ্ধি করিব না। অস্ত্রে আমার বাজ্য আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিকূল দিতে ক্রটি করিব না। যাহারা আমাদের পক্ষে আছেন, তাঁহাদিগকেও অপরের রাজ্য আক্রমণ করিতে দিব না। আমি ভাবতবর্ষের ভূপতিদিগের অধিকার, পদ ও মর্যাদা, নিজের অধিকার, পদ ও মর্যাদার রূপে জ্ঞান করিব। দেশে শাস্তি বিরাজিত থাকিলে যেরূপ সুখ ও সৌভাগ্য ঘটিতে পারে, ভাবতবর্ষের ভূপতিগণ ও আমার প্রজাবর্গও সেইরূপ সুখে ও সৌভাগ্যে কাল যাপন করিবেন।

“বাজ-ধর্ম পালন জন্য আমি অপরাপব প্রজার নিকটে যেরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, ভাবতবর্ষের প্রজাবর্গের নিকটেও সেইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ থাকিব। সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের প্রসাদে আমি ঐ প্রতিজ্ঞা যথারীতি পালন করিব।

“খ্রীষ্টীয় ধর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এই ধর্মের আশ্রয় লইলে যে, সুখ ও সম্ভাষণ জন্মে, তাহাও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। কিন্তু আমি আমার প্রজাবর্গের সম্বন্ধে এই বিশ্বাস অনুসারে কোনও কার্য্য করিব না। আমি প্রকাশ করিতেছি যে, কোন ব্যক্তি তাহার বিশ্বাসমত কোন ধর্মসম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অনুগ্রহীত, নিগ্রহীত বা উৎপীড়িত হইবে না। সকলেই আপনাদের বিশ্বাস অনুসারে আপন আপন ধর্ম-সম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং সকলেই আমার অধিকারে তুল্যরূপে বশীকৃত ও প্রতিপালিত হইবে। যাহারা আমার অধীনে ভারতবর্ষের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, তাঁহাদিগকে আমি এই আদেশ দিতেছি যে, তাঁহারা নবম আমার কোন প্রজার ধর্মে কোনরূপে হস্তক্ষেপ না কবে।

যিনি হস্তক্ষেপ করিবেন, তিনি আমার যার-পব-নাই বিবাগ-ভাজন ও কোপে পতিত হইবেন ।

“আমাব প্রজাবা, যে জাতি বা যে ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন, আপনাদের বিদ্যা, ক্ষমতা ও সচ্চবিত্রতাবলে গবর্ণমেন্টেব অধীনে যে সকল কর্ম কবিতে সমর্থ হইবে, তাহাদিগকে বিনা গুরুপাতে সেই সকল কর্মে নিযুক্ত কবা যাইবে ।

“ভাবতবর্ষীয়েষা তাহাদেব আপন আপন পূর্ব পুরুষ হইতে যে সমস্ত ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তৎসমুদয়েব উপব তাহাদেব যে, কত মায়া ও কত যত্ন জন্মে, তাহা আমি বিশেষকপে জানি । ঐ সকল ভূসম্পত্তিতে যাহাব যেকপ স্বত্ব ও অধিকাব আছে, তাহাকে সেই স্বত্ব ও অধিকাব হইতে বঞ্চিত কবা হইবে না । কিন্তু তাহাকে গবর্ণমেন্টেব প্রাপ্য অংশ যথানিয়মে দিতে হইবে । আইন প্রস্তুতকবা ও আইন অনুসারে কার্য্যকবাব সময়ে ভাবতবর্ষীদিগেব প্রাচীন স্বত্বাধিকাব ও প্রাচীন বীতি নীতিব উপর দৃষ্টি রাখা যাইবে ।

“কতকগুলি দুবংশ লোক অমূলক জনবব তুলিয়া দিয়া, তাহাদেব স্বদেশীয়দিগকে প্রতাবিত ও বাজ-বিদ্রোহে প্রবর্তিত কবাতে দেশেব অনেক অনিষ্ট ঘটয়াছে । আমি এজন্ত সাতিশয় দুঃখিত আছি । এই বাজ-বিদ্রোহ নিবারিত হওয়াতে আমাদেব প্রভাব ও পরাক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে । যে সকল লোক প্রতাবিত হইয়াছিল, এখন যদি তাহাবা পুনবায় প্রজার যথার্থ ধর্ম অবলম্বন কবে, তাহা হইলে আমি তাহাদের অপবাব মার্জনা করিব, এবং তাহাদের প্রতি দয়া ও সৌজন্য দেখাইব ।

“ভারত সাম্রাজ্য নিকপত্রব করিবাব অভিপ্রায়ে, ইহাব পূর্বে

আমাব প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেবল বাইকোর্ট কানিঙ্ক্ একটি প্রদেশেব অপবাদীদিগকে মার্জ্জনা কবিবাব আশা দিয়াছেন। যাহাদের অপবাদ মার্জ্জনার যোগ্য নয়, তাহাদিগকে যে, যথোচিত শাস্তি দেওয়া যাইবে, তাহাও তিনি উল্লেখ কবিয়াছেন। আনি গবর্ণর জেনেবলেব এই কার্যেব অনুমোদন কবিতেছি। অধিকন্তু সাধাবণেব গোচবার্থ প্রকাশ কবিতেছি যে,—

“যাহাবা সাক্ষাৎসম্মুখে আমাব প্রজাদিগেব হত্যা-কার্যে লিপ্ত ছিল, তাহাবা ব্যতীত আন সকলেব প্রতি ককণা প্রদর্শিত হইবে। এই হত্যাকাবীদিগেব প্রতি ছারানুসাবে দণ্ড প্রদর্শিত হইতে পাবে না।

“যাহাবা জানিগা শুনিগা, নিজেব ইচ্ছায় হত্যাকাবীদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, কিংবা যাহাবা গত বাজবিদ্রোহে কর্তৃত্ব কবিয়াছে, তাহাদেব প্রাণদণ্ড হইবে না, কিন্তু অল্প উপযুক্ত দণ্ড হইবে। ঐ সকল লোককে যথাযোগ্য দণ্ড দিবাব সময়ে বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহাবা কি অবস্থায় অন্তেব কুগম্ভণায় ভুলিয়া বাজবিদ্রোহীদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল। প্রতাবকদিগেব কুগম্ভণায় ভুলিয়া যাহাবা অত্যাচার কবিয়াছে, তাহাদের প্রতি যথোচিত অনুগ্রহ দেখান যাইবে। এতদ্ব্যতীত, যাহারা গবর্ণমেণ্টেব বিরুদ্ধে অস্ত্রধাবণ কবিয়াছিল, তাহাবা যদি আপনাদেব গৃহে প্রতিগমন কবিয়া শান্তভাবে বৈবয়িক ব্যাপারে লিপ্ত হয়, তাহাহইলে তাহাদেব অপবাদ মার্জ্জনা করা যাইবে এবং তাহারা যে, অপরাধ করিয়াছিল, তাহা আন মনে করা যাইবে না।

“অপবাদ মার্জ্জনা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনসম্বন্ধে যে সকল নিয়ম

উল্লিখিত হইল, যাহারা আগামী ১লা জানুয়ারির পূর্বে সেই-সকল নিয়ম পালন কবিবে, তাহাদের সকলকেই ক্ষমা করা যাইবে এবং সকলের প্রতিই অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইবে।

“ঈশ্বরের আশীর্বাদে শান্তি স্থাপিত হইলে ভাবতবর্ষের কৃষি-বাণিজ্য-সংক্রান্ত কার্যে যথোচিত উৎসাহ দান, সাধারণের উপকারক ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধক বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন এবং ভারত-বর্ষের প্রজাদের উপকারেব উদ্দেশ্যেই ভাবত-সাম্রাজ্য শাসন করা যাইবে। ভাবতবর্ষের প্রজাদের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই আমি আপনাকে প্রবল ও পবাক্রান্ত মনে কবিব, প্রজারা সন্তুষ্ট থাকিলেই, আমি আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিবাপদ ভাবিব এবং প্রজারা সন্তুষ্ট হইয়া, যেকৃতজ্ঞতা ও বাজ-ভক্তি দেখাইবে, তাহাই আমি সর্বোৎকৃষ্ট পুৰস্কার জ্ঞান কবিব। পবিশেষে প্রার্থনা এই, প্রজাদের মঙ্গলার্থে এই সকল সঙ্কল্প যাহাতে আমি কার্যে পরিণত করিতে পারি, সর্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর আমাকে ও আমার অধীনে যাহাবা রাজ্য শাসন কবিবেন, তাহাদিগকে সেকপ ক্ষমতা সমর্পণ করুন।”

এই ঘোষণাপত্রে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। সকলেই ভাবিল, মহারানী ইঙ্গলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং ভাবত-সাম্রাজ্যেব শাসনভাব গ্রহণ কবিলেন, এখন তাঁহাব বাজ্যে সকল উপযুক্ত লোকেই জাতি ধর্মনির্কিশেষে প্রধান প্রধান কার্যে নিয়োজিত হইতে পারিবে। সকলেই আপনাদের ধর্ম ও চিরাগত আচার ব্যবহার অনুসারে কার্য করিতে সমর্থ হইবে। যাহাবা সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে হত্যা-কার্যে লিপ্ত হব নাই, তাহাবা মহারানীর রাজ্যে নিবাপদে বাস কবিতে পারিবে। ভারত-

বর্ষের ভূপতিগণ নিবাপদে আপনাদেব রাজ্যশাসন ও ঐবস পুত্রের অভাবে ষধানিয়মে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবেন । এবিষয়ে তাঁহাদিগকে কোন প্রকাব বাধা দেওয়া হইবে না ।

সিপাহি-যুদ্ধেব সময় বিচক্ষণ লর্ড কানিংগ্ সাতিশয় ধীর-ভাবে শাসনকার্য্য নিৰ্ব্বাহ কবিয়াছিলেন । তাঁহাব ধীরতা ও সদ্বিবেচনা প্রযুক্তই সিপাহি-যুদ্ধেব অবসান এবং বাজ্যে সৰ্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হয় । এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে অনেক ইঙ্গরেজ ভাবতীয় প্রজাদিগেব বিকক্ষে সমুখিত হইবাছিলেন । লর্ড কানিংগ্বেব ত্রায় দূবদর্শী ব্যক্তি এই সময় গবর্ণর জেনেরলেব পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, বোধ হয়, নিবীহ জনসাধাবণেব শোণিতে ভাবতবর্ষ বঞ্জিত হইত । ঐ সকল ইঙ্গবঙ্গে তখন মহাত্মা লর্ড কানিংগ্কে “দয়াব সাগব কানিংগ্” বলিয়া বিজ্ঞপ কবিয়াছিলেন । কিন্তু এখন উক্ত বিজ্ঞপ-বাক্য লর্ড কানিংগ্বেব সম্মানসূচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে । দয়াব-সাগব কানিংগ্ বাজ-প্রতিনিধি হইয়া মহাবাণীব ঘোষণা-পত্র প্রকাশ কবিলেন । ১৮৫৮ অব্দেব ১লা নবেম্বর এলাহাবাদে মহাসমাবোহে একটি দববার হইল । এই দরবাবে মহাবাণীব ঘোষণাপত্র পঠিত হইল । অতঃপর লর্ড কানিংগ্ এই ভাবে বিজ্ঞাপন-পত্র প্রকাশ কবিলেন :—

“খ্রীষ্টীমতী মহারাণী ইঙ্গলণ্ডেখবী ভারতবর্ষেব ব্রিটিশাধিকা-বেব শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ কবাতে গবর্ণর জেনেরল এত-দ্বারা সাধারণকে জানাইতেছেন যে, অদ্য হইতে ভারতবর্ষেব শাসনসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য মহাবাণীর নামে সম্পন্ন হইতে থাকিবে ।

“সমুদয় জাতিব ও সমুদয় শ্রেণীর যে সকল লোক ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন আছে, তাহাবা অদ্য হইতে ত্রীশ্রীমতী মহাবাণীব প্রজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে ।

“ত্রীশ্রীমতী মহাবাণী আপনাব ঘোষণাপত্রে, যে সকল সঙ্কল্পের উল্লেখ কবিয়াছেন, সেই সকল সঙ্কল্প যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহাব জন্ত গবর্ণর জেনেবল সকলকেই সৰ্ব্বান্তঃকবণে ও আপনাদেব ক্ষমতানুসাবে যথোচিত সাহায্য কবিতে আহ্বান কবিতেছেন ।

“ত্রীশ্রীমতী মহাবাণী তাঁহাব বহুসংখ্য ভাবতবর্ষীয় প্রজাব বিশ্বস্ততা ও প্রভু-ভক্তিব উপব নির্ভব কবিয়া সদয়ভাবে ও হিতৈষিতাব সহিত যে সকল বিষয়েব নির্দেশ কবিয়াছেন, গবর্ণর জেনেবল আশা কবেন, প্রজাবা সকল সমবেই তৎসমুদয় পালন কবিবেন ।”

এই ঘোষণা-পত্র সকলেবই অনুমোদিত হইল । সকলেই মহাবাণীব বাজ্যে নির্বিবাদে বাস কবিতে পাবিবে বলিয়া সমস্তোষ প্রকাশ কবিতে লাগিল । লর্ড কানিংজ্ ১৮৫৯ অব্দেব ৮ই জুলাই ভাবতবর্ষেব সৰ্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, ঘোষণা-পত্র প্রচাব কবিলেন এবং পরবর্তী শীতকালে উত্তব-পশ্চিমাঞ্চলে যাইয়া, মিত্র রাজগণকে যথোচিত আপ্যায়িত কবিয়া তুলিলেন । এই সময়ে “ষ্টার অব ইণ্ডিয়া ” উপাধির সৃষ্টি হয় এবং মহাবাণীব মিত্রবাজগণ এই অভিনব উপাধিতে ভূষিত হন ।

**আইন প্রভুতির সংস্করণ ।**—লর্ড কানিংজেব সময়ে পূৰ্ব্বতন আইন সংস্কৃত ও পরিবর্তিত হয় । ১৮৩৭ অব্দে মেকলে

সাহেব যে দণ্ডবিধি প্রণয়ন করেন, তাহা ১৮৬০ অব্দে বিধিবদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত দেওয়ানী ও ফৌজদারী কার্যাবিধি ও রাজস্ব-সংক্রান্ত ১০ আইন প্রচাৰিত হয়। লর্ড কানিংজেব শাসনকালে উইলসন্ সাহেব বাজস্ব-সচিব হইয়া এ দেশে আইসেন। সিপাহি-যুদ্ধ প্রযুক্ত অনেক ব্যয় হইয়াছিল। প্রায় ৪ কোটি টাকা খণ হয়। উইলসন্ সাহেব এজন্য “ইনকম্‌ টাক্স” অর্থাৎ আয়-কর স্থাপন করেন। ইহা ভিন্ন লর্ড কানিংজেব সময়ে গবর্ণর জেনেবলের কৌন্সিলে এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইব গবর্ণরবেব কৌন্সিলে ইউরোপীয় কিংবা ভারতবর্ষীয় বেসবকারী সদস্য নিয়োগ কবিবাব নিষম হয়।

### লর্ড এলগিন্‌, ১৮৬২-১৮৬৩।

১৮৬২ অব্দেব মার্চ মাসে লর্ড কানিং স্বদেশে যাত্রা করেন। এলগিন ভারতবর্ষেব গবর্ণর জেনেবল ও বাজ-প্রতিনিধি হন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল ভারতবর্ষ শাসন কবিতো পারেন নাই। ১৮৬৩ অব্দে হৈমবত প্রদেশেব ধর্মশালা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। পূর্বে কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে এক একটি সদর আদালত ও এক একটা সুপ্রীম কোর্ট ছিল। সদর আদালতে কোম্পানিবে প্রজাদেব আপীল এবং সুপ্রীম কোর্টে মহারাজীবে ইঙ্গবেজ প্রজাদেব বিচাব হইত। যখন মহারাজী স্বহস্তে ভারতবর্ষেব শাসন-ভাব গ্রহণ করেন, তখন সকলেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহারাজীবে প্রজা হওয়াতে ১৮৬২ অব্দে উক্ত উভয় আদালত একত্র কবিবার জন্য একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। লর্ড কানিং এ বিষয়েব সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যান। লর্ড

এলগিনের সময়ে অর্থাৎ ১৮৬২ অব্দের জুলাই মাসে উক্ত তিন প্রধান নগরের সদর আদালত ও সুপ্রীম কোর্ট একত্র হইয়া হাইকোর্ট নামে প্রসিদ্ধ হয়। লর্ড এলগিনের সময়ে সিন্ধু নদেব পশ্চিম তটে সিতানা নামক স্থানে একটি যুদ্ধ ঘটে।

### লর্ড লরেন্স, ১৮৬৪-১৮৬৯ ।

লর্ড এলগিনের মৃত্যুর পব, মাদ্রাজের গবর্নর স্ত্রাব উইলিয়ম ডেনিসন কিছু দিন গবর্নর জেনেবলেব কার্যা করেন। তৎপরে পঞ্জাবের পূর্বতন প্রধান কমিশনর স্ত্রার হেন্‌বি লরেন্সেব সহোদর স্ত্রাব জন লরেন্স ভারতবর্ষেব গবর্নর জেনেবল ও রাজ প্রতিনিধি হন। ইহাব সময়ে ভূটানে যুদ্ধ ঘটে। ছয়াব প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টেব অধিকার ভুক্ত হয় ( ১৮৬৪ )। ১৮৬৬ অব্দে উড়িষ্যাব ভবষ্কব ছুর্ভিক্ষে বহুসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ করে। লেফ্টেনেন্ট গবর্নর বীডন সাহেব এই ছুর্ভিক্ষ নিবারণে যত্নশীল হন নাই। এই সময়ে মহীশূরেব অধিপতি পার্ণিয়া-মেণ্ট সভা হইতে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবাব অনুমতি প্রাপ্ত হন। কাবুলের সিংহাসন লইয়া দোস্ত মহম্মদের সন্তানগণেব মধ্যে বিবাদ ঘটে। অবশেষে শেবআলী কাবুলের আমীর হন। ১৮৬৯ অব্দে স্ত্রাব জন লরেন্স স্বদেশে যাত্রা করেন, এবং সেখানে যাইয়া লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন।

### লর্ড মেয়ো, ১৮৬৯-১৮৭২ ।

স্ত্রাব জন লরেন্সের পর লর্ড মেয়ো গবর্নর জেনেবল ও রাজ-



প্রতিনিধি হন। ১৮৬৯ অব্দে লর্ড মেয়ো অঞ্চালার দরবারে কাবুলের আমীর শের আলীর পরদর্শনা করেন এবং তাঁহাকে বার্ষিক বাব লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হন। ক্রশীয়েরা আমীরের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভাবতবর্ষে প্রবেশ কবিতেনা পারে, এই জন্ত গবর্ণর জেনারলকে উক্ত দরবাবে আমীরের সহিত সন্ধাব স্থাপন করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে (১৮৬৯-১৮৭০) মহাবানীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা ভাবতবর্ষ-পরিদর্শনে আইসেন। লর্ড মেয়ো কর্তৃক কৃষি-বিভাগ স্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি গবর্ণমেন্টের খাস রেলওয়ের (ষ্টেট রেলওয়ে) সূত্রপাত কবেন এবং স্থানে স্থানে রাস্তা ও খালের কার্য্য কবিতেন অল্পমতি দেন। লর্ড মেয়ো উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষার ব্যয় সঙ্কোচ করিবাব ইচ্ছা কবাতেন অনেকে তাঁহার প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন কবেন। এজন্য তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

পূর্বে বাঙ্গালা, মাদ্রাস, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশ হইতে যত টাকা আয় হইত, সমস্তই এক তহবিল-ভূক্ত হইয়া গবর্ণর জেনারলের হাতে থাকিত। ইহাব পৰ যে প্রদেশের জন্ত যত টাকা ব্যয় প্রয়োজন হইত, তাহা গবর্ণর জেনারলকে জানাইলে গবর্ণর জেনারল উক্ত তহবিল হইতে সেই টাকা দিবার আদেশ দিতেন। এই নিয়ম থাকাতেন রাজস্ব-সচিবকে অনেক হিসাবপত্র বাধিতে হইত, সুতরাং তাঁহার কার্য্য বাড়িয়া উঠিত। অধিকন্তু এক প্রদেশের রাজস্ব অপর প্রদেশে ব্যয় হইয়া যাইত। প্রদেশীয় শাসন-কর্তারা দেখিতেন যে, তাঁহাদের শাসনাধীন প্রদেশের আয় বৃদ্ধি হইলেনও সমস্ত টাকাই সরকারী তহবিলে যাইবে,

হয়ত ঐ টাকা অপব প্রদেশেব জন্ত ব্যয় হইবে, স্ততরাং তাঁহারা আপন আপন প্রদেশের আয় বাড়াইবাব ও ব্যয় কমা-ইবাব চেষ্টা না কবিয়া কেবল সবকাবী তহবিল হইতেই অধিক পরিমাণে টাকা আনিবাব চেষ্টা কবিতেন । লর্ড মেঘো এই সকল গোলযোগ দেখিয়া স্থির কবেন যে, বাজ্যেব সমস্ত আয় এক তহবিলেই না বাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যত টাকা আয় হইবে, তাহা হইতে বাজকীয় ধনাগাবেব জন্ত নির্দিষ্ট টাকা লইয়া অবশিষ্ট টাকা সেই সেই প্রদেশেব উন্নতিকল্পে ব্যয় কবাব জন্ত প্রদেশীয় শাসনকর্তাদেব হাতে রাখা হইবে । বাজস্বেব এই স্বতন্ত্রীকরণ-প্রথা প্রবর্তিত হওয়াতে বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছে । প্রদেশীয় শাসন-কর্তাবা আপন আপন ইচ্ছামত স্বস্থ প্রদেশের আবেব টাকা ব্যয় কবিবাব অধিকার পাওয়াতে আপনাদেব শাসনাধীন প্রদেশেব আয় বৃদ্ধি কবিবাব ও ব্যয় কমাইবাব চেষ্টা করিতেছেন (১৮৭১) ।

১৮৭২ অক্টোবর ফেব্রুয়ারি মাসে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত পোর্টব্লেয়াবে শেরআলী নামক একজন মুসলমান লর্ড মেঘোকে হত্যা কবে ।

### লর্ড নর্থব্রুক, ১৮৭২-১৮৭৬ ।

লর্ড মেঘোব হত্যাব সংবাদ কলিকাতায় পহঁছিলে কোন্-সিলেব অন্যতম সদস্য স্তাব জন ট্রেসী ২ই ফেব্রুয়ারি হইতে ২৪ এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এবং তৎপবে মাদ্রাজেব গবর্ণর লর্ড নেপিয়ার ২৪এ ফেব্রুয়ারি হইতে ২রা মে পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনে-রলেব কার্য্য করেন । অনন্তর, লর্ড নর্থব্রুকের হস্তে ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড সমর্পিত হয় । লর্ড নর্থব্রুক উচ্চতর ইংরেজী

শিক্ষার পরিপোষক হন এবং প্রজাদের কর-ভাষেব লাঘব করেন । ১৮৭৪ অব্দে বাদশাহী হার্ভিস্ট হয । লর্ড নর্থব্রুক এই হার্ভিস্টনিবাবণে বিশেষ যত্নবান্ হন । ১৮৭৫ অব্দে বরদাব গাইকবাড় মহলাব বাও তাঁহার দববাবেব ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে বিষ-প্রয়োগে মাঝিয়া ফেলিবাব চেষ্টা করাব অপবাধে পদচ্যুত হইলে লর্ড নর্থব্রুক ভূতপূর্ব গাইকবাড় খন্দরাওব বিধবা পত্নী যমুনা বাইকে পোষ্য পুত্র লইতে অমুমতি দেন । তদনুসাবে যমুনাবাইব পোষ্য পুত্র শিবজীবাও বরদাব গদিব অধিকারী হন । আসাম প্রদেশ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একজন প্রধান কমিশনবেব হস্তে সমর্পিত হয় । লর্ড নর্থব্রুকেব সময়ে (১৮৭৫-১৮৭৬) মহাবাণীব জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ ভাবত-বর্ষে আইসেন । তিনি ভাবতবর্ষেব প্রধান প্রধান নগবসমূহ দর্শন কবিয়া পবিতুষ্ট হন । এই সময়ে ভাবতবর্ষীয়েরা আপনা-দের বাজ ভক্তিব একশেষ দেখাইয়াছিল ।

### লর্ড লিটন, ১৮৭৬-১৮৮০ ।

লর্ড নর্থব্রুকেব পর লর্ড লিটন ভারতবর্ষেব শাসন-ভার গ্রহণ কবেন । তিনি উদার রাজনীতিব পরিপোষক ছিলেন না । একন্ত তাঁহাব সময়ে ( ১৮৭৮, ১৪ই মার্চ ) কেবল এতদেন্দীয় ভাবাব পুস্তক ও সংবাদপত্রাদির সম্বন্ধে ৯ আইন বিধিবদ্ধ হয় । এই আইনেব মর্ম্ম এইঃ—ব্রিটিশ ভাবতবর্ষে ভারতবর্ষীয় ভাষার কোন সংবাদপত্র, পুস্তক বা কাগজাদিতে, গবর্ণমেন্টেব প্রতি সাধারণেব অভক্তি জন্মাইবার, সাধারণ শান্তি নষ্ট কব্বিবার,

কিংবা গবর্ণমেন্টের কোন কর্মচারীর কোন কার্যের ব্যাঘাত জন্মাইবাব নিমিত্ত কোন কথা, দৃশ্য, বা ছবি থাকিলে, যে ছাপাখানায় ঐ সংবাদপত্র, পুস্তক ও কাগজাদি ছাপা হয়, তাহার সমস্ত সরঞ্জাম গবর্ণমেন্টের পক্ষে জব্দ হইবে। এতদে-  
 শীয় সমস্ত সংবাদপত্রের মূদ্রাকর (প্রিন্টার) ও প্রকাশককে জেলার মাজিস্ট্রেট কিংবা রাজধানীর পুলিশ-কমিশনরের নিকট উপস্থিত হইয়া, নিয়মিত টাকা গচ্ছিত রাখিয়া, এক এক থানি প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে। ঐ সকল সংবাদপত্রের কোন থানিতে রাজ-ভক্তির বিরুদ্ধে, সাধাবণ শান্তির বিরুদ্ধে, অথবা গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণের শাসন-কার্যের বিরুদ্ধে, কোন কথা লেখা হইলে, সেই সংবাদ পত্রের মূদ্রাকর (প্রিন্টার) ও প্রকাশক, জেলার মাজিস্ট্রেট অথবা পুলিশের কমিশনরের নিকট যে টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে।”

ইহাতে প্রকাবাস্তরে এতদেশীয় ভাষায় যে মূদ্রণ-স্বাধীনতা ছিল, তাহাব উচ্ছেদ হইয়া যায়। ১৮৭৭ অব্দেব ১লা জানু-  
 য়ারি লর্ড লিটন মোগল সম্রাটের রাজধানী দিল্লীতে একটি সমৃদ্ধ দলববার কবিয়া ভারতবর্ষের রাজগণের সমক্ষে ঘোষণা করেন যে, মহাবাদী বিক্টোরিয়া “ভাবত সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী” উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। এই রূপে ইংলণ্ডের মহারানী “ভারতবর্ষের অধীশ্বরী” উপাধি ধারণ করেন। যখন দিল্লীতে এই রূপ আড়ম্বর হইতে থাকে, তখন দক্ষিণ ভারতবর্ষে ভয়ঙ্কর হুঁভিক্ষের আবির্ভাব হয়। অবিলম্বে মাদ্রাজ হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূ-খণ্ডে মৃত্যুর ভীষণ মূর্তি বিকাশ পায়। প্রতি-  
 দিন বহুসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে।

লর্ড লীটন শেষে এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের অনেক চেষ্টা করেন । অনেক অর্থ ব্যয় হয় । তথাপি সে সময় মৃত্যু-সংখ্যা ন্যূন হয় নাই । এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষেব আক্রমণে ৫০ লক্ষেরও অধিক লোক প্রাণত্যাগ কবে ।

আফগানিস্তানের ঘটনা, ১৮৭৮-১৮৮০ ।—১৮৬৯ অঙ্গে অশালাব দরবাবে লর্ড মেয়ো আমীর শের আলীর সম্বন্ধনা কবিষাছিলেন । ১৮৭৮ অঙ্গে লর্ড লীটন শের আলীব প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ কবেন যে, তিনি রুশীয়দিগেব সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন । রুশীয় দূত তাঁহার দরবাবে সাদবে পাবগৃহীত হইয়াছেন । পক্ষান্তবে ব্রিটিশ দূতকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে । এজন্য গবর্ণর জেনেরল শের আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবেন । ইঙ্গবেজ সৈন্য খাইবার, কুবম ও বোলান, এই তিনটি গিরিবন্ধ্যা দিয়া আফগানিস্তানে অগ্রসর হয় । শের আলী তুর্কিস্তানে পলায়ন কবেন । সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয় । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহার পুত্র যাকুবখাঁব সহিত গণ্ডামক নামক স্থানে সন্ধি স্থাপন কবেন । এই সন্ধি অনুসারে যাকুব খাঁ স্বীয় রাজধানী কাবুলে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখিতে সম্মত হন । কিন্তু সন্ধিস্থাপনের পর কয়েক মাসের মধ্যেই নগরবাসিন্ধ কল্লুর কাবুলেব ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্তার লুই কাবানরি সহযোগিদিগেব সহিত নৃশংসরূপে নিহত হন । স্তুরাং দ্বিতীয় বার যুদ্ধের আয়োজন হয় । এবার যাকুব খাঁ কাবুলেব সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হন এবং ইঙ্গরেজদিগের বন্দী হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন । কাবুল ও কান্দাহার ইঙ্গরেজ সৈন্তেব অধিকার \*থাকে । আফগানেরা ইহাতে নিরস্ত হয় নাই ।

তাহারা সকলে সমবেত হইয়া কাবুলের ইঙ্গরেজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু শেষে ইঙ্গরেজ সেনানী শ্রাব ফ্রেডরিক ববর্টস কর্তৃক তাড়িত হয় ।

### মাকু'ইস অব্ রিপন্, ১৮৮০-১৮৮৪ ।

আফগানিস্তানে এইরূপ গোলযোগেব সময় ইঙ্গলণ্ডের মন্ত্রিসমাজের পবিবর্তন হয় । বরুণশীল সম্প্রদায়েব পবিবর্ত্তে উদাবনীতিব দল বাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন । এই পবিবর্ত্তনেব সঙ্গে সঙ্গে লর্ড লিটনও পদত্যাগ কবেন । ১৮৮০ অক্টোব এপ্রেল মাসে মাকু'ইস অব্ রিপন্ ভাবতবর্ষেব গবর্ণর জেনেবস ও বাজ-প্রতিনিধি হন । ইহাব মধ্যে যাকুব খাঁব ভ্রাতা য়াযুব খাঁকর্তৃক ইঙ্গবেজ সৈন্য পবাজিত হয় । কিন্তু ইহাব অব্যবহিত পবেই ইঙ্গরেজ সেনাপতি স্তার ফ্রেডরিক ববর্টস কাবুল হইতে কান্দাহাবে যাত্রা কবেন । ১৮৮০ অক্টোব ১ লা সেপ্টেম্বর য়াযুব খাঁব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে । লর্ড বিপন্ আবদুল বহমন খাঁকে কাবুলেব সিংহাসন সমর্পণ কবেন । ইঙ্গবেজ সৈন্য কাবুল হইতে প্রত্যাগত হয় । কান্দাহারে যে সকল সৈন্য ছিল, তাহারাও ১৮৮১ অক্টোব মার্চ মাসে কান্দাহার পবিত্যাগ কবিন্না ফিরিয়া আইসে ।

লর্ড রিপন্ উদাব নীতিব অনুসরণ করিয়া, রাজ্যশাসন করিতেন । তাহার শাসনকালে এই কয়েকটি প্রধান ঘটনা সম্ভটিত হয় । লর্ড লিটন এতদেশীষ ভাষায় মুদ্রণ-স্বাধীনতার সম্বন্ধে যে ৯ আইন বিধিবদ্ধ কবেন, সে আইনের

উচ্ছেদ হয়। সাধারণ শিক্ষার উৎকর্ষসাধন জন্ত একটি শিক্ষা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেব অনেকগুলি কৃতবিদ্য ভাবতবর্ষীয় ও ইঙ্গবেজকে এই শিক্ষা-সমিতির সভ্যের পদে নিযুক্ত করা হয়। সমিতি শিক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় পরীক্ষা কবিয়া আপনাদেব বিজ্ঞাপনী প্রচার কবেন। ভাবতবর্ষেব শিক্ষিত সম্প্রদায় আপনাদেব শাসন-কার্যেব কোন কোন অংশ আপনাবা নির্বাহ কবিতে পাবেন, তজ্জন্ত আত্মশাসন-প্রণালীৰ সূত্রপাত হয়। ১৮৮২ অব্দে লর্ড রিপনেব বাজস্ব-সচিব স্ত্রাব ইবেলিন বেবিং তুলজাত দ্রব্যেব আমদানী শুল্ক বহিত কবেন। দুঃখেব বিষয়, এই বিখ্যাত বাজস্ব-সচিব ভাবতবর্ষ ত্যাগ কবিয়া, মিশবে যাইয়া একটি প্রধান কার্যেব ভাব গ্রহণ কবেন। ভাবত-বর্ষীয় সিবিলিয়ানেবা ইঙ্গবেজ সিবিলিয়ানদিগের স্থায় বাহাতে ইউরোপীয় অপরাধিদেব ফৌজদারী মোকদ্দমান বিচার কবিতে পাবেন, তজ্জন্ত ব্যবস্থা-সচিব শ্রীযুত ইলবর্ট সাহেব একটি আইনেব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত কবেন। ইহা লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ভাবতবর্ষেব অধিকাংশ ইঙ্গবেজ এই প্রস্তাবেব বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। শেষে প্রস্তাবিত আইন অনেকাংশে পরিবর্তিত ও সন্ধীর্ণ হইয়া ১৮৮৪ অব্দেব প্রাবস্তে বিধিবদ্ধ হয়। যে সকল ভাবতবর্ষীয়, সেসন্‌ জজ কিংবা জেলার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য কবিবেন, এই নূতন আইন অনুসাবে তাঁহাবাই কেবল ইউরোপীয় অপরাধিদেব ফৌজদারী মোকদ্দমান বিচার কবিতে পাবিবেন। ইউরোপীয় অপরাধিগণ জুবী দ্বারা আপনাদেব বিচার হওরাব জন্ত প্রার্থনা কবিতে পাবিবে।

এই জুরীর অন্যান্য অর্ধেক ইউরোপীয় ও আমেরিকা-বাসী ব্যক্তি হইবেন। এতদ্বারা ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষ কোন লাভ হয় নাই বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট গুরুতর গণ্ডগোল হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

হয়দরাবাদেৱ নিজাম বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে ১৮৮৪ অব্দেব ফেব্রুয়ারি মাসেব প্রাবস্তে সদাশয় লর্ড বিপন্ স্বয়ং হয়দরাবাদে যাইয়া নিজামকে রাজ্যাভিষিক্ত কবেন। এখন হয়দরাবাদেব শাসন-ভার নিজামেব হস্তে আসিয়াছে।

লর্ড বিপন্ সর্কাংশে আদর্শ শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মহা-বাণীব ঘোষণাপত্র অনুসাবে ভারতবর্ষ শাসন কবেন। সকলেব প্রতি জাতিবর্ণনির্কিংশেষে সুবিচাব হয়, ইহাই তাঁহাব উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লবণের শুল্ক হ্রাস কবেন, এজন্ত গবীব দুঃখীবা সস্তাদরে লবণ পাইতেছে। তাঁহাব আমলে খাস মহলেব সুবন্দোবস্ত হয়। পূর্বে ত্রিশ বৎসব অন্তব খাসমহলেব বন্দোবস্ত হইত। গবর্ণমেন্ট প্রতি বন্দোবস্তেব সময় প্রজাব ভূমি জবিপ ও ঐ ভূমিব খাজানা বৃদ্ধি কবিতেন। লর্ড বিপন্ নিয়ম কবেন যে, তই একটি নিদিষ্ট কাবণ ব্যতীত খাসমহলেব বন্দোবস্তেব নময গবর্ণমেন্ট প্রজাব জমী জবিপ বা স্বাজনা বৃদ্ধি কবিতে পারিবেন না। ইহাতে প্রজাসাধাবণে বিশেষ উপকাব ইহাছে। এতদ্দেশীয় শিল্পেব শ্রীবৃদ্ধি হয়, এজন্ত লর্ড বিপন্ এতদ্দেশীয় শিল্প-জাত দ্রব্যাদি গবর্ণমেন্টেব আফিসে লইবাব অনুমতিদেন। কলিকাতা হাইকোর্টেব তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্ত্রাব্ বিচাড গার্থ তিন মাসেব বিদায় লইলে লর্ড বিপন্ শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মিত্রকে প্রধান বিচাবপতিব পদে নিযুক্ত কবেন। অনুদাব-



প্রকৃতি ইঙ্গ-রেজসম্প্রদায় এজন্ম অসন্তোষ প্রকাশ করিলেও তিনি কর্তব্যবিমূখ হন নাই ।

১৮৮৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সদাশয় লর্ড বিপন্ ভারত-বর্ষেব শাসনভাব পবিত্যাগ কবিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন । এই সময়ে ভাবতেব সমুদয় শ্রেণীব, সমুদয় জাতির লোক সম্মিলিত হইয়া তাঁহাব যথোচিত অভ্যর্থনা কবিয়াছিল । কোন গবর্ণর জেনেবল স্বদেশে গমনেব সময়ে প্রজাসাধাবণেব নিকট হইতে ইহাব ন্যায় আদব বা অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন নাই । মহা-রাণীব পুত্রদ্বয়েব আগমনে ভারতবর্ষীয়গণ যেকপ বাজভক্তিব পবিচয় দিয়াছিল, লর্ড বিপনেব স্বদেশযাত্রাব সময়েও সমগ্র ভাবতেব অধিবাসী রুতজ্ঞতা ও আহ্লাদেব আবেশে সেইকপ বাজভক্তিব একশেষ দেখাইয়াছিল ।

### লর্ড ডফরিণ ।

লর্ড বিপনেব পব লর্ড ডফরিণ ১৮৮৪ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ভাবতেব শাসনকার্যেব ভাব গ্রহণ কবেন । ইহাব সময়ে আত্মশাসন-প্রণালীর কার্য্য আবস্ত হইয়াছে । প্রতি জেলায় এক একটি ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও প্রধান প্রধান মহকুদার এক একটি লোকাল বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে । সমগ্র ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ বাজ্য ভুক্ত হইয়াছে । ব্রহ্মবাজ থিব রত্নাগিবিতে বন্দিভাবে বহিয়া-ছেন । এতদ্ব্যতীত মধ্য এশিয়াতে রুশীয়দিগেব অধিকারেব সীমা নির্দেশ কবাব কার্য্য আবস্ত হইয়াছে ।

## উপসংহার ।

ভারতবর্ষে ইঙ্গবেঙ্গ-বাজজের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিত হইল। ইঙ্গরেজেবা ভারতবর্ষে কি ভাবে উপনীত হন, কিরূপে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে আপনাদেব আধিপত্য স্থাপন কবেন, শেষে কিরূপে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষেব অধীশ্বর হইয়া উঠেন, তাহা উপস্থিত গ্রন্থ-পাঠে হৃদযন্ত্রম হইবে। ইঙ্গবেজেরা কেবল-আপনাদেব বাহুবলে ভারতবর্ষ অধিকার কবেন নাই। ভারত-বর্ষীয়েরা সাহায্য না কবিলে ভারতবর্ষে এত অল্প সময়েব মধ্যে ইঙ্গবেঙ্গদিগেব আধিপত্য বন্ধমূল হইত না। যে পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা লর্ড ক্লাইবেব পদানত হয়, লর্ড ক্লাইব প্রধানতঃ সিপাহিদিগেব পবাক্রমেই সেই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালাব প্রধান প্রধান লোকে এই সময়ে লর্ড ক্লাইবকে বিশেষ সহায়তা কবেন। ইহাদেব সাহায্য না পাইলে বোধ হয়, লর্ড ক্লাইব এত সহজে নবাব সিবাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত কবিতে সমর্থ হইতেন না। যে সৈন্তদলেব পবাক্রমে ভারতবর্ষ অধিকৃত হয়, তাহাব পাঁচ ভাগেব এক ভাগ মাত্র ইঙ্গ-রেজ সৈন্ত ছিল; অবশিষ্ট চারি ভাগ ভারতবর্ষীয় সৈন্ত। স্মৃতবাং ইঙ্গবেজেবা প্রধানতঃ ভারতবর্ষীয় সৈন্তেব বাহুবলে ও যুদ্ধ-কৌশলেই ভারতবর্ষ জয় কবিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইঙ্গবেজেবা যখন ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, তখন ভারতবর্ষ এক প্রকার অব্যাজক অবস্থায় ছিল। সম্রাট আওবঙ্গজেবের মৃত্যুব পব মোগল সাম্রাজ্যের শক্তিব আর

বিকাশ দেখা যায় নাই, পানিপথের শেষ যুদ্ধের পব মহারাজীয়েরা আব পূর্বের ভ্রায় আপনাদের প্রাধান্ত স্থাপনে সমর্থ হয় নাই, প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পব বীর্যবন্ত বাজপুতেরা আব আপনাদের বীরত্ব ও স্বাধীনতাব গৌরব বর্দ্ধিত করিতে পাবেন নাই । দক্ষিণাপথে ও বাঙ্গালাব স্থানে স্থানে যখন ইঙ্গরেজ বণিকদিগের কুঠী স্থাপিত হইতে থাকে, তখন প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তাবা মোগল সম্রাটের অধীনতা-পাশ হইতে আপনাদিগকে বিমুক্ত কবিত্তে ব্যস্ত ছিলেন, এই অন্তর্বিপ্লবের সময় ইঙ্গবেজেবা ভাবতবর্ষীয়দিগেব সাহায্যে ক্রমে ক্রমে আপনাদের আধিপত্য বদ্ধমূল কবেন ।

ইঙ্গরেজ অধিকারে ভাবতবর্ষেব অবস্থা পবিবর্ত্তিত হইয়াছে । ভাবতবর্ষীয়েরা অনেক নূতন বিষয় শিখিতেছে । অনেক নূতন বিষয় প্রবর্ত্তিত হওয়াতে ভাবতবর্ষেব অভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমে ভাল হইয়া উঠিতেছে । চাবি দিকে বেলওয়া ও টেলিগ্রাফ হওয়াতে সকল স্থানে যাতায়াতের ও সকল স্থানে সংবাদ প্রেব-ণেব বিস্তর সুবিধা ঘটয়াছে । মুসলমানদের শাসন-কালে একরূপ সুবিধা ছিল না । তখন চোর ডাকাইতেব বিশেষ প্রাচুর্ভাব ছিল । কোন দূরতর স্থানে যাইতে হইলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত । শিশুহত্যা, গঙ্গাসাগবে শিশুসন্তান নিক্ষেপ, নরবলি, সতীদাহ প্রভৃতি কতকগুলি কুপ্রথা ইঙ্গরেজের অধিকারে উঠিয়া গিয়াছে । ইঙ্গরেজ অধিকারে কাহারও কোনরূপ ধর্ম্মাচ্ছানের ব্যাঘাত হয় না । মহারাজী বিজ্ঞোয়িয়া যখন ভারত-সাম্রাজ্যেব শাসন-ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি স্পষ্টাক্ষরে প্রধান রাজপুরুষদিগকে এ বিষয়ে স্মারধান করিয়া দিয়াছেন । এখন মহারাজী অধিকারে সকলেই নির্ধি-

বাদে আপন আপন ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিতেছে, সকলেই তুল্যরূপে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইতেছে । মুসলমান অধিকাৰে অনেককে ধর্ম্মসঙ্কে নিগ্ৰহীত ও উৎপীড়িত হইতে হইত । রাজ্যে চোব ডাকাইত-দমন ও সুখ-শান্তি স্থাপন ব্যতীত এখন শাসনপ্রণালীর বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে । এখন শাসনকর্ত্তা পবিত্রিত হইলেও শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যে গোলযোগ ঘটে না । সকল বিষয়ই সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলরূপে নির্বাহিত হইয়া যায় । এতদ্ব্যতীত ইঙ্গবেঙ্গ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাশিক্ষাবিস্তার করিয়া দেশের বিস্তর উপকাৰ কবিয়াছেন । সিপাহি-যুদ্ধের সময়ে যখন চাৰিদিকে প্রলয়কাণ্ডসম্ভবটিত হয়, অবিচ্ছেদে নর-শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন । বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে দেশে উচ্চ শিক্ষাব্যাদর ও গোবর বাড়িয়াছে । সকলেই উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইতেছেন । দেশের সর্বত্র মধ্য শ্রেণীর ও নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সাধারণের বিদ্যাশিক্ষাবিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছে । লর্ড মেটকাফ মুদ্রণ-স্বাধীনতা সমর্পণ কবাত্তে ভাল ভাল গ্রন্থ প্রচাৰিত হইতেছে, এতদেশীয় ভাষা ক্রমে উন্নত ও পবিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছে, সংবাদপত্র প্রভৃতি দ্বাৰা দেশের বিস্তর উপকাৰ সাধিত হইতেছে । ইঙ্গরেজ গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাব উৎকর্ষ-সাধন ও মুদ্রণ-স্বাধীনতা দান করিয়া ভারতবর্ষে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন ।

ইঙ্গরেজ-রাজ্যে ভাবতবর্ষের এইরূপ অনেক বিষয়ে উন্নতি ও অনেক বিষয়ে সুখসৌভাগ্যের বৃদ্ধি হইলেও ভারতবর্ষীয়-

দিগকে সম্পূর্ণরূপে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে প্রধান প্রধান রাজকীয় পদে নিযুক্ত করা হয় নাই। এ অংশে মুসলমানেরা যেকোন সম-দর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, ইঙ্গবেজ গবর্ণমেন্ট সেরূপ সমদর্শিতা দেখাইতে পাবেন নাই। মুসলমান-রাজ্যে ভারত-বর্ষীয়েরা প্রধান সেনাপতি ও প্রধান বাজমস্ত্রী ছিলেন। রাজা তোড়রমল ও মহাবাজ মানসিংহ এক সময়ে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যায় সুবাদারী কবেন। নবাব সিরাজ উদৌলার পদ-চ্যুতি-সময়ে মোহনলাল প্রধান সেনাপতি, রাজা রায়জুর্নভ প্রধান কোষাধ্যক্ষ ও বাজা রামনারায়ণ পাটনাব শাসন-কর্তা ছিলেন। ইঙ্গরেজের আমলে এ সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। এখন ভাবতবর্ষীয়দিগকে প্রধান প্রধান পদ দেওয়ার চেষ্টা হইতেছে বটে, কিন্তু সে চেষ্টা সম্যক ফলবতী হইতেছে না।

### ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী ।

ভারতবর্ষ যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন ছিল, তখন গবর্ণরজেনেবল ভারতবর্ষের শাসন-সম্বন্ধে ডিরেক্টরসভার নিকটে দায়ী ছিলেন। ডিরেক্টর-সভা আবার এক দিকে আপনাদের অংশীদার অর্থাৎ কোর্ট অব্ প্রোপ্রাইটরের নিকটে আপনাদের কার্যের জন্ত দায়ী থাকিতেন এবং অপর দিকে বোর্ড অব্ কন্ট্রোল দ্বারা ইঙ্গলণ্ডেব ভূপতি ও পার্লামেন্ট মহাসভার নিকটে আপনাদের কার্যের জবাবদিহি করিতেন। শেষে ১৮৫৮ অব্দে যখন কোম্পানির রাজত্ব অবসান হয়, মহারানী বিক্টোরিয়া যখন স্বহস্তে ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন, তখন কোর্ট অব্ ডিরেক্টর, কোর্ট অব্ প্রোপ্রাইটর ও বোর্ড অব্

কন্ট্রোলব পরিবর্ত এক জন ষ্টেট সেক্রেটারি (সেক্রেটরি অব ষ্টেট) নিযুক্ত হন। তাঁহার সহায়তাব জন্ত একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বে সভ্যরা যাবজ্জীবন এই সভায় থাকিতে পাবিতেন, এখন ইহাদিগকে দশ বৎসবেব জন্ত নিযুক্ত করা হয়। বিশেষ প্রয়োজন হইলে ইহা বা আৰ পাঁচ বৎসরও এই কার্য্য কবিত্তে পাবেন। এই সভাব অধিকাংশ সভ্যেব মত লইয়া সেক্রেটরি অব ষ্টেটকে ভাবতবর্ষ-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য কবিত্তে হয়। সেক্রেটারি অব ষ্টেট ইঙ্গলণ্ডের মন্ত্রী-সভাব এক জন সভ্য। স্ততবাং ইঙ্গলণ্ডেব মন্ত্রী সম্প্রদায়েব পরিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও অবসব গ্রহণ কবিত্তে হয়\* । গবর্নর জেনেবল ইঙ্গলণ্ডেব ভূপতি-কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া ভাবতবর্ষে আইসেন। সাধাবণত তাঁহাকে পাঁচ বৎসব মাত্র কার্য্য কবিত্তে হয়।

ইঙ্গলণ্ডের শাসন-প্রণালী অতি বিচিত্র। মহারাজী বিষ্টোরিয়া ইঙ্গলও ক্টলও, আয়র্লও ও ওয়েল্‌সের অধীশ্বরী। কিন্তু রাজ্য-শাসনে তাঁহার কোন হাত নাই। মন্ত্রীগণ মহারাজীব নামে রাজ্য শাসন করেন। মন্ত্রী নিয়োগ করা প্রজাদেব অভিযতিব উপর নির্ভর করে। পার্লামেন্ট মহাসভায় দুইটি ভাগ আছে; একটি “হাউস অব লর্ডস” অর্থাৎ সম্রাট ব্যক্তিগণের সভা, অপরটি “হাউস অব কমন্স” অর্থাৎ সাধাবণ প্রজাগণের সভা। প্রজাগণ এই সভায় আপন আপন প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ইঙ্গলণ্ডে প্রধানতঃ দুইটি রাজ-নৈতিক দল আছে। একটি “কন্সার্বেটিব” অর্থাৎ “রক্ষণশীল” অপরটি ‘লিবারেল’ অর্থাৎ উন্নতিশীল। সভায় যে বার যে দলের লোক অধিক হয়, সেই বার সেই দলের অধিনায়ক ইঙ্গলণ্ডেব প্রধান মন্ত্রী হন এবং সেই দলের অপর্যাপর ব্যক্তি শাসন সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। স্ততবাং ইঙ্গলণ্ডেব মন্ত্রী-সম্প্রদায়েব পরিবর্তন, এই উভয় দলের জয় পরাজয়ের উপর নির্ভর করে।

**গবর্ণরজেনেরল-ইন্-কৌন্সিল ।**—গবর্ণরজেনেরলের সহকারিতাব জন্ত একটি কৌন্সিল অর্থাৎ সভা আছে। গবর্ণর-জেনেরলকে এই সভা ব মত লইয়া সমুদয় কার্য্য কবিত্তে হয়। এজন্ত মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর-জেনেরলের নামে সন্ধিসিগ্রহাদি যাবতীয় গুরুতব কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনেরলকে ইঙ্গবেজীতে “গবর্ণর-জেনেরল-ইন্-কৌন্সিল” বলে। সাধারণেব উন্নতি-সাধন, সুখশান্তির বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে গবর্ণরজেনেরল কৌন্সিলেব মত অপেক্ষা না করিয়াও কার্য্য কবিত্তে পাবেন। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর-জেনেরলকে সেক্রেটারি অব্ ষ্টেটেব অধীনে থাকিয়া কার্য্য কবিত্তে হয়। গবর্ণরজেনেরলের কৌন্সিল দুই ভাগে বিভক্ত :—

**কার্য্য-নির্বাহক সভা ।**—প্রথম ভাগেব নাম “এক্সিকিউটিব কৌন্সিল” অর্থাৎ কার্য্য-নির্বাহক সভা। ইহাতে ছয় জন সদস্য আছেন। ইহাবা সকলেই গবর্ণমেন্টেব কর্ম্মচারী। ইহাদেব এক এক জনেব হস্তে সৈনিক-বিভাগ, রাজস্ব-বিভাগ পূর্ত্তবিভাগ প্রভৃতি এক একটি কার্য্য-বিভাগ সমপিত আছে।

**ব্যবস্থাপক সভা ।**—গবর্ণরজেনেরলের কৌন্সিলেব অপর বিভাগেব নাম “লেজিস্লেটিব কৌন্সিল” অর্থাৎ ব্যবস্থাপক-সভা। ভাবতবর্ষেব নিমিত্ত আইন প্রস্তুত করাই এই সভার কার্য্য। পূর্ব্বোক্ত কার্য্য-নির্বাহক সভায় ছয় জন সভ্যও এই সভার সভ্য হইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গবর্ণমেন্টেব কর্ম্মচারী নহেন, এমন বার জন সম্ভ্রান্ত ভাবতবর্ষীয় ও ইউরোপীয় এই সভার সভ্য হন। প্রয়োজন অনুসারে ব্যবস্থাপক-সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই সভায় সাধারণেব প্রবেশাধিকার

আছে। সাধাবণেব অবগতির জ্ঞান আইনেব পাণ্ডুলিপি সকল গবর্ণমেন্টের গেজেটে প্রকাশিত হইয়া থাকে। গবর্ণব-জেনেবল কার্য্য-নির্বাহক-সভা ও ব্যবস্থাপক সভা, এই উভয় সভাবই সভাপতি। তাঁহাব বার্ষিক বেতন আড়াই লক্ষ টাকা।

**প্রদেশীয় গবর্ণমেন্ট।**—ইঙ্গবেজাধিকৃত ভারতবর্ষে সমুদয় স্থলে মন্ত্ৰি-সভাধিক্ষিত গবর্ণবজেনেবলেব সৰ্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিলেও গবর্ণবজেনেবল সমুদয় স্থলে সাক্ষাৎসম্মুখে কোম ক্ষমতা প্রয়োগ কবেন না। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষ কতি পয় প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন শাসন-কর্ত্তা ও আবশ্যিকমত তাঁহাব সহকাবিগণ আছেন। এই প্রদেশীয় গবর্ণমেন্টকে আপনাদেব শাসনাধীন প্রদেশেব সমস্ত কার্য্য নির্বাহ কবিত্তে হয়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ব শাসন-কর্ত্তাবা “গবর্ণব” নামে প্রসিদ্ধ। এই উভয় গবর্ণব মহাবাগী কর্ত্তক নিযোজিত হইয়া থাকেন। ইহাদেব সহকাবিতাব জ্ঞান প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে এক একটি কার্য্য-নির্বাহক সভা ও এক একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে। গবর্ণবগণ কোন কোন বিষয়ে সেক্রেটেরি অব ছেটকে সাক্ষাৎসম্মুখে পত্ৰাদি লিখিতে পাবেন।

অস্তান্ত প্রদেশেব মধ্যে বাঙ্গালাব বিষয় প্রথমে উল্লেখ-যোগ্য। উত্তবপশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবেব স্ত্রায় বাঙ্গালাও এক জন শাসন-কর্ত্তার অধীন। ইহাব লেপ্টেনেন্ট গবর্ণব নামে প্রসিদ্ধ। পঞ্জাবেব লেপ্টেনেন্ট গবর্ণবেব কোন কোন্সিল নাই। বাঙ্গালাব ও উত্তবপশ্চিম প্রদেশেব লেপ্টেনেন্ট গবর্ণবদ্বয়েব এক একটি ব্যবস্থাপক-সভা আছে। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণবগণ গবর্ণব-জেনেবল কর্ত্তক মনোনীত হইলে মহাবাগীব নিকট হইতে



নিয়োগ-পত্র প্রাপ্ত হন। ইহাবা সেক্রেটারি অব্‌ স্টেটকে সাক্ষাৎসম্মুখে পত্রাদি লিখিতে পাবেন না। অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর শাসনাধীন। এতদ্ব্যতীত মধ্যদেশ, ব্রিটিশ ব্রহ্ম, কুর্গ, বিবাব, ও আসাম, এই বেবন্দবস্তী প্রদেশে এক এক জন শাসন-কর্ত্তা আছেন। ইহাদিগকে প্রধান কমিশনর কহে।

প্রদেশীয় গবর্নরমেন্টকে বিচার, বাজস্ব, শিক্ষা, পুলিশ, জেল, পূর্ত্তকার্য্য ও বেজেষ্ট্রি-সংক্রান্ত কার্য্য-বিভাগেব উপব কর্ত্ত্ব কবিত্তে হয়।

বিচার-বিভাগ।— বোম্বাই, মাদ্রাজ, বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিমপ্রদেশে এক একটি “হাইকোর্ট” অর্থাৎ প্রধান বিচারালয় আছে। প্রদেশীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমাব আপীল এই প্রধান বিচারালয়ে হইয়া থাকে। ইঙ্গলণ্ডের প্রিভিকৌন্সিলে কেবল হাইকোর্টের নিম্নম্ন মোকদ্দমাব আপীল হয়। বাঙ্গালার হাইকোর্টে ১২ জন, বোম্বাইর হাইকোর্টে ৮ জন, মাদ্রাজের হাইকোর্টে ৫ জন ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্টে ৫ জন বিচারপতি আছেন। গম্বাবে একটি “চীফকোর্ট” আছে। ইহাতে তিন জন বিচার-পতি বিচার-কার্য্য নির্বাহ কবেন। দেওয়ানী কার্য্যের জন্ত প্রতি জেলায় জজ, সব্জজ ও কতকগুলি মুন্সেফ্‌ আছেন। জজদিগকে প্রতি মাসে একবার করিয়া দায়রার মোকদ্দমার বিচার কবিত্তে হয়। এই সময়ে ইহার “সেসন্স জজ” নামে অভিহিত হন। ফৌজদারী কার্য্য-নির্বাহের জন্ত প্রতি জেলায় মাজিষ্ট্রেট, স্ম্যেণ্ট ও আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কতকগুলি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রহিয়াছেন। বেবন্দবস্তী প্রদেশে

হাইকোর্ট নাই। এই সকল স্থানে যিনি প্রধান বিচার-পতির কার্য্য নির্বাহ কবেন, তাঁহাকে “জুডিসিয়াল কমিশনর” কহে। মধ্যদেশ, অযোধ্যা ও মহীশূর্বে এক এক জন জুডিসিয়াল কমিশনর আছেন। আসাম ও ব্রিটিশ ব্রহ্মে প্রধান কমিশনরই প্রধান বিচার-পতির কার্য্য নির্বাহ কবেন।

বন্দবস্তী প্রদেশের জেলাব প্রধান কর্ম্মকর্ত্তাব নাম “মাজিস্ট্রেট”। ইহাদিগকে কলেক্টরবেব কার্য্যও কবিত্তে হয়। বেবন্দবস্তী প্রদেশে এইরূপ কর্ম্মচারিগণ “ডেপুটি কমিশনর” নামে অভিহিত হন। কলেক্টর মাজিস্ট্রেটবা জেলাব প্রধান বাজস্ব-সংগ্রাহক ও প্রধান ফৌজদারী বিচারক। তাঁহাদিগকে পুলিশ, জেল, শিক্ষা, বাজস্ব, রাস্তাঘাট, সাধাবণেব স্বাস্থ্য, ঔষধালয় প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় দেখিতে হয়।

রাজস্ব-বিভাগ।—বাঙ্গালা, মাদ্রাজ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এক একটি “রেবিনিউ বোর্ড” আছে। রাজস্ব-বিভাগ এই বোর্ডেব অধীন। অগ্ৰাণ্য স্থানে প্রদেশীয় গবর্ণমেন্টকে রাজস্ব-বিভাগেব উপব কর্ত্ত্ব করিতে হয়। রেবিনিউ বোর্ডেব অধীনে প্রতি বিভাগে এক এক জন “রেবিনিউ কমিশনর” আছেন। এক এক বিভাগে কয়েকটি কবিয়া জেলা আছে। প্রতি জেলায় কলেক্টর মাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর প্রভৃতি কর্ম্মচারিদিগকে রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্য কবিত্তে হয়।

এতদ্ব্যতীত শিক্ষা-বিভাগ, পুলিশ-বিভাগ প্রভৃতিতে এক এক জন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা আছেন। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারিগণ ইহাদেব অধীনে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্বাহ কবেন। বিচার-বিভাগ ও রাজস্ব-বিভাগেব প্রধান প্রধান কর্ম্ম সিবিলিয়া-

নেবা পাইয়া থাকেন। ইহাবা বিলাতের সিবিল সার্জিস পবী-  
ক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এদেশেব কন্ঠে নিযুক্ত হন।

ডাক-বিভাগ ও সেনা-বিভাগ প্রদেশীয় গবর্ণমেন্টেব অধীন  
নহে। ভাবতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এই দুই বিভাগেব উপব কর্তৃত্ব  
কবেন।

**সেক্রেটেরির কার্য্য-বিভাগ।**—বাজ্য শাসন-সংক্রান্ত  
কার্য্যেব প্রতি বিভাগে এক এক জন সেক্রেটবি আছেন। সমস্ত  
আদেশ এই সেক্রেটবিব কার্য্য-বিভাগ হইতে প্রচাবিত হয়।  
বিভাগীয় কন্ঠচাবিগণ এই আদেশানুসাবে কার্য্য কবেন। ভাবত-  
বর্ষীয় গবর্ণমেন্টেব কার্য্য ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রতি বিভাগে  
এক এক জন সেক্রেটবি আছেন। ইহাদিগকে স্ববাহুবিভাগেব  
( আইন, আদালত, জেল, পুলিশ, শিক্ষা, মিউনিসিপালিটি  
প্রভৃতি কার্য্য-বিভাগেব ) সেক্রেটবি, পববাহু-বিভাগেব ( অপর  
দেশ-সংক্রান্ত বাজ্ঞনৈতিক কার্য্য-বিভাগেব ) সেক্রেটরি, পূর্ত্কার্য্য-  
বিভাগেব ( সবকাবী ইমাবত, বাস্তাঘাট, খাল, বেলওয়ে প্রভৃতি  
কার্য্য-বিভাগেব ) সেক্রেটবি ও ব্যবস্থা-বিভাগেব ( আইন-প্রণ-  
য়ন প্রভৃতি কার্য্য-বিভাগেব ) সেক্রেটবি কহে। গবর্ণর, লেপ্টে-  
নেণ্ট গবর্ণর ও প্রধান কমিশনবেব কর্তৃত্বাধীন প্রদেশেও এই  
প্রণালীতে সেক্রেটবিব কার্য্য-বিভাগ আছে। কিন্তু প্রদেশীয়  
গবর্ণমেন্টে এক জন হইতে তিন জন পর্য্যন্ত সেক্রেটরি থাকেন।



## পারিশিষ্ট ।

বাঙ্গালাব গবর্ণর ও ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল-  
গণের রাজ্যশাসন-কালে যে সকল প্রসিদ্ধ  
ঘটনা হয়, তৎসমুদয়ের তালিকা ।

---

### লর্ড ক্লাইব, ১৭৬৫-১৭৬৭ ।

- ১। বাঙ্গালা, বিহাব ও উডঘাব দেওয়ানীলাভ, ১৭৬৫। ৪৫ পৃষ্ঠা
  - ২। ইঙ্গরেজ কর্মচারিদিগের কায্য-প্রণালীর সংস্কার, ১৭৬৬। ৪৭ পৃষ্ঠা
- 

### বেরেল্‌ক ও কাটিয়ার, ১৭৬৭-১৭৭২ ।

- ১। ছিয়াত্তবেব মন্বন্তর, ১৭৭০। ৫০ পৃঃ
  - ২। দিল্লীতে শাহ আলমের বাজ্যাক্ষেপক, ১৭৭১। ৫০ পৃঃ
  - ৩। মহীশূরের প্রথম যুদ্ধ, ১৭৬৭। ৫৫ পৃঃ
  - ৪। হাবদব আলীর সহিত সন্ধি, ১৭৬৯। ৫৬ পৃঃ
- 

### ওয়ারেন হেস্টিংস, ১৭৭২-১৭৮৫ ।

- ১। বাঙ্গালাব বাজস্ব-ঘটিত বন্দোবস্ত, ১৭৭২। ৫৯ পৃঃ
  - ২। রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ, ১৭৭৩-১৭৭৫। ৬২ পৃঃ
  - ৩। শাসন-সংক্রান্ত ব্যবস্থা পত্র, ১৭৭৩। ৬৪ পৃঃ
- (“গবর্ণর জেনেরল”পদের স্থিতি, গবর্ণরজেনেরলের সহকারিতার জন্ত মন্ত্রি-  
সভার সংগঠন, কলিকাতায় অশ্রীমকোর্ট স্থাপন)

- ৪। নন্দকুমারের ফাঁসি, ১৭৭৫। ৬৬ পৃঃ
- ৫। মরহাট্টাদিগের সহিত প্রথম যুদ্ধ, ১৭৭৫-১৭৮২। ৬৯ পৃঃ
- ৬। মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৭৮০-১৭৮৪। ৭২ পৃঃ
- ৭। বাবাণসীর রাজা চেতসিংহের নিকাশন ও অধোধ্যার বেগমদিগের অর্থাপহরণ। ৭৪ পৃঃ
- ৮। জমীদারদিগের সহিত বার্ষিক খাজানার বন্দোবস্ত, ১৭৭৭। ৭৭ পৃঃ
- ৯। বোর্ড অব বেবিনিউ স্থাপন, ১৭৮১। ৭৭ পৃঃ

### লর্ড কর্ণওয়ালিস, ১৭৮৬-১৭৯৩।

- ১। মহীশূরের তৃতীয় যুদ্ধ, ১৭৯০-১৭৯২। ৮১ পৃঃ
  - ২। চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩। ৮২ পৃঃ
  - ৩। বিচাবালয় প্রভৃতির ব্যবস্থা। ৮৪ পৃঃ
- (কলেষ্টরদিগেব হস্তে বাজস্ব-সংগ্রহের ভার সমর্পণ, জজদিগেব হস্তে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার ভারপর্ণ, প্রোবিস্টিয়াল কোর্ট ও কোর্ট অব ওয়ার্ডস স্থাপন, প্রতি থানাষ এক একজন দারোগা নিয়োগ)

### স্যার জন শোর, ১৭৯৩-১৭৯৮।

- ১। বাবাণসী অধিকার, ১৭৯৫। ৮৭ পৃঃ

### মাকুইস অব ওয়েলেসলি, ১৭৯৮-১৮০৫।

- ১। মহীশূরের ষষ্ঠ যুদ্ধ, ১৭৯৯। ৯১ পৃঃ
  - ২। কোম্পানির রাজ্য-বৃদ্ধি ১৭৯৯-১৮০১। ৯২ পৃঃ
- (মহীশূর রাজ্যেব অংশ, স্বেট ও কর্ণাটের অধিকারনাভ, বাঙ্গালা ও যমুনীর মধ্যবর্তী দোয়াব ও রোহিলখণ্ড অধিকার)
- ৩। মরহাট্টাদিগের সহিত ত্রিতীয়বার যুদ্ধ, ১৮০২-১৮০৪। ৯৪ পৃঃ

(দিল্লী, আগরা, পুৰী, কটক ও বাসেব্বরের অধিকার লাভ। গঙ্গা ও যমুনাৰ মধ্যবৰ্ত্তী দোয়াবের উত্তর ভাগ, ববোচ ও অহম্মদনগৰ অধিকার)

- ৪। গঙ্গাসাগরে সম্ভাননিক্বেপ প্রথাৰ উচ্ছেদ, ১৮০১। ২৬ পৃঃ
- ৫। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮০০। ২৬ পৃঃ

## মাকু'ইস অব করণওয়ালিস ( দ্বিতীয় বার )

১৮০৫।

### ম্যাব জর্জ বার্লো, ১৮০৫-১৮০৭।

- ১। বেলোডে সিপাহিদিগের বিজোহ, ১৮০৬। ৭৭ পৃঃ

### লর্ড মিণ্টো, ১৮০৭-১৮১৩।

- ১। বগরিং সিংহেব সহিত সন্ধি, ১৮০৯। ৯৯ পৃঃ
- ২। যাবা অধিকার, ১৮১১। ১০১ পৃঃ

## লর্ড ময়রা (মাকু'ইস অব্ হেষ্টিংস) ১৮১৩-১৮২৩।

- ১। নেপালের যুদ্ধ, ১৮১৪-১৮১৫। ১০২ পৃঃ  
( কুমাউন, দেৱাদুন ও তরাই প্রদেশ-লাভ )
- ২। পিণ্ডাবীদিগের সহিত যুদ্ধ, ১৮১৭। ১০৪ পৃঃ
- ৩। মরহাট্টাদিগের সহিত শেষ যুদ্ধ, ১৮১৭-১৮১৮। ১০৪ পৃঃ  
( নাগর, অহম্মদাবাদ, পুণা, কঙ্কণ ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের অধিকার লাভ,  
হোলকারের নিকট হইতে খাম্বেশ প্রদেশ গ্রহণ, ১৮১৮ )
- ৪। হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা।
- ৫। সমাচারদর্পণ নামক প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ পত্ৰের প্রচার, ১৮১৮। ১০৮ পৃঃ

## লন্ড' আমহুফ, ১৮২৩-১৮২৮ ।

- ১। ব্রহ্মদেশের প্রথম যুদ্ধ, ১৮২৪-১৮২৬। ১০২ পৃঃ  
( আসাম, আধিকার ও তেনাসবির প্রদেশের অধিকার-লাভ )
- ২। ভরতপুরের দুর্গ অধিকার, ১৮২৭। ১১০ পৃঃ
- ৬। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮৩৪। ১১১ পৃঃ

## লন্ড' উইলিয়ম্ বেষ্টিক্‌, ১৮২৮-১৮৩৫ ।

- ১। সতীদাহ-নিবারণ ও ঠগি দমন, ১৮২৮। ১১২ পৃঃ
- ২। নূতন সনন্দলাভ, ১৮৩৩। ১১৫ পৃঃ
- ৩। মহীশূর বাহ্যের শাসন-ভাব গ্রহণ ও কুর্গ অধিকার, ১৮৩০। ১১৫ পৃঃ
- ৪। শাসন সংক্রান্ত নিয়ম। ১১৬ পৃঃ  
( কনেষ্টেবলদিগের হস্তে ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার-ভাব সমর্পণ, কয়েকটি জেলা লইয়া এক একটি বিভাগেব স্থিতি ও প্রতিবিভাগে এক একজন কমিশনার নিয়োগ, জেলাব জজদিগের হস্তে দায়বাব মোকদ্দমার বিচার-ভাব সমর্পণ, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বেবি-উবোর্ড ও সদর আদালত স্থাপন, উক্ত প্রদেশে ভূমির স্থবন্দ্যকরণ, ডেপুটি কনেষ্টেবল ও সদর আদালত পদেব স্থিতি। )
- ৫। খন্দদিগের সামাজিক প্রথাব সংস্কার এবং বাজপুতদিগের কন্যাব-প্রথাব নিবারণ চেষ্টা, ১১৭ পৃঃ

- ৬। ইন্ডিয়ান বিদ্যালয়শিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধন, ১৮৩৫। ১১৮ পৃঃ
- ৭। মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা, ১৮৩৫। ১১৮ পৃঃ
- ৮। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা, ১৮২২। ১১৯ পৃঃ
- ৯। অভ্যাকর নামক সংবাদপত্র প্রচার, ১৮৩০। ১১৯ পৃঃ

## লন্ড' মেটকাফ্‌, ১৮৩৫-১৮৩৬ ।

- ১। মুদ্রণ-স্বাধীনতা সমর্পণ, ১৮৩৫। ১২৫ পৃঃ

### লড' অক্লাম্ব, ১৮৩৬-১৮৪২ ।

- ১। কাবুলের যুদ্ধ, ১৮৪১। ১২২ পৃঃ
- ২। আকগানিস্থানে ইন্ডবেজদিগের দুর্গতি, ১৮৪২। ১২০ পৃঃ

### লড' এলেনবর্বা, ১৮৪২-১৮৪৪ ।

- ১। কাবুলের যুদ্ধ ১৮৪২। ১৩১ পৃঃ
- ২। দিহুদেশ অধিকার, ১৮৪১। ১৩১ পৃঃ

### লড' হার্ডিজ, ১৮৪৪-১৮৪৮ ।

- ১। প্রথম শিখযুদ্ধ ১৮৪৪। ১৩৫ পৃঃ
- (মুদকৌ, ১৮৪৫, বিরোজসহর, ১৮৪৫, আলিবল ১৮৪৬, মোব্রাভ'র যুদ্ধ, ১৮৪৬
- ২। মিরানী নামক স্থানে শিখদিগের সহিত সন্ধি, ১৮৪১। ১৩৭ পৃঃ
- ( শতদ্রু ও বিপাশানদীর মধ্যবর্তী জাক্কর দোয়াব অধিকার, গোলাপ  
সিংহের নিবট কাছাঁর প্রদেশ বিক্রয় )
- ৩। বাদশাহ ভাব শিক্ষা দিবস জন্ত হার্ডিজ জুল স্থাপন

### লড' ডালহৌসী, ১৮৪৮-১৮৫৬ ।

- ১। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ, ১৮৪৮-১৮৪৯। ১৩৮ পৃঃ
- ( বামন' বেব যুদ্ধ, ১৮৪৮, চিনিয়াবালার যুদ্ধ, ১৮৪৯ )
- ২। পঞ্জাব অধিকার ১৮৪৯। ১৪০ পৃঃ
- ৩। ব্রহ্মদেশের দ্বিতীয় যুদ্ধ, ১৮৫০। ১৪১ পৃঃ
- ( বেঙ্গল, প্রেস ও পল্লী অধিকার )
- ৪। সেতারা অধিকার, ১৮৫০। ১৪১ পৃঃ
- আদি অধিকার, ১৮৫০। ১৪০ পৃঃ



- ৬। বাগপুর অধিকার, ১৮৫৩। ১৪৩ পৃঃ
  - ৭। নিজামের নিকট হইতে বিরার প্রবেশ গ্রহণ, ১৮৫৩। ১৪৪ পৃঃ
  - ৮। অযোধ্যা অধিকার, ১৮৫৬। ১৪৪ পৃঃ
  - ৯। ডাক্যতি দমন, ১৮৫২। ১৪৬ পৃঃ
  - ১০। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের প্রতিষ্ঠা, ১৮৫১। ১৪৬ পৃঃ
  - ১১। ডাক বিভাগের উন্নতি-সাধন।
  - ১২। গঙ্গার খাল এবং ইরাকবতী ও চন্দ্রভাগার মধ্যবর্তী বারিষোদ্যাবের খাল খনন।
  - ১৩। উত্তরপ্রান্তিক প্রদেশে "তহসিলি" ও "হলকাবন্দি" স্থূল এবং বাঙ্গালা নডেল স্থূল স্থাপন।
  - ১৪। বীটন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।
  - ১৫। স্ভার্স টার্মস উড (লর্ড হালিফাক্স) কর্তৃক শিক্ষা-বিষয়িণী কম্পি-প্রচার, ১৮৫৪। ১৪৭ পৃঃ
  - ১৬। বিদ্যালয়-সমূহে "গ্রাউইন্ এইড" প্রণালীর প্রবর্তন।
  - ১৭। শিক্ষাবিভাগে ডিবেক্টর, ইন্স্পেক্টর প্রভৃতি পদের প্রতিষ্ঠা।
  - ১৮। বিধবা-বিবাহ বাবস্থা প্রণয়ন।
  - ১৯। ইন্ডিয়া বিল, ১৮৫৩। ১৪৮ পৃষ্ঠা
- (বাঙ্গালার লেপ্টেনেন্ট গবর্নর নিয়োগ, ভারতবর্ষীয়দিগকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার অধিকার প্রদান)

### লর্ড কানিং, ১৮৫৬-১৮৬২।

- ১। সিপাহি-যুদ্ধ ১৮৫৭। ১৪৯ পৃঃ
  - ২। টোটার বিবরণ, ১৫১ পৃঃ; সিপাহি-যুদ্ধের প্রারম্ভ ও বিস্তার, পৃঃ।
  - ৩। কাশপুর, লক্ষৌ, দিল্লীর ঘটনা, ১৫১-১৫৩ পৃঃ; অযোধ্যার শাস্তি স্থাপন, ১৫৩ পৃঃ)
  - ৪। কুমারসিংহ ও লক্ষ্মীবাই ১৫৪ পৃঃ; সিপাহি-যুদ্ধের অবসান, ১৫৫ পৃঃ;
  - ৫। মহারাজী বিটোরিয়া কর্তৃক ভারতমাজাজোর জামান-জার গ্রহণ
- ১৮৫৮। ১৫৫ পৃঃ

## লর্ড নর্থব্রুক, ১৮৭২-১৮৭৬ ।

- ১। বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ, ১৮৭৪। ১৬২ পৃঃ
- ২। বরদার গাইকাবার মহলার রাণার পদচ্যুতি, ১৮৭৫। ১৬২ পৃঃ
- ৩। প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারতবর্ষে আগমন, ১৮৭৫-১৮৭৬। ১৬২ পৃঃ

## লর্ড লিটন, ১৮৭৬-১৮৮০ ।

- ১। দিল্লীর দরবার, ১৮৭৭। ১৭০ পৃঃ  
(মহারাজী বিক্টোরিয়ার “ভারতবর্ষের অধীশ্বরী” উপাধি গ্রহণ)
- ২। মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ, ১৮৭৭। ১৭০ পৃঃ
- ৩। এতদেশীয় ভাষার পুস্তক ও সংবাদপত্রাদির সম্বন্ধে আইন বিধিবদ্ধ  
করণ, ১৮৭৮। ১৬২ পৃঃ
- ৪। আফগানিস্তানের যুদ্ধ, ১৮৭৮-১৮৮০। ১৭১ পৃঃ  
(শের আলির মৃত্যু, শের আলির পুত্র যাকুব খাঁর সহিত সন্ধি-স্থাপন,  
ব্রিটিশ রেসিডেন্ট স্ত্রীর লুই কাবানরির হত্যা; যাকুব খাঁর সিংহাসন-চ্যুতি।)

## মার্কুইন্স অব রিপন, ১৮৮০-১৮৮৪ ।

- ১। আফগানিস্তানের যুদ্ধ, ১৮৮০-১৮৮২। ১৭২ পৃঃ  
(যাকুব খাঁর পরাজয়, আবদুল রহমান খাঁর সিংহাসন-প্রাপ্তি, ইকরেনজ  
সৈন্তের কান্দাহার পরিত্যাগ)
- ২। এতদেশীয় ভাষার সংবাদপত্রাদির সম্বন্ধে লর্ড লিটনের প্রবর্তিত  
আইনের উচ্ছেদ, শুল্ক-সমিতি স্থাপন, আত্মশাসনপ্রণালীর প্রবর্তন-চেষ্টা,  
কৌশলধারী কার্যবিধি-সংশোধন, নিয়ানের সিংহাসন-প্রাপ্তি, লবণের শুদ্ধ  
হাস, খাসমহলের বন্দবস্ত।

## লর্ড ডফরিণ।

আত্মশাসন-প্রণালীর কার্যারম্ভ, সবর প্রত্যক্ষ অধিকার, নব্য প্রশাসনিক  
কর্মণীয় অধিকারের সীমা নির্দেশের কার্য।

ব্রিটিশ সম্পূর্ণ।

(সেক্রেটারি অব্, ট্রেটস্ গদের প্রতিষ্ঠা, কোম্পানিৰ ৰাজ্যশাসনেৰ  
পৰিসমাপ্তি)

- ৩। মহাৰাণীৰ ঘোষণাপত্ৰ, ১৮৫৮। ১৫৬ পৃঃ  
(ষ্টাব্ অব্ ইণ্ডিয়া উল্গাধিৰ হুষ্টি)
- ৪। লৰ্ড মেকলেৰ এণীত দণ্ডবিধি বিধিবদ্ধকৰণ, ১৮৬০। ১৬৫ পৃঃ
- ৫। দেওয়ানী ও ফৌজদাৰী কাৰ্য্যবিধি, এবং ৰাজস্ব-সক্ৰান্ত দশ আইন  
প্ৰচাৰ, ১৬৫ পৃঃ
- ৬। ইনকম্ টাক্স স্থাপন, ১৬৫ পৃঃ

### লৰ্ড এলগিন্, ১৮৬২-১৮৬৩।

- ১। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্ৰাজেৰ সদৰ আদালত ও হুণ্ৰীম কোট  
একত্ৰ কৰিয়া হাইকোট নামে প্ৰসিদ্ধ হয়, ১৮৬২। ১৬৫ পৃঃ
- ২। সিতানার যুদ্ধ।

### লৰ্ড লরেন্স, ১৮৬৪-১৮৬৯।

- ১। ভূটানেৰ যুদ্ধ, ১৮৬৪। ১৬৬ পৃঃ  
(ভুয়াৰ প্ৰদেশ অধিকাৰ)
- ২। উড়িষ্যাৰ ছৰ্ভিষ্ক, ১৮৬৬। ১৬৬ পৃঃ

### লৰ্ড মেয়ো, ১৮৬৯-১৮৭২।

- ১। অৰালাব দৰবাৰ, ১৮৬৯। ১৬৭ পৃঃ
- ২। মহাৰাণীৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ ডিউক অব্ এডিনবৰ্গাৰ ভাবতবৰ্ষে আগমন  
১৮৬৯-১৮৭০। ১৬৭ পৃঃ
- ৩। ৰাজস্বৰ স্বতন্ত্ৰীকৰণ প্ৰথাৰ প্ৰবৰ্ত্তন, ১৮৭১। ১৬৮ পৃঃ